শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

শ্রীপুর গোপীনাথপুর ও মোহনপুর।

পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ জিলা হুগলীর অন্তঃর্গত শ্রীরামপুর নামধেয় মহকুমার প্রধান নগরী "শ্রীরামপুর"। মোগল শাসন কালে এই শ্রীরামপুর নগরী পাটলির "রাজা মহাশয়" দিগের জমিদারীর অন্তঃর্ভুক্ত ছিল এবং শ্রীপুর গোপীনাথ-পুর ও মোহনপুর নামে আখ্যাত ছিল।

হিন্দু শাসন।

তৎকালে উক্ত গ্রামগুলি সমৃদ্ধিশালী ছিল—বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস ছিল, তন্মধ্যে চক্রবর্ত্তীবংশ ভট্টাচার্য্যবংশ তর্কালঙ্কার বংশ চৌধুরীবংশ এবং কায়স্থের মধ্যে বসুবংশ সরকারবংশ পালবংশ ও দত্তবংশই বর্দ্ধিষ্ণু (১) বংশ ছিল। এতদ্ব্যতীত মঠবংশ ও প্রায় দুই সহস্র তন্তুবায় এবং তিন চারি শত কুম্ভকার ও শতাধিক সৎগোপ ও কৈবর্ত্ত জাতির বাস ছিল। সকলেই স্ব স্ব জাতীয় (২) ব্যবসা করতঃ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে শ্রীপুরের ব্রাহ্মণ সমাজ প্রসিদ্ধ (৩) ছিল, গ্রামে গ্রামে চতুষ্পাঠি (৪) ছিল, সমাজ সুশাসিত ও গ্রামগুলি সুরক্ষিত ছিল। গ্রামবাসী গণের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যাহা হইত, ভূস্বামী স্বয়ং তাহার

(১) বর্দ্ধিষ্ণু বংশের অধিকাংশ বংশই প্রায় লোপ পাইয়াছে যে দুই এক ঘর আছে তাঁহাদের আর সে অবস্থা নাই।

(২) ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্রালোচনা করিতেন, কায়স্থগণ মসীজীবী ছিলেন, তন্তুবায়গন "গিলে" "গড়া" নামক মোটা বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন, কৈবর্ত্তগন মাদুরী বয়ন করিতেন।

(৩) বৈজল রাজের সভাপণ্ডিত কবিরাম তাঁহার "দিগ্বিজয় প্রকাশ" গ্রন্থে ব্রাহ্মণ সমাজের প্রসিদ্ধির কথা বিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) শ্রীপুরে ৺দুর্গারাম তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠি, চাতরায় ৺কাশীশ্বর পণ্ডিত ও মুরারী পণ্ডিতের চতুষ্পাঠি, মাহেশ গ্রামে ৺নিধিরাম পিপ্‌লায়ের চতুষ্পাঠি, বল্লভপুরে ৺রুদ্রপ্রসাদ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠিই প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠি ছিল।

বিচার ও মীমাংসা করিতেন। গ্রামে গ্রামে (১) দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত থাকায় পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব হইত, দূরাগত মোক্ষকামী পবিত্রচিত্ত তীর্থযাত্রীগণের পদরজঃ স্পর্শে গ্রামগুলি পবিত্র হইত।

রাজা মানসিংহের আগমন।

১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ শ্রীপুর ও জাহানাবাদের সান্নিধ্যে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। (২)

নবাব কাশিম আলি খান সেতু নির্ম্মাণ।

১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে নবাব কাশিম আলি খাঁ (সম্রাট সাজাহানের আদেশানুসারে) হুগলী আক্রমণ করিবার সময় শ্রীপুরে এক (৩) নৌকার সেতু নিম্মাণ করতঃ গঙ্গা পার হইয়াছিলেন।

---

(১) মাহেশ গ্রামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা, বল্লভপুরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুর রথযাত্রা, চাতরায় গৌরাঙ্গদেবের উৎসব, আকনায় রাম-সীতার উৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তির সময় চড়ক পূজা উপলক্ষে শ্রীপুরে মহা সমারোহ হইত।

(২) In 1589 Raja Man singha Governor of Bengal under Akbar in an expedition against the Afgans, who there held the Kingdom of Orissa, haulted for the rainy season on the border of Sreepur and Jahanabad. (Stwart.)

(৩) Abdul Hamid mentioned Sreepur in connection with the invasion of Hooghly by Kashim khan—Badshanamah. "Kashim khan set about making his preparations and of the close of the Cold season in Shahaban 1240 H. H. He sent Bahadur Kambu an active intelligent servant of his, with the

নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর শাসন কালেই বঙ্গে বর্গীর প্রাদুর্ভাব (১) হয়। বর্গীগণ হুগলী জেলার গড়মন্দারণ গ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ অবস্থান করিতেন এবং হুগলী আক্রমণ কালে গরিফার মাঠে ছাউনি করিয়াছিলেন। বর্গীগণ প্রায় দশ বৎসর কাল হুগলী (২) জেলায় অবস্থান করতঃ লুটপাট করিয়াছিলেন। বর্গীর ভয়ে গ্রামবাসীগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলময় স্থানে গুপ্তভাবে বাস করিতেন। শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামবাসীগণ বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়া যে জঙ্গলময় স্থানে অবস্থান করিতেন, সেই স্থানটী অদ্যাপি বর্গীর বাগান নামে আখ্যাত।

শ্রীপুরে বর্গীর প্রাদুর্ভাব।

force under his command, under the practice of taking possession of the khalifa lands at Murshidabad, but really to join Alla Jhahar khan at the proper time, under the apprchension that the infidels upon getting intelligence of the march of the army, would put their Families, on board ships and so escape destruction to'the disappointment of the warriors of Islam. It was given out that the forces were marching to attack Hughly. At Burdwan, which lies in the direction of Hughly, until he received intelligence of khwaja sher and others, who had been ordered to proceed in boats from Sreepur. (Elliots translation of Badshanamah.)

(১) Orme vol II.

(২) হলওয়েলস্ ইণ্টারেষ্টিং ইভেন্স ৫১ পৃষ্ঠা এবং মার্শম্যান সাহেবের কৃত বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত। ১১৯ হইতে ১২৬ পৃষ্ঠা।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার (১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট অনুমতি গ্রহণ করতঃ প্রথমে শ্রীপুর ও আকনা গ্রামে ৬০ বিঘা ভূমি গ্রহণ করিয়া তথায় বানিজ্যাগার নির্ম্মাণ করেন। পরে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী বংশের মূল ধনোপার্জ্জক ৺রামনারায়ণ ও ৺হরিনারায়ণ গোস্বামী মহাশয়দ্বয়ের সহায়তায় শ্রীপুর গোপীনাথপুর মোহনপুর আকনা এবং পিয়ারাপুর এই পঞ্চগ্রাম সেওড়াফুলির স্বর্গীয় রাজা মনোহর চন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট হইতে বাৎসরিক ১৬০১৲ টাকা করাবধারণে চিরস্থায়ী পাট্টা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন এবং উক্ত শ্রীপুর গোপীনাথ পুর ও মোহনপুর গ্রাম তিনটীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ডেন্‌মার্কের বাদশাহের নামানুসারে রাশিনাম "ফ্রেড্রিক্স নগর" ও ডাক্ নাম "শ্রীরামপুর" রাখেন।

নবাবের নিকট অনুমতি গ্রহণ ও সেওড়াফুলির রাজার নিকট চিরস্থায়ী পাট্টা গ্রহণ এবং নাম করন।

(১) বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলপথ ৮৮ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেওড়াফুলির রাজবংশ।

মোগল শাসন কালে বঙ্গে যে সকল "বারভূঞা" ছিলেন, তন্মধ্যে পাটলির রাজবংশ অন্যতম (১) ইঁহাদিগের সুশিক্ষিত সৈন্য তীরন্দাজ, সড়কীয়াল, ঢালী, বরকন্দাজ নৌবহর হস্তী প্রভৃতি ছিল, ইহাঁরা স্বাধীন (২) নৃপতির ন্যায় বাস করিতেন। ৯৮০ শকে সম্রাট আকবর শাহ ইঁহাদিগকে অনেকগুলি জমিদারী ও একখানি সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

সেওড়াফুলির রাজবংশের পরিচয়

পাটলির রাজবংশ সম্বন্ধে, ক্রফোর্ড সাহেব তাঁহার "মেডিক্যাল জর্ণালে" লিখিয়াছেন,—"পাটলির রাজবংশ বঙ্গের প্রাচীনতম জমিদার বংশ; যে সময়ে বঙ্গদেশে আদিশূর রাজা ছিলেন, সেই সময়ে দেবদত্ত নামক একজন কায়স্থ কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া, শ্যামা বঙ্গজননীর স্নিগ্ধ ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবার নিমিত্ত প্রথমে মুর্শিদা-

(১) উক্ত রাজবংশের ইতিহাস ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

(২) Annals of Rural Bengal by W. W. Hunter.

বাদের অন্তর্গত মায়াপুর নামক স্থানে কিয়দ্দিবস বাস করেন, পরে তথা হইতে "দত্তবাটী" নামক স্থানে গিয়া বাস করেন, তাহার পর দত্তবাটী হইতে পাটলিতে গিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করেন। উক্ত দেবদত্তই পাটলির রাজবংশের আদি পুরুষ।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালেই এই রাজবংশের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান বর্দ্ধিত হয়। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত "Fifth Report" (ব্লু বুক) নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, "যে সময়ে বঙ্গদেশে অসংখ্য জমিদারের সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে বঙ্গের যে পাঁচজন শ্রেষ্ঠতম জমিদারকে "মজুমদার" উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে নদীয়ার রাজবংশ ও পাটলির রাজবংশ তাহার অন্যতম।"

ক্ষিতীশ বংশাবলীতে নদীয়ার রাজবংশকে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ রাজ-বংশ বলিয়া উল্লিখিত আছে। বিজ্ঞতম ঐতিহাসিক শম্ভুচরণ দে বি এ, বি এল, মহাশয় এই রাজবংশকে "Premier of Bengal" বলিয়া লিখিয়াছেন। এই রাজবংশ যে এক সময়ে ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তি ও পদমর্য্যাদায়—বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজন পূজ্য নদীয়ার রাজবংশের সমতুল্য ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।(১)

ভারতের ইতিহাসের সহিত অন্যান্য দেশের ইতিহাসের তুলনা করিয়া দেখিলে, বহুস্থানে বহু বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গ

(১) Bansberia Raj by S. C Dey B.A., B.L.

ক্রমে একটী বৈচিত্রের কথা উল্লেখ করিতেছি,—যে মহাবীর উল্কাপিণ্ডের ন্যায় মাসিডন হইতে সিন্ধুর তীরভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগকে বীরত্বে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, ইউরোপ তাঁহাকে মহাপুরুষ রূপে পূজা করিলেও, ভারতবাসীর হৃদয়ে তিনি শ্রদ্ধার অক্ষয় সিংহাসন স্থাপিত করিতে পারেন নাই। যে সকল মহাপুরুষের স্মৃতি শ্রদ্ধার পূতবারিসিক্ত হইয়া আজিও ভারতবাসীর হৃদয়ে অক্ষয় বটবৃক্ষের ন্যায় বিরাজ করিতেছে; তাঁহারা শুধু প্রতাপ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য ও বিপুল প্রতিপত্তির দ্বারা ভারতের ইতিহাসে অমর হইতে পারেন নাই। ভারতবাসী বিজয়সিংহের বিজয় কাহিনী বিস্মৃত হইয়াছে, মহাবীর মহম্মদ গজনীর অদ্ভূত রণ-নৈপুণ্য ইতিহাসের কীটদষ্ট জীর্ণ পৃষ্ঠার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের গুণগাথা এবং আদিশূরের সমাজ গঠণ প্রথা, ঠাকুরমার উপকথার ঝুলির মধ্যে স্থান লাভ করিয়া প্রাত্যহিক জপমালা হইয়া উঠিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাটলির রাজবংশের প্রাধান্য যদি শুধু প্রতিপত্তিতেই পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজবংশের ইতিহাসের ন্যায় তাহা কবে বিস্মৃতির অতল সলিলে বিলীন হইয়া যাইত। কিন্তু সেই প্রতিপত্তির পশ্চাতে ছিল, স্বদেশ অনুরাগ সধর্ম্ম-পালন, মুক্তহস্ততা ও বিপুল দান,—যাহা মানুষকে দেবতার পদবীতে উন্নীত করে। ইহা অলঙ্কারের কথা নহে, ইতিহাসের কথা।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ন্যায় স্বধর্ম্মোন্মাদ, পরধর্ম্ম বিদ্বেষী আর কোন মুসলমান নৃপতি ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন নাই। তাঁহারই শাসনকালে এই রাজবংশের অন্যতম প্রধান পুরুষ স্বর্গীয় রামেশ্বর রায় দেবতা প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, টোল সংস্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্য করিয়া এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, যে, সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে "রাজা মহাশয়" উপাধিতে ভূষিত করতঃ একখানি সনন্দ প্রদান করেন। সেই সনন্দ খানি পার্শীভাষায় লিখিত, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ লিখিত হইল।

আরবি ভাষায় টোগরা

আরবি ভাষায় টোগরা

আরবি ভাষায় টোগরা

শাহগাজী
আলমগীর

সম্রাটের শিল মোহর।

রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়।

পরগণা আরসা, সরকার সপ্তগ্রাম।

তোমাকে যে পরগণার ভার অর্পণ করা হইয়াছে, তুমি তাহার জরিপ ও নানাপ্রকার সৎকার্য্যের দ্বারা উন্নতি সাধন করিয়া, তোমার উপর অর্পিত গুরুভার উপযুক্তরূপে সম্পাদন করিয়াছ;

তজ্জন্য তুমি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। তোমার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে "পঞ্চ পারচ্চা" (পাঁচটী পোষাক) খেলাত এবং "রাজা মহাশয়" উপাধি প্রদান করা হইল। বংশানুক্রমে জ্যেষ্ঠ-পুত্র এই উপাধি গ্রহণ করিবে, ইহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেনা। ১০ সফর ১০৯০ হিজরি।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশনে বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সারজন উডবরণ বাহাদুরকে উক্ত সনন্দ (১) খানি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

"কলিকাতা রিভিউ" নামক বিখ্যাত পত্রে লিখিত আছে;—"একসময়ে একজন ব্রাহ্মণ জমিদার যথা সময়ে তাঁহার দেয় খাজনা নবাব সরকারে জমা দিতে অক্ষম হওয়ায়, নবাবের কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার উপক্রম করে। ঐ সময়ে পাটলির রাজ বংশের স্বর্গীয় রাজা মনোহর চন্দ্র রায় তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি সেই সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদারকে বিপন্ন দেখিয়া, তাঁহার দেয় খাজনা অর্দ্ধ লক্ষ মুদ্রা নবাব সরকারে জমা দিয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করেন। নবাব তাঁহার উদারতার কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁহাকে দরবারে আহ্বান করতঃ "শূদ্রমনি" উপাধি প্রদান করেন।

(১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1902 Page 45.

মোগল শাসনকালেই এই রাজবংশ পাটলি হইতে বাঁশবেড়িয়া, সেওড়াফুলি, বালি, শিবপুর ও রাজহাটে গিয়া বসবাস করেন এবং তদবধি দশআনি, ছয়আনি, নয়আনি ও সাতআনির জমিদার নামে আখ্যাত হন।

রাজা মনোহর চন্দ্র রায় পাটলি হইতে সেওড়াফুলিতে আসিয়া বসবাস করিবার বহুপূর্ব্বে, হুগলী জেলায় অনেক দেবদেবী প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন চতুষ্পাঠি স্থাপন ব্রাহ্মণগণকে বৃত্তিদান ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, হুগলী জেলা ও চব্বিশ পরগণার মধ্যে যে ব্রাহ্মণবংশ ইহাঁদের প্রদত্ত বৃত্তি বা ব্রহ্মোত্তর ভোগে বঞ্চিত তাঁহারা প্রাচীন বংশই নহেন।

স্বর্গীয় রাজা মনোহর চন্দ্র রায় সেওড়াফুলিতে আসিয়া বসবাস করিবার পরও, তাঁহার বংশধরগণ অনেক দেবদেবী প্রতিষ্ঠা, (১) জলাশয় খনন, চতুষ্পাঠি স্থাপন, ব্রাহ্মণগনকে বৃত্তিদান ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। রাজা মনোহর চন্দ্র রায় মাহেশ গ্রামের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ১১৪১ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে রাজা রাজচন্দ্র রায় সেওড়াফুলিতে "সর্ব্বমঙ্গলা" স্থাপন করেন এবং ১১৬০ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে আকনা গ্রামে "রামসীতা" প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৩৪ সালে রাজা হরিশ্চন্দ্র সেওড়াফুলির ভাগীরথী তীরে "নিস্তারিনী" নাম দিয়া কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

(১) ঐ সকল দেবদেবী অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে।

স্বর্গীয় রাজা মনোহর চন্দ্র রায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়ায় এবং দেবসেবার নিমিত্ত প্রভূত সম্পত্তি দান করায়, জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠাতা ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য কমলাকর পিপ্‌লাই প্রাতঃস্মরনীয় পুণ্যশ্লোক ব্রাহ্মণ-পোষক ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ভূস্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে স্নানযাত্রা পর্ব্বের দিবস তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করতঃ জগন্নাথ দেবকে স্নান করাইতেন; তদবধি ঐ প্রথা প্রচলিত হয়। রাজা মনোহর চন্দ্র রায় পরলোকে গমন করিলে পর, তাঁহার পুত্র রাজা রাজ চন্দ্র রায় অনুমতি প্রদান করিতেন, রাজা রাজচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র আনন্দচন্দ্র রায় অনুমতি প্রদান করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র স্নান করাইবার অনুমতি প্রদান করিতেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র পরলোকে গমন করিলে পর, তাঁহার পুত্র রাজা যোগেন্দ্র চন্দ্র ও রাজা পূর্ণচন্দ্র অনুমতি প্রদান করিতেন। রাজা যোগেন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র রাজা গিরিন্দ্র চন্দ্র স্নান করাইবার অনুমতি প্রদান করিতেন। ইঁহারা পরলোকে গমন করিলে পর, রাজা পূর্ণচন্দ্রের পুত্র ও পৌত্র এবং রাজা গিরিন্দ্রচন্দ্রের দৌহিত্র নির্ম্মলচন্দ্র এই সর্ব্বজন সম্মানিত অনুমতি দান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অদ্যাবধি সমভাবে পুজিত হইতেছেন।

হুগলীর কালেক্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট (১) টয়্‌নবি সাহেব তাঁহার

(১) Within the last thirty or forty years a family in

A sketch of the Administration of the Hugly District (1795 to 1845) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,"রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ে একবার স্নানযাত্রা পর্ব্বের অনুমতি প্রদান করা লইয়া বিভ্রাট ঘটিয়াছিল বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের তিলি বংশোদ্ভব জনৈক ব্যক্তি একচেটিয়া লবণের কারবার করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হন। শ্রীরামপুরের প্রাচীন ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সেই তিলি-কুল-তিলকের পিতামহ সূতার ঝোড়া মস্তকে করিয়া বাজারে ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতেন এবং মাসিক ৪।৫ টাকা

Serampur, of the Telee Caste, has arisen from utter insignificance to great wealth, by establishing one of the under monopolies of salt which have grown out of the great monopoly of the company. There are still living, one or two of the ancient resident of the town, who can remember the time when the grand father proceeded to market with a busket of thread on his head, and was happy to earn four or five rupees a month by the sale of it. Although on one or two occasions they have exhibited the arrogance of upstarts, yet it is but just to acknowledge that, generally speaking, They have endeavoured to weaken the feellng of every which their elevation could not fail to create, by peaceful, just and moderate conduct. In the course of time the large Estates of Sheoraphully Raja were subjected to partition, and a portion of them was allotted to a branch of the family now seated at Bali. Of this country, as well as in England, the possessions of ancient families, who are strangers to the principles economy, are constantly

উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ঘটনাচক্রে ছয়আনির জমিদারি উক্ত তিলিবংশবতাবংশের নিকট আবদ্ধ হয় এবং কালক্রমে উক্ত তিলিবংশবতাবংশ ছয়আনির জমিদারির দখলিকার হন, এবং সেই দখলি সূত্রে ছয়আনির সম্মানেরও অধিকারী হইয়াছেন ভাবিয়া, ঐশ্বর্য্য-মদগর্ব্ব-দর্পিত সেই তিলি কুল-তিলক শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পূজকগণকে অর্থবলে বশীভূত করতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে স্নান করাইবার অনুমতি প্রদান করেন। অর্থবলে বশীভূত পূজকগণ তিলি-কুল-তিলকের আদেশানুসারে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবকে স্নান করাইয়া উৎসব কার্য্যে ব্যাপৃত হন। এদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে স্নান করাইবার অনুমতি দিবার জন্য স্বদলে মাহেশ গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে যাত্রীগণকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া ও লোক পরম্পরায় স্নান

passing into the hands of new man, who have risen to wealth in the course of trade. The mortgage was duly foreclosed, and the pervenu family become landholders and entered on possession of a portion of the land which forms the endowment of Juggunnath. It will of course be understood that in spite of all the consideration which their wealth confers on them, they are regarded by the community as infinitely inferior in distinction to the time honoured family of Sheoraphully. In fact the difference between the two families may be compared to that which subsisted in popular estimation between glossen The purchaser of Ellangowan, and the historical Bertrams. In an evil hour the Telees determined to arrogate

ফেরিওলা নন্দনের অনুমতি অনুসারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নান হইয়া গিয়াছে শুনিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া প্রবল বেগে অশ্ব চালাইয়া মাহেশ গ্রামে গমন করতঃ শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের পূজকগণের হস্তপদ বন্ধন করিয়া সেওড়াফুলির রাজভবনে লইয়া যান এবং দিবসত্রয় তাহাদিগকে রাজভবনে আবদ্ধ করিয়া রাখেন ও যথোচিত লাঞ্ছনা করেন।

---

to themselves the honour of giving orders for bathing of Juggun nath; and having obtained the concurrence of the priests by offers which were irresistible, the head of the family proceeded with due pomp to the stage, and the immage was bathed at his commands, and the crowed began to disperse The late Raja Hurrish Chander as he advanced with his cavalcade, met the retiring Multitude and his indignation may be more easily conceived than described when he learned that the son of the Hawker of thread had thus invaded the ancient prerogatives of his family. He rode up in haste to the temple, caused the chief priests to be bound and conveyed a distance of five miles to his own Residence and there subjected them for three days, to every possible indignity short of actual violence. The intercessions of the neighbouring zeminders and of the most wealthy man in Serampur succeeded at length in softening his resentment, and they were liberated on the promise of never repeating the Transgression or paying the slightest attention to the new man—a promise which they have since held sacred.

পূজকগণ ঐরূপ কার্য্য আর কখন করিবনা স্বীকার করায় এবং শ্রীরামপুরের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করায়, রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাদের মুক্তি প্রদান করেন। (১)

(১) শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রার বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন বিবরণ।

মোগল রাজত্বের শেষ অবস্থায় ইউরোপ হইতে পর্ত্তুগীজ ফরাসী ওলন্দাজ ইংরাজ প্রভৃতি বণিক জাতিগণ ক্রমে ক্রমে ভারতে আসিয়া বাণিজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের সাফল্য দর্শন করিয়া, ইউরোপের উত্তর প্রান্ত-বাসী কতিপয় দিনামার বণিকও ভারতে বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একটী কোম্পানী (১) গঠন করেন এবং ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাপ্তেন রডেণ্ট ক্রেপ্ একখানি

(১) The D E I Company was formed in 1612 and the first Danish Ship arrived in India 1616. The

১৭]

জাহাজে আরোহণ করতঃ ডেন্‌মার্ক হইতে ভারতে আগমন করেন। রডেণ্ট ক্রেপের জাহাজখানি করমণ্ডল উপকূলস্থিত ট্রাঙ্কুবার সহরের তীরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই চড়ায় লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, জাহাজ খানি ও মাঝি মাল্লাগণ জলমগ্ন হয়। রডেণ্ট ক্রেপ্ বহু কষ্টে আত্মরক্ষা করতঃ ট্রাঙ্কুবার সহরে গমন করেন, এবং তাঞ্জোরের রাজার নিকট হইতে ৫ মাইল দীর্ঘ এবং ৩ মাইল প্রস্থ ভূমি ইজারা গ্রহণ করতঃ তথায় দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যাগার স্থাপন করেন এবং তদবধি তাঁহারা তথায় বসবাস ও বাণিজ্য করিতে থাকেন।

১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একদল রণতরী, ৮টী হস্তী বোঝাই একখানি মুর জাহাজ ধৃত করায়, মুর গভর্ণর মালিকবেগ ইংরাজ বণিক কোম্পানীকে একখানি পত্র লেখেন, সেই পত্রের মর্ম্ম এইরূপ :—" ইংরাজ ও দিনামার উভয়েই যখন খ্রীষ্টিয়ান, তখন দিনামারগণ কর্তৃক

Captain, Rodant Crape is said to have wrecked his ship off Tranqueber, to effect landing His crew were all murdered but he himself contrived to make his way to the court of the Raja of Tanjore and obtained for the Danish Company a grant of Tranqueber on the Coromandal Coast with the land around five miles long and three miles broad. (Crawford's History).

আমাদের যাহা ক্ষতি হইয়াছে, ইংরাজ বণিকগণ তাহা পূরণ করিতে বাধ্য।" বলা বাহুল্য এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় সহরে ভীষণ হুলুস্থূল পড়িয়া যায়।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোন্দলপাড়ায় আগমন।

১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১) সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র নবাব আজিম শা'হকে বাৎসরিক দশ কিস্তিতে ত্রিশ হাজার টাকা নজর দিয়া বঙ্গে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পত্র (ফারমান) গ্রহণ করতঃ প্রথমে বালেশ্বর ও পাটনায় (২) বাণিজ্য করেন। পরে হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দন নগরের দক্ষিণ পূর্ব্ববর্ত্তী গোন্দলপাড়া নামক গ্রামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। উক্ত গোন্দলপাড়া গ্রামটী নবাব খানজা খাঁর সম্পত্তি ছিল, দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাব খাঁনজা খাঁর নিকট হইতে উক্ত গ্রামটী মাসিক ২০, টাকা

(১) Toynby states that for this firman the Danish paid Rs 30,000, in ten annual instalments Any how their first settlement was at Gondalpara, in what is now the south east corner of the french territory of Chandernagore The spot to this day is known as Dinamardanga.

(২) পাটনায় দিনামার দিগের যে কুঠি ছিল, অধুনা তথায় "পাটনা কলেজ" অবস্থিত। ইহা প্রাচীন পাটলিপুত্রের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

করাবধারণে পাট্টা গ্রহণ করতঃ তথায় বসবাস করেন। তদবধি উক্ত স্থানটী দিনামারডাঙ্গা নামে আখ্যাত হয়।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপন করিবার সঙ্কল্প।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষ সর্টম্যান সাহেব ফরাসীদিগের অধীনে ফরেশডাঙ্গায় বাস করিতেন, তিনি সেই স্থানেই তাঁহার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেন এবং তত্রত্য উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করতঃ স্বদেশে প্রেরণ করিতেন। কোম্পানীর অন্যান্য সকলে যিনি যেখানে সুবিধা পাইতেন, তথায় গিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হওয়ায়, তাঁহারা একটী স্বতন্ত্র বাণিজ্যাগার স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন।

নবাবের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ল সাহেবকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের সমধর্ম্মী ও সম-ব্যবসায়ী পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের সান্নিধ্যে থাকিয়া বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীপুর ও আকনা গ্রামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিবার সংকল্প করেন এবং নবাবের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তদানীন্তন ফরাসী রাজদূত ল সাহেবকে বহুমূল্য উপঢৌকন (১) সহ মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। ল সাহেব মুর্শিদাবাদে

(১) নবাবকে উপঢৌকন প্রদান করিতে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

গমন করিয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে উপঢৌকন প্রদান করতঃ, শ্রীপুর ও আক্না গ্রামে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

ল সাহেবের প্রার্থনা অনুসারে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ দিনামার (১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে শ্রীপুর ও আকনা গ্রামে ৬০ বিঘা ভূমি অধিকার এবং তথায় বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পত্র [ফারমান] ও তৎসহ হুগলীর ফৌজদারের উপর দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উক্ত ৬০ বিঘা ভূমি দখল দিবার একখানি হুকুম নামা প্রদান করেন। তৎকালে বঙ্গদেশে ডাকের সুব্যবস্থা না থাকায়, ল সাহেবকেই সেই অনুমতি পত্র ও হুকুমনামা লইয়া আসিতে হয়। অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইবার প্রায় ১২ দিন পরে ল সাহেব মুর্শিদাবাদ হইতে চন্দন নগরে প্রত্যাগমন করেন।

দিনামার কোম্পানীকে নবাবের ফারমান প্রদান।

ল সাহেব প্রত্যাগমন করিবার পর, দিনামার (২) ইষ্ট ইণ্ডিয়া

প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। Calcutta Review 1845.

(১) Brief History of the Hughly District by Lt. Col. D. G. Crawford.

(২) সর্টম্যান সাহেবের উক্তিতে লিখিত আছে যে, "১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে আমরা হুগলীর ফৌজদারের সহায়তায় শ্রীপুর ও আক্নায় ৬০ বিঘা ভূমি দখল করি।" মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাসে লিখিত আছে যে,

কোম্পানীর অধ্যক্ষ সটম্যান. সাহেব হুগলীর ফৌজদারের সহায়তায় ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে শ্রীপুরে ৩ বিঘা ও আকনায় ৫৭ বিঘা ভূমি দখল করেন এবং ৮ই অক্টোবর তারিখে শ্রীপুর ও আকনা গ্রামে দিনামার রাজপতাকা উড্ডীন করতঃ গ্রাম রক্ষার্থে চারিজন পাইক নিযুক্ত করেন।

দিনামার কোম্পানীর শ্রীপুর ও আকনা অধিকার।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শ্রীপুর ও আকনা গ্রাম অধিকার করিবার পর, (১) গোন্দলপাড়া গ্রাম হইতে শ্রীপুরে আসিয়া বসবাস করেন এবং একটা সুবৃহৎ বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণ করতঃ বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কুঠির কার্য্য ভালরূপ

দিনামার কোম্পানীর শ্রীপুরে বাণিজ্যাগার স্থাপন।

"দিনামারগণ নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে বঙ্গে আসিয়াছিলেন।"Our Indian Empire" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, "দিনামারগণ সপ্তদশ শতাব্দীর সর্ব্ব প্রথমে ট্রাঙ্কুবার সহরে ও পরে হুগলীর অন্তর্গত গোন্দলপাড়ায় বাস করেন।" আবার অরম সাহেব বলেন,"দিনামারগণ যে কোন সময়ে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় না।" ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাঙ্গলা ইতিহাসে লিখিত আছে যে, দিনামারগণ ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে আসিয়াছিলেন।"

(১) দিনামার ই আই কোম্পানী গোন্দলপাড়া পরিত্যাগ করিলে পর, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট নবাব খানজা খাঁর নিকট হইতে ইজারা গ্রহণ করেন। গোন্দল-পাড়া গ্রামটি নবাব খানজা খাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। নবাব খানজা খাঁ

(১) না চলায়, তাঁহারা উক্ত শ্রীপুর গ্রামের একজন তন্তুবায়কে কুঠির গোমস্তা নিযুক্ত করেন।

কাপ্তেন জিন্‌জেন্ বাঙ্কের ভূমি জরিপ করিবার সঙ্কল্প।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কাপ্তেন জিন্‌জেন্ বাঙ্ক শ্রীপুর ও আক্‌না গ্রামের ৬০ বিঘা ভূমি জরিপ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক মৃণ্ময় প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করিবার এবং তদুপরি বৃষ্টি পতন নিবারনার্থে ছাউনি করিবার সংকল্প করেন, কিন্তু তাঁহার সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

সেওড়াফুলির রাজার নিকট চিরস্থায়ী পাট্টা গ্রহণ ও নাম করণ।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিলে পর, উক্ত গ্রামের গোস্বামী বংশের মূল ধনোপার্জ্জক ৺রামনারায়ণ গোস্বামী ও ৺হরিনারায়ণ গোস্বামী মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হন। উক্ত গোস্বামী মহাশয়দ্বয়ের পরামর্শে ও সহায়তায় দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেওড়াফুলির রাজা স্বর্গীয় মনোহর চন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীপুর, গোপীনাথপুর, মোহনপুর, আক্‌না ও পিয়ারাপুর এই গ্রাম পাঁচটী বার্ষিক

ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে ইজারা দিবার পর, মতিঝিল নিবাসী মির্জ্জা নাসারত উল্লাকে বিক্রয় করেন। Hughly past and Present.

(১) দিনামার ই আই কোম্পানীর গুদাম বাড়িটী ভাঙ্গিয়া নূতন বাড়ী

১৬০১৲ টাকা করাবধারণে চিরস্থায়ী (১) পাট্টা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন এবং শ্রীপুর, গোপীনাথপুর ও মোহনপুর গ্রাম তিনটীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ডেন্মার্কের বাদশাহের নামানুসারে রাশিনাম "ফ্রেড্রিক্সনগর" এবং ডাক্ নাম "শ্রীরামপুর" রাখেন।

শাসন কর্ত্তা বিনিযোগ।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরস্থায়ী পাট্টা গ্রহণ করিবার পর, ডেন্মার্কের অধীশ্বর মিঃ সর্টম্যানকে শ্রীরামপুর নগরীর শাসন কর্ত্তার পদে বিনিয়োগ করেন।

দিনামার কোম্পানীর রাস্তা ঘাট ও পোতাশ্রয় নির্ম্মান।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে বাণিজ্যাগারের সম্মুখস্থ গঙ্গার তীরে (২) ঘাট বাঁধান ও প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করেন এবং জাহাজাদি সংস্কার করিবার নিমিত্ত কোন্নগরের হাতিরকুল নামক পল্লির ভাগীরথীতীরে একটী পোতাশ্রয় (৩) নির্ম্মাণ করেন।

নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় শ্রীরামপুরের Sub Divisional officer বাস করেন।

(১) বাষ্পীয় ও কল ভারতবর্ষের রেলওয়ে।

(২) নিশানঘাট নামক ঘাটটী প্রথম নিম্মিত হয়, উক্ত ঘাট অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

(৩) কোন্নগরের হাতিরকুল পল্লির ভাগীরথী তীরে দিনামার কোম্পানী যে পোতাশ্রয়টী নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্রমশঃ প্রসার হওয়ায়, তাঁহারা তত্রত্য চক্রবর্ত্তী বংশের নন্দ দুলাল চক্রবর্ত্তীকে (১) কুঠির দেওয়ান এবং কোতলপুর নিবাসী (২) পাঁচকড়ি রায়কে কুঠির গোমস্তা নিযুক্ত করেন।

দিনামার কোম্পানীর দেওয়ান ও গোমস্তা নিয়োগ।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংরাজ দিগের মনোমালিন্য হয়। রাজা রাজবল্লভের পুত্রকে আশ্রয় দান এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কার করাই যে, সেই মনোমালিন্যের কারণ, সে কথা ইতিহাস পাঠকগণের বোধ হয় অবিদিত নাই। নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিবার (৩) অভিপ্রায়ে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় ৮০ মাইল আসিয়া, যে স্থানে অপরাপর

দিনামার ই, আই, কোম্পানীর নিকট নবাবের সাহায্য প্রার্থনা।

(১) ৺নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী দিনামার ই, আই কোম্পানীর প্রথম দেওয়ান হন। ইঁহার দ্বারে পাহারা দিবার জন্য দিনামার কোম্পানী নিজ ব্যয়ে দুইজন সিপাহী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

(২) পাঁচকড়ি রায়ের নিবাস কোতলপুর, ইনি প্রথমে ৺নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তীর সরকার ছিলেন, পরে দিনামার কোম্পানীর গোমস্তা হন। ইনি মহাত্মা ৺গোলক চন্দ্র রায় মহাশয়ের খুল্লতাত হইতেন।

(৩) A Brief History of the Hughly District. (Crawford).

শক্তির সাহায্য লইবার জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন, (যে স্থান নবাব গঞ্জ নামে খ্যাত) সেই স্থান হইতে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তাঁহাদের অশ্বারোহী পদাতিক ও কামান প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধে যোগদান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করেন। দিনামার শাসন কর্ত্তা সর্টম্যান সাহেব তদুত্তরে নবাবকে জ্ঞাপন করেন,—"অত্র নগরীতে আমাদের সৈন্য বা যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদি কিছুই নাই,আমরা অতি হীনাবস্থায় মৃৎকুটীরে বাস করিতেছি।" সর্টম্যান সাহেবের প্রত্যুত্তর শুনিয়া, নবাব আর কোন কিছু না বলিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে গমন করেন।

দিনামার ই. আই. কোম্পানীর বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি।

পলাশীর যুদ্ধের সময় দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোন পক্ষেই যোগদান না করিয়া, স্বীয় বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতেছিলেন। ঐ সময়ে ইংরাজ বণিক কোম্পানীর বাণিজ্যাধ্যক্ষগণ কোম্পানীর লভ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্ব স্ব ধন বৃদ্ধির কারণ গোপনে বাণিজ্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সেই অর্থ প্রকাশ্য ভাবে আপন আপন দেশে প্রেরণ করিবার সুবিধা না পাওয়ায়, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ফরাসী ও দিনামার বণিকগণের কুঠিতে জমা দিয়া সেই টাকার হুণ্ডী স্ব স্ব ভবনে প্রেরণ করিতেন। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই অর্থে শ্রীরামপুরের তন্তুবায়গণের প্রস্তুত

(১) "গিলে" "গড়া" নামক মোটা বস্ত্র, রেশম এবং চাতরা গ্রামের প্রস্তুত (২) "হামার" "কাতা" "লাক্‌লাইন দড়ি" প্রভৃতি এবং (৩) মাদুরী, গুড়, চিনি, নীল, চাউল ইত্যাদি পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতঃ ডেনমার্কে রপ্তানী করায় এবং ডেনমার্ক হইতে নানাবিধ দ্রব্য আমদানী করতঃ এদেশে বিক্রয় করায়, উত্তরোত্তর তাঁহাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। বণিকরাজ জন পামার (৪) দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান প্রতিনিধি (এজেণ্ট) ছিলেন, তিনি বলিতেন যে,—"আমি প্রত্যহ শ্রীরামপুরের কুঠিতে বসিয়া হাজার হাজার মন পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী করি এবং বাৎসরিক ন্যূনাধিক লক্ষ টাকা লাভ করি।"

(১) দিনামার কোম্পানী কুঠি স্থাপন করিবার বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশের তন্তুবায়গণ বস্ত্র বয়ন করিত।

(২) দিনামার কোম্পানী শ্রীরামপুরে কুঠি স্থাপন করিবার পর, চাতরাগ্রামে "হামার" "কাতা" "লাক্‌ লাইন দড়ী" প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। অদ্যাপি অনেকেই ঐ ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

(৩) পূর্ব্বে এদেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উৎকৃষ্ট মাদুরী বয়ন করিত।

(৪) জন পামার একজন বিখ্যাত সওদাগর ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল, লেফ্‌টনাণ্ট জেনারেল পামার, ইনি গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে মে বহরমপুরে ইহার মৃত্যু হয়। (The Bengal obituary page 266.)

ঐ সময়ে যাঁহারা (১) দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত কারবার করিতেন, তাঁহারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন এবং যাঁহারা (২) তাঁহাদের অধীনে কার্য্য করিতেন, তাঁহারাও লক্ষ্মীশ্রী লাভ করিয়া ছিলেন।

নূতন শাসন কর্ত্তা।

১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার শাসন কর্ত্তা মিঃ সর্টম্যান ট্রাঙ্কুবার নগরে গমন করেন, মিঃ জিন্‌জেন্ বাল্ক শাসন কর্ত্তা হন। মিঃ জিন্‌জেন্ বাল্ক শাসন কর্ত্তা হইয়া প্রথমে নগরটী সু-সংস্কৃত ও কয়েকটী প্রশস্ত পথ (৩) নির্ম্মান করান।

(১) ৺রামনারায়ণ গোস্বামী, ৺হরিনারায়ণ গোস্বামী, ৺রঘুরাম গোস্বামী, স্বর্গীয় রাম চন্দ্র দে প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দিনামার কোম্পানীর সহিত কারবার করিতেন।

(২) ৺নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী, ৺পাঁচকড়ি রায়, ৺গোলকচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় মধুসূদন মিত্র, গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দিনামার কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিতেন।

(৩) শ্রীরামপুর নগরীতে যে কয়টী প্রশস্ত রাজপথ আছে; তাহার অধিকাংশই দিনামার কোম্পানীর দ্বারা নির্ম্মিত (বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিবিধ পত্র। (১)

দিনামার কোম্পানীর জাহাজ অবরোধ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে কয়েকবার যুদ্ধ হইয়া ছিল, সেই যুদ্ধে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোন পক্ষে যোগদান না করিয়া নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত যে পত্র ব্যবহার করিয়া ছিলেন, তাহাতে প্রকাশ যে, ফরাসীগণ দিনামারদিগকে বহুদিন চন্দননগরে থাকিবার স্থান দিয়া ছিলেন, সেই কারণ তাঁহাদিগের প্রতি দিনামারগণের সহানুভূতি ছিল। ঐ সম্বন্ধে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে পত্র ব্যবহার হইয়া ছিল, নিম্নে সেই সকল পত্রের বঙ্গানুবাদ লিখিত হইল।

---

(১) নিম্নলিখিত পত্র নিচয় "সিলেক্‌সন্‌ ফ্রম লংস্‌ আন্‌ পাব্‌লিশ রেকড্‌" নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

(১)

সরকারী পত্র ৩১শে ডিসেম্বর ১৭৫৭।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের একখানি সরকারী পত্রের ষষ্ঠ ছত্রে লিখিত আছে,—"শ্রীরামপুরের কুঠির অধ্যক্ষ একখানি খাদ্যপূর্ণ জাহাজ পণ্ডিচেরীতে পাঠাইয়াছেন, ইহাতেই ফরাসীদিগের প্রতি দিনামারগণের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছে। দিনামার কুঠির অধ্যক্ষ ঐ বিষয়ে তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ট্রাঙ্কুবারের শাসন কর্ত্তা ক্রেগের উদাহরণ অনুসরণ করিতেছেন। ট্রাঙ্কুবারের শাসন কর্ত্তা তাঞ্জোর আক্রমণ কালে লালীকে সাহায্য করিয়া ছিলেন। অতএব বাঙ্গালার সমস্ত ফরাসীকে মান্দ্রাজ উপকূলে নির্ব্বাসিত করা হইবে।"

(২)

সরকারী পত্র ১১ই জানুয়ারী ১৭৫৮।

গত কল্য আমরা মিঃ জিন্‌জেন্ বাঙ্ক ও ফ্রেড্রিক্স নগরস্থ ভদ্র লোকগণের একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহারা জানিতে চাহিয়াছেন যে, কি কারণে আমরা তাঁহাদের "কিং অফ্ ডেন্‌মার্ক" নামক জাহাজ আটক করিয়া রাখিয়াছি। তদুত্তরে মিঃ জিন্‌জেন্ বাঙ্ক ও দিনামার কুঠির ভদ্র লোকগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তাঁহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী শাসন কর্ত্তা ক্রেগের আচরণই, আমাদের

ভবিষ্যতে আরও অধিক সাবধান হইতে বাধ্য করিয়াছে। আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি যে, গত বৎসর আমাদের শত্রুপক্ষ ফ্রেডি্রক্স নগর হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া ছিল। ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ না হয়, তজ্জন্যই আমরা তাঁহাদের জাহাজ আটক করিয়া রাখিয়াছি। যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের চাউল মান্দ্রাজে নামাইয়া দিতে পারি, অথবা আমরা চুক্তি করিয়া ক্রয় করিতে পারি।

(৩)

সরকারী পত্র ফোর্ট উইলিয়াম ১৭৫৯

"মিঃ জিন্জেন্ বাল্ক ও ফ্রেড্রিক্স নগরস্থ ভদ্রলোকগণ একখানি পত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে "কিং অফ্ ডেন্মার্ক" নামক তাঁহাদের কোম্পানীর জাহাজ কেন আটক করিয়া রাখা হইয়াছে? মিঃ জিন্-জেন্ বাল্ক ও দিনামার কুঠির ভদ্র লোকগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ফরাসীদিগের প্রতি তাহাদের ব্যবহার এবং আমাদের শত্রুগণকে খাদ্য সরবরাহ্ করিয়া সাহায্য করার জন্যই, আমরা তাঁহাদিগের কার্য্য কলাপ নিরীক্ষণ করিতে এবং তাঁহাদিগের জাহাজ আটক করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। যদি তাঁহারা সম্মত হন তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের চাউল মান্দ্রাজে নামাইয়া দিতে পারি।"

(৪)

সরকারী পত্র, ফোর্ট উইলিয়াম ১৮ই জানুয়ারী ১৭৫৯

"মিঃ জিন্‌জেন্ বাল্ক ও ফ্রেড্রিক্স নগরস্থ ভদ্র লোকগণ ১৮ই তারিখের পত্রে, আমাদের ১১ই তারিখের পত্র প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া জানাইয়াছেন যে,তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের আদেশ পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু তাঁহারা আশা করেন যে, ইউরোপের বিচারপতিগণ তাঁহাদিগের এই অসন্তোষের কারণ দূর করিবেন। আমাদিগের প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁহারা মান্দ্রাজে চাউল লইতে সম্মত নহেন, অধিকন্তু তাঁহারা জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের জাহাজ ট্রাঙ্কুবারে যাইতেছে। যদি আমরা তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস না করি, তাহা হইলে, আমরা জাহাজ খানিকে সৈন্য দিয়া পঁহুছাইয়া দিতে পারি এবং যদি জাহাজের কোন ক্ষতি হয় তাহা হইলে আমরা তাহারও দায়ীক হইব। শেষে স্থির হয়, যে, এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদিগের যে জাহাজ খানি মান্দ্রাজে গমন করিবে তাহার সহিত উক্ত জাহাজ খানিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।"

বর্গীর আগমন আশঙ্কায় দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কাউন্সিলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীগণ হুগলীর সান্নিধ্যে আসিয়া উপদ্রব করায়, দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভীত হইয়া ইংরাজ কাউন্সিলের নিকট কামান ও গোলা বারুদ প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়া ছিলেন ; সেই পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ছিল :—

(৫)

৪৪৫ প্রসিডিংস্ ১১ই ফেব্রুয়ারী।

"ফ্রেড্রিক্স নগরস্থ ভদ্রলোকগণ বর্গীর আগমন আশঙ্কায় ভীত হইয়াছেন। বর্গীর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার নিমিত্ত চারিটী কামান ও তদুপযুক্ত গোলা বারুদ ও অস্ত্র আবশ্যক।"

কাউন্সিলের প্রত্যুত্তর।

"আপনাদের প্রার্থিত কামান ও গোলা বারুদ এবং অস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করা কাউন্সিলের সাধ্যাতীত। তবে কাউন্সিল অনুমান করেন যে, কাপ্তেন পিয়ার্স যতদিন ফ্রেড্রিক্স নগরের সান্নিধ্যে বাস করিবেন, ততদিন দিনামারগণের ভীত হইবার কোন কারণ নাই।"

দিনামার কুঠির অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক সিপাহীকে প্রহার।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের তিনজন সিপাহী কলিকাতা হইতে গোরহাটী যাইবার সময় পথভ্রান্ত হয়। দিনামার কুঠির অধ্যক্ষ সেই তিনজন পথভ্রান্ত সিপাহীকে কশাঘাত করেন। ঐ সম্বন্ধে গোরহাটী হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কাপ্তেন ব্রডবুল সাহেব মেজর এডাম্‌কে যে পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ছিল ঃ—

(৬)

প্রসিডিংস ৬৩৩ ফেব্রুয়ারী।

"প্রথম ব্যাটালিয়ন ভুক্ত দুইটী সিপাহীর দল, তাহাদের কলিকাতার কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলে পর, তাহারা তাহাদের দলপতির সহিত মিলিত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়। তাহারা শ্রীরামপুরের মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় একজন জমাদার একজন হাবিলদার ও একজন সিপাহী পথ ভ্রান্ত হয়। তাহারা একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে তাহাদের বিপরীত পথ দেখাইয়া দেয়। তাহারা প্রত্যাগমন করিবার সময় সেই পথ প্রদর্শককে গালাগালি দেওয়ায়, উভয় দলে প্রথমে বচসা ও পরে মারামারি হয়। সেই স্থানের রক্ষিগণ, জমাদার হাবিলদার ও সিপাহীকে ধরিয়া তাহাদের জমিদারের নিকট লইয়া যায় এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কথা বলে। দিনামার

জমিদার তাঁহাদের রক্ষিগণের অতিরঞ্জিত কথায় বিশ্বাস করিয়া সিপাহীদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, অধিকন্তু তাহাদের সৈনিক পরিচ্ছদ পরিধান থাকা স্বত্বেও, তাহাদিগকে বন্ধন করতঃ কশাঘাত করেন। ঐ সময়ে অপর একজন হাবিলদার ঘটনাস্থলের সান্নিধ্যে ছিলেন, তিনি সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, "উহারা যদি কোন দোষ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদিগকে স্বয়ং শাস্তি না দিয়া উহাদিগকে পাহারা দ্বারা উহাদিগের ঊর্দ্ধতন্ কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইয়া দিন, তথায় উহারা উপযুক্ত শাস্তি পাইবে।" কিন্তু জমিদার তদুত্তরে বলেন যে, "প্রথমে আমি উহাদিগকে শাস্তি দিব, তাহার পর উহাদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিব।" এই কথা বলিয়া জমিদার তাহারই সম্মুখে তাহাদের কশাঘাত করেন।

আমি আপনার আদেশ মত দিনামার কুঠির অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম যে,"ঐ তিনজন লোককে আপনার আদেশ মত কশাঘাত করা হইয়াছিল কি না।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহি, কারণ প্রথমতঃ আমি ঘটনাস্থল হইতে বহুদূরে অবস্থান করি, দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদিগের বিচারের ভার জমিদারের উপর ন্যস্ত।" তিনি এই ঘটনার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, তিনি আরও বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বে কয়েকবার কর্ণেল কুটের

নিকট ঐ রূপ ঘটনার অভিযোগ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনিও কথন ন্যায় বিচার করেন নাই, অধিকন্তু কয়েকবার গ্রাহ্যও করেন নাই। নগরের লোকেরা প্রায়ই সিপাহীদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অভিযোগ করে, প্রতিনিয়তই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। ক্যাণ্টনমেণ্টে সুবিচার হয় এ কথা তিনি এখন জানিতে পারিলেন, ভবিষ্যতে ঐ রূপ ঘটনা ঘটিলে, তিনি বিচারার্থে ক্যাণ্টনমেণ্টে পাঠাইয়া দিবেন এবং যাহাতে আর তাঁহার অধিকারের মধ্যে শান্তি দেওয়া না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।"

(৭)

৭৩৬ প্রসিডিংস্।

"২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের একখানি সরকারী পত্রের ১১৭ছত্রে লিখিত আছে,— "সামান্য বিবাদের জন্য একজন জমাদার একজন হাবিলদার ও একজন সিপাহীর উপর যে গর্হিত শাসনের কথা জানাইয়াছ, তদুত্তরে আমরা জানাইতেছি যে, এই ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট অপমান হইয়াছে, ইহার প্রতীকার হওয়া উচিত। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা সামরিক বিভাগ হইতে কাগজপত্র প্রাপ্ত হইতেছি, ততক্ষণ আমরা বলিতে পারিতেছিনা যে,তাঁহাদিগের কুঠি আক্রমণ করিতে যাওয়া,আমাদের সঙ্গত হইয়াছে কি না। শুনিতেছি

যে, দিনামার জমিদার দোষ স্বীকার করায়, তোমরা সৈন্য অপ্-সারিত করিয়া লইয়াছ। সুতরাং আশা করি এ বিষয়ে আর অধিক কিছু শুনিতে হইবেনা, তোমরা অনুমান কর যে, ডেমার্ক্ সাহেব ফ্রান্সের লোক, তিনিই দিনামার কুঠির অধ্যক্ষ, এ বিষয়ে আমাদের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ থাকা বিচিত্র নহে, সুতরাং যাহাতে দিনামারগণ তাঁহার দ্বারা উত্তেজিত হইতে না পারেন, সে দিকে তোমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কিন্তু সাবধান যেন যুদ্ধবিদ্রোহ না ঘটে। যে সময়ে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘটে,সেই সময়ে দিনামারগণ যে, ফ্রান্সের সহিত ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহাদের সহিত বিবাদের ফল মাত্র।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারদিগের একখানি পত্রে (১) সিপাহী ও দিনামার জমিদারের বিবাদের পরিশিষ্টের কথা এইরূপ উল্লিখিত আছে :—

(৮)

"ইংরাজগণ দিনামার কুঠি আক্রমণ করিলে পর, দিনামার কুঠির জমিদার প্রার্থিত স্বীকারোক্তি করায়, তাঁহাদের কুঠি হইতে সৈন্য অপ্সারিত করিয়া লওয়া হয়। দিনামার কুঠির অধ্যক্ষ এম ডেমার্ক একজন ফরাসী ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনিই ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন।"

(১) A Brief History of the Hughly District by Lt. col. D. G. Crawford.

(৯)

সরকারী পত্র।

"১৮ই তারিখে ফ্রেড্রিক্স নগর হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্রে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, হুগলীর নূতন ফৌজদার দিনামারগণের নিকট এক কিস্তির কর দাবি করিয়াছেন। কিন্তু দিনামারগণ বলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারা পুরাতন ফৌজদারকে ঐ কর প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে তাঁহাদিগকে ঐ কর প্রদান করিতে না হয়, তন্নিমিত্ত তাঁহারা আমাদিগের নিকট সালিশী প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব এই পত্র প্রাপ্তি মাত্র প্রেসিডেণ্ট যেন বোর্ডকে জ্ঞাপন করেন, যে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত হুগলীর ফৌজদার যেন ঐ সম্বন্ধে আর তাঁহাদের কোন পত্র না লেখেন।"

(১০)

হুগলীতে ফৌজদারের অত্যাচার।

গভর্ণরের পত্র (৭০৮)

শ্রীরামপুরের শাসন কর্ত্তা দিনামারদিগের পক্ষ হইতে আমাকে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার উকিলকে হুগলীর ফৌজদারের নিকটে পাঠাইয়া ছিলেন, তিনি কাগজ পত্র পরিদর্শন করিয়া অবগত হইয়াছেন যে, সাধারণ ব্যবস্থা অপেক্ষা ১০,০০০৲ টাকা

অতিরিক্ত প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি হুগলীর ফৌজদার সৈয়দ বাদল খাঁ তাঁহাদের কতকগুলি বস্ত্রের গাঁইট আটক করিয়া রাখিয়াছেন। আমি ঐ সম্বন্ধে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া ছিলাম, তিনি আমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল বস্ত্রের গাঁইট ছাড়িয়া দেন, কিন্তু পর দিবস তিনি পুনরায় আরও কতকগুলি বস্ত্রের গাঁইট আটক করেন এবং তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে অপর একজন সওদাগর কিছু তুলা লইয়া চন্দননগরে গমন করিতে ছিলেন, ফৌজদার শুল্ক আদায়ের ওজর করিয়া তাঁহারও তুলা আটক করেন। চুঁচুড়া নিবাসী কোজা মিনিস্ নামক একজন আর্ম্মানী সওদাগর কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে একখানি পত্রের দ্বারা জানাইয়া ছিলেন যে, তিনি কিছু বস্ত্র ক্রয় করেন এবং হুগলীর কাছারীতে যথারীতি তাহার শুল্ক প্রদান করতঃ একখানি জাহাজে করিয়া সেই বস্ত্র "ম্যানিলায়" প্রেরণ করেন। কিন্তু হুগলীর দেওয়ান লাহুরীমল তাঁহার নিকটে একজন চৌকিদারকে প্রেরণ করেন, সে তাঁহার নিকট বলপূর্ব্বক পুনরায় শুল্ক আদায় করে। এইরূপ ঘটনা প্রতিনিয়তই হইতেছে, সে কারণ আপনার অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রার্থনা করি।

আপনি নন্দকুমারকে অনুগ্রহ করেন, তাহারই ফলে সে লোকের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। যদি তাহার প্রতি আপনার অনুগ্রহ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে, তাহারও অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি

হইবে এবং ফলে সাধারণ লোকদিগকে পদ দলিত হইতে হইবে আপনি যখন এখান হইতে যাত্রা করেন তখন আমাকে বলিয়া ছিলেন এবং ইহা চুক্তি পত্রেও লিখিত আছে যে, আপনি আপনার পক্ষে এমন একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন যে, সেই ব্যক্তি এই স্থানে বাস করিবে ও ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য আমার সহিত একযোগে করিবে। তদনুসারে আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি একজন বিবেকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে পাঠাইবেন। তাহা হইলে আমি তাঁহার সাহায্যে সরকারের ব্যবসা বৃদ্ধি করিতে পারিব। জগৎপদ নামক যে ব্যক্তির হস্তে পত্র পাঠাইয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উপযুক্ত নহে। সে একজন অলস প্রকৃতির লোক, ইহা ব্যতীত, সে যে ভাবে আমার নিকট আগমন করে, সেই ভাবেই সে সহরের বাড়ী বাড়ী গমন করিয়া থাকে।”

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীরামপুর নগরী বন্দর নামে আখ্যাত।

নূতন শাসন কর্ত্তা।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কর্ত্তা মিঃ জিন্‌জেন্ বাল্ক ট্রাঙ্কুবার নগরে গমন করিলে পর, মিঃ এম ডেমার্ক শাসন কর্ত্তা হন।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রোমান (১)

ভজনালয় নির্ম্মাণ।

ক্যাথালিক্ ভজনালয়টীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত ভজনালয়টীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। উক্ত ভজনালয়টী নির্ম্মাণ করিতে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রায় ১৩৩৮৬৲ টাকা ব্যয় হয়।

নূতন শাসন কর্ত্তা।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কর্ত্তা মিঃ এম ডেমার্ক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায়, মিঃ বয়েক শাসন কর্ত্তা হন।

(১) বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলপথ।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের (১) সহিত আমেরিকা ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড জাতির যুদ্ধ হয়। মরিসস্ ও রিইউনিয়ান দ্বীপের ফরাসীগণ ইংরাজদিগের জাহাজ সকল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করায়, ইংরাজ বণিকগণের বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ঐ সময়ে একমাত্র দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য জাহাজ সমুদ্রপথে গমনাগমন করিত। ইংরাজ বণিক কোম্পানীর বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, তাঁহারা দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা আমদানী ও রপ্তানী করিতে আরম্ভ করেন। সমুদ্র পথে গমনাগমন করা বিপদ জনক হওয়ায়, মাশুল ও বীমার হার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। ইংরাজ ও অন্যান্য বণিক কোম্পানীর পণ্যদ্রব্য সমূহ আমদানী ও রপ্তানী করায়, দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভূত লাভ হইতে থাকে এবং ফলে তাঁহাদেরও বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়। ঐ সময় হইতে নয় মাসের মধ্যে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ত্রি-মাস্তুল বিশিষ্ট

শ্রীরামপুর নগরী বন্দর নামে আখ্যাত।

---

(১) A few years later came the palmy days of Serampore trade during the American War (1780) England was at war with the three great maritime nations France, Holland and America, English vessels were exposed to the attack of privateers especially French privateers from Mauritious and Reunion who captured a great number India men, and rates of insurance were very heavy. Goods shipped from Serampore went in neutral bottoms and naturally the Danish ships

দশটন ভারবাহী ২২ খানি জাহাজ শ্রীরামপুরের নিশান ঘাটে খালাস হইয়া ছিল এবং ঐ যুদ্ধ সন্ধি হইবার পরও, বহু অর্ণবযান প্রতিনিয়তই প্রসন্ন সলিলা ভাগীরথীর বক্ষে অবস্থান করিত। এইরূপ কথিত আছে যে, ঐ সময়ে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ এত অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, যে, তাঁহারা ২২৲ টাকা মূল্যের কম বোতলের মদ তখন খাইতেন না। এইরূপে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়। এবং সেই সময় হইতেই শ্রীরামপুর নগরী একটী বন্দর নামে আখ্যাত হয়।

হোটেল স্থাপন।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ পার শ্রীরামপুর নগরীর ভাগীরথী তীরে "ডেন্‌মার্ক হোটেল" নামক একটী হোটেল স্থাপিত করেন।

নূতন শাসন কর্ত্তা।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার শাসন কর্ত্তা মিঃ বয়েক অবসর গ্রহণ করেন, কর্ণেল "ও:বাই" শাসন কর্ত্তা হন।

especially got valuable freights at high rates. No less then 22 ships, with an average tonnage of over 10,000 tons cleared from Serampore within nine months. The Danish East India Company made large profits and their factors retired with hand some fortunes, made in a few years service (Crawford's Brief History of the Hughly District. P. P. 32.)

ভিন্ন দেশীয়গণের শ্রীরামপুরে আগমন।

শ্রীরামপুর নগরী বন্দর নামে আখ্যাত হইলে পর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে এ দেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় বহু সংখ্যক (১) ব্যক্তি তথায় গিয়া বাস করেন, এবং ইংরাজ বাহাদুরের কৃত রাজা (২) দিগের মধ্যেও অনেকে তথায় এক একখণ্ড ভূমি ক্রয় করতঃ গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। শ্রীরামপুরে বহু ব্যক্তি গিয়া বসবাস করায়, অল্প দিবসের মধ্যেই শ্রীরামপুর নগরী একটী জন-বহুল নগরীতে পরিণত হয়। শ্রীরামপুরে বহুলোক গিয়া বসবাস করায়, কেহ কেহ (৩) (বিশেষ তত্ব না জানিয়া) বলিতেন যে, "রুম দেশীয় রাজা রোমিউলাস্ যেমন দুষ্ট লোকদিগকে আশ্রয় দিয়া প্রজা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সেইরূপ দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও দস্যু এবং তস্করদিগকে আশ্রয় দিয়া প্রজাবৃদ্ধি করিতেছেন।" যাঁহারা ঐ কথা বলিতেন তাহা তাঁহাদিগের কল্পনা প্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ তৎকালে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের আইন কানুন যেরূপ কঠিন ছিল, তাহাতে মানীলোকের মানরক্ষা হওয়া সুকঠিন হইয়াছিল, অপিচ যে সকল অধমর্ণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ

(১) মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, কৃষ্ণপান্তি, ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী এজরাগর্ব্বয় ইত্যাদি।

(২) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি।

(৩) Sanders সাহেব লিখিয়াছেন যে "Serampur formerly the House of Refugees for insolvent debtors and rogues.

করিতে না পারিতেন, তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাগারে কালযাপন করিতে হইত। সুতরাং ঐ সমস্ত ব্যক্তি আপন আপন মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার নিমিত্তই শ্রীরামপুর নগরীতে গিয়া বাস করিতেন। পরে কলিকাতায় দেউলিয়া আদালত (Insolvent Court) স্থাপিত হইলে পর, ঐ সকল যোত্রহীন ব্যক্তিগণ শ্রীরামপুর নগরী হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

নীলের চাস।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে নীল জন্মাইত। কিন্তু সাধারণে তাহার ব্যবহার বিধি জ্ঞাত না থাকায়, কেহ তাহা ব্যবহার করিতেন না। চাতরা শ্রীরামপুর আকনা বল্লভপুর মাহেশ রিষড়া প্রভৃতি গ্রামের ভাগীরথী তীরে প্রচুর নীলী বৃক্ষ জন্মিত। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠির প্রিন্সেপ সাহেব নামক একজন কর্ম্মচারী ঐ সকল গ্রাম হইতে নীল সংগ্রহ করতঃ ডেন্‌মার্কে রপ্তানী করিতে আরম্ভ করেম। পরে বেগ্ এণ্ডার্সন ও জে, বি, রিচ নামক দুইজন কর্ম্মচারী চুঁচুড়া ও বাঁশবেড়ীয়ায় নীলের চাস করেন। নীলের চাসে লাভ হওয়ায়, দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঁশবেড়িয়ার রাজার নিকট ১৭০০ বিঘা চরভূমি, বিঘাপ্রতি ১৲ টাকা করাবধারণে পাট্টা গ্রহণ করতঃ ১৪০০শত বিঘায় নীলের চাস করেন। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নীলের চাস করিবার পর, নদীয়া জেলা ও অন্যান্য স্থানে নীলের চাস হয়।

বঙ্গে নীলের চাস যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় বণিকগণেরও অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিদেশীয় বণিকগণের অত্যাচার এত অধিক বৃদ্ধি হয় যে, শেষে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয় এবং সেই সূত্রেই বঙ্গের বিখ্যাত কবি স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হয় এবং নাট্য মন্দির সমূহে অভিনীত হইয়া বঙ্গবাসীর জ্ঞান সঞ্চার করাইয়া দেয় এবং পাদ্রি লং সাহেব তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া যথেষ্ট লাঞ্ছিত হন। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই যে, বঙ্গে নীল চাসের প্রথম প্রবর্ত্তক তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীরামপুরে ভীষণ ঝড়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীরামপুরে ভীষণ ঝড় (১) উত্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মূষলধারে বারিপাত ও শিলা বর্ষণ হওয়ায়, কতকগুলি বাঙ্গালার ছাদ উড়িয়া যায়, অনেক গুলি মৃন্ময় কুটীর ধরাশায়ী হয়, এবং তিনখানি জাহাজ ও সাত আট খানি নৌকা নিমগ্ন হওয়ায়, আটজন লোকের জীবন নাশ হয়। ইহা ব্যতীত অনেক বৃক্ষাদি ও জীবজন্তু বিনষ্ট হইয়াছিল। এই ঝটিকা প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী স্থায়ী ছিল। কলিকাতাতেও এই ঝঞ্ঝাবাত কয়েক

(১) Selection from Calcutta Gezette. 1799.

মিনিটের জন্য প্রবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কলিকাতার কোন ক্ষতি হয় নাই।

মিশনারিগণের আগমন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লণ্ডন হইতে জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখ ব্যাপ্টিস্ত মিশনারিগণ বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আগমন করেন। তৎকালে বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য নয়, এইরূপ রাজনিয়ম থাকায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মিশনারিগণকে আপন অধিকারের মধ্যে আশ্রয় না দেওয়ায়, তাঁহারা স্বজাতীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক বিবিধ উপদ্রব ও লাঞ্ছনার আশঙ্কা করতঃ দিনামার শাসিত শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করিয়া, দিনামার শাসন কর্ত্তার নিকট আশ্রয় (১) গ্রহণ করতঃ তথায় অবস্থান করেন এবং দিনামার শাসন কর্ত্তার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহারা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটী মিশন ভবন, উদ্ভিজ্জ উদ্যান, বিদ্যালয় এবং একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণ পাল নামক একজন সূত্রধর স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ মিশনারিদিগের নিকট প্রথম খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায়, নগরে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। প্রায় দুই সহস্র লোক দলবদ্ধ হইয়া তাহার বাড়ীতে গমন করতঃ প্রথমে তাহাকে অসাধু ভাষায়

(১) Careys Life by G. Smith.

গালাগালি প্রদান করে, পরে তাহাকে বলপূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে ধরিয়া লইয়া যায়; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিযোগ উপস্থাপিত না করায়, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে বলেন।

উকিলের পরিণয়।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত উকিল মিঃ জৈসন্ দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বালেশ্বরের কুঠির অধ্যক্ষ মিঃ প্রিস্কেপ সাহেবের ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন। এই শুভ পরিণয় শ্রীরামপুর নগরীর ভজনালয়েই সুসম্পন্ন হয়।

বজবজ্ গ্রামে দিনামার লজ নির্ম্মাণ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বজ্‌বজ্ গ্রামে সাড়েতিন কাঠা ভূমির উপর একটী ক্ষুদ্র ভবন নির্ম্মাণ করান। সেই ক্ষুদ্র ভবনটীর নাম ছিল "দিনামার লজ" (১) তথায় তাঁহাদের দুই জন মাত্র সিপাহী থাকিত।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত ডেন্‌মার্কের (২) যুদ্ধ হয়।

(১) "দিনামার লজ" নামক ভবনটী, দিনামার কোম্পানীর শাসন কালেই বিক্রয় হয়।

(২) Brief History of the Hughly District. (Crawford.)

ইংরাজ গভর্ণমেন্টের শ্রীরামপুর নগরী অধিকার।

ইংরাজ গভর্ণমেন্ট দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত শ্রীরামপুর নগরী অধিকার করেন। পরে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ তারিখে আথেন্স নগরে যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি সূত্রে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে শ্রীরামপুর নগরী প্রত্যর্পণ করেন এবং তাঁহাদের যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, তাহারও খেসারত প্রদান করিয়া ছিলেন। প্রায় ১৪ মাস পরে দিনামার ইঃ আইঃ কোম্পানী শ্রীরামপুর নগরী পুনরায় প্রাপ্ত হন।

শাসন কর্ত্তার ভবন নির্ম্মাণ।

ইংরাজ গভর্ণমেন্ট শ্রীরামপুর নগরী প্রত্যর্পণ করিবার পর, দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের শাসন কর্ত্তার বসবাসের নিমিত্ত একটী সুরম্য ও সুবৃহৎ ভবন (১) নির্ম্মাণ করান। উক্ত ভবনটী বড় সাহেবের কুঠি নামে আখ্যাত হয়।

(১) উক্ত ভবনটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইংরাজ গভর্ণমেন্ট তথায় ফৌজদারী কাছারী স্থাপিত করিয়াছেন। যে ভূমির উপর উক্ত ভবনটী প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই ভূমির স্বত্বাধিকারিগণ ইংরাজ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে খাজানা প্রাপ্ত হন। উক্ত ভূমির স্বত্বাধিকারীগণের সংখ্যা প্রায় ৭৫ জন। উক্ত ভূম্যধিকারীগণকে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট বাৎসরিক প্রায় ৬৫৷৵৭ পাই খাজানা প্রদান করিয়া থাকেন।

৪৯]

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেল তারিখে গভর্ণর জেনারেল (১) বাহাদুর হুগলী পরিদর্শন করতঃ জলপথে বারাকপুরে প্রত্যাগমন করেন। গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের বাষ্পীয়পোত বারাকপুরে উপনীত হইলে পর, দিনামার শাসন কর্ত্তা কর্ণেল বাই তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থে শ্রীরামপুর নগরী হইতে তোপধ্বনি করেন।

গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট (২) প্রাসাদে একটী উৎসব হয়। তদুপলক্ষে দিনামার শাসন কর্ত্তা কর্ণেল বাই নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন।

দিনামার শাসন কর্ত্তার গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদে নিমন্ত্রণ।

(১) Selection from Calcutta Gazette.

(২) Selection from Calcutta Gazette.

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজস্ব বিচার ও শাসন।

রাজস্ব।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শ্রীরামপুরে অধিকার স্থাপন করিবার পর, নগরীর অধিবাসীগণের নিকট হইতে মাথা গুণ্‌তি হিসাবে কর গ্রহণ করিতেন এবং পান সুপারি তামাক ও বিবাহ নিলাম প্রভৃতির উপরও কর গ্রহণ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের বাৎসরিক প্রায় ৪০০০৲ টাকা, আবকারি ও ষ্ট্যাম্প কাগজ হইতে প্রায় ৩০০০৲ টাকা, জরিমানা হইত প্রায় ১০০০৲ টাকা এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিমক ও আফিমের বাবদে প্রায় ৫০০০৲ টাকা আদায় হইত। এবম্বিধায় সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের প্রায় ১৩০০০৲ টাকা বাৎসরিক রাজস্ব আদায় হইত।

বিচারপদ্ধতি।

পূর্ব্বে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্দ্দিষ্ট বিচারালয় ছিল না এবং বিচার পদ্ধতিরও শৃঙ্খলা ছিল না। বিচারপতি তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী স্থানে বসিয়া সম্পূর্ণ খোস-খেয়ালের উপর মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন।

বাদী ও প্রতিবাদীকে লিখিত আর্জি বা জবাব, কিম্বা হক্ জবাব কিছুই দিতে হইত না। বিচারপতিকে অভিযোগের বিষয় বাচনিক বলিলেই, তিনি প্রতিবাদীকে সিপাহীর দ্বারা আহ্বান করতঃ বিচার নিষ্পত্তি করিতেন। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তাৎকালিক্ বিচারকগণ যেমন সংকীর্ণমনা ছিলেন, তেমনি উৎকোচ্ গ্রাহীও ছিলেন। বিচারপতিগণ উৎকোচ্ গ্রহণ করায়,—তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণও নির্ভয়ে উৎকোচ্ গ্রহণ করিতেন। এইরূপ উৎকোচ্ গ্রহণের প্রথা আদালতে প্রচলিত হওয়ায়, কোন নিস্ব লোক, কোন অর্থশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে সাহস করিতেন না। কারণ অর্থশালী ব্যক্তিদিগেরই "জয়-জয়কার" হইত, আর সমানে সমানে পড়িলে, যিনি অধিক উৎকোচ্ প্রদান করিতে পারিতেন তাঁহারই জয় হইত। এইরূপ কথিত আছে যে,—"এক সময়ে (১) স্থানীয় একজন ধনবান ব্যক্তির সহিত আর একজন ধনবান ব্যক্তির বিবাদ হয়। প্রথম ধনবান ব্যক্তি বিচারপতিকে উপঢৌকন প্রদান করতঃ তাঁহার প্রতিবাদীর নামে অভিযোগ করেন (তখন তাঁহার গাত্রে রাঙ্গা রংয়ের শাল ছিল) বিচারপতি উপঢৌকন প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, দিনামারি বাঙ্গালায় বলিলেন,"মিস্তে তুমি ঘরে যেতে কর।"

---

(১) বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলপথ।

প্রতিবাদী এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া, বাদী অপেক্ষা অধিক উপঢৌকন প্রদান করতঃ তাঁহার বিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। বিচারক তাঁহাকেও বলিলেন, "ডর নেই বাবা তোর ডিক্রী লাকে ঝুলিতেছে, তুমি ঘর যাও।" পরদিবস বাদী (অদৃষ্ট বশতঃ) একখানি গঙ্গাজলিশাল গায়ে দিয়া, এবং প্রতিবাদী একখানি রাঙ্গাশাল গায়ে দিয়া, আদালতে গমন করেন। বিচারক দেখিলেন যে, বাদী সাদাশাল গায়ে দিয়া আসিয়াছেন, এবং প্রতিবাদী রাঙ্গাশাল গায়ে দিয়া আসিয়াছেন। অধিকন্তু বাদী অপেক্ষা প্রতিবাদী অধিক উপঢৌকনও দিয়াছেন,—তিনি কিয়ৎক্ষণ হেটমুণ্ডে চিন্তা করতঃ রুবকারী করিলেন,—"লালশাল ডিক্রী।" ঐ কথা শুনিয়া শুভ্রশালধারী বলিলেন "এ কিরূপ ব্যাপার?" বিচারক তদুত্তরে বলিলেন "বাবা হামি কি করিতে পারি? তুমি গত কল্য রাঙ্গাশাল গায়ে দিয়া হামার নিকট আসিয়াছিলে, তাহাতেই হামি তোমাকে বাদী জ্ঞান করিয়া লালশাল ডিক্রী দিয়াছি, এখন হাকিম লড়েত হুকুম লড়ে না, তুমি নিজের ডোসে লজ্জা পাইলে।"

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিচারালয় (১) ও

(১) দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থাপিত বিচারালয় ও কারাগারটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট উহা হাজত খানা করিয়াছেন।

বিচারালয় ও কারাগার নির্ম্মাণ।

কারাগার নির্ম্মাণ করান। বিচারালয় নির্ম্মিত হইলে পর, মিঃ বয়েক জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হন। মিঃ বয়েক একজন সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি পূর্ব্ব বিচারপতিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতেন। তিনি যেমন ন্যায় পরায়ণ ছিলেন তেমনি দয়ালু ছিলেন; তিনি কাহারও নিকট উপঢৌকন লইতেন না এবং কোন কর্ম্মচারী কাহারও নিকট হইতে উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছে জানিতে পারিলে, তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতেন। ইনি অধিকাংশ মোকর্দ্দমা আপোষে মিটাইয়া দিতেন। তাঁহার শাসনকালে একদল দুর্দ্দান্ত ডাকাত কলিকাতা ও তাহার চতুপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ডাকাতী করিত এবং শ্রীরামপুরে আসিয়া গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিত। মিঃ বয়েক বহু পরিশ্রম করতঃ সেই ডাকাতদলের ৪০ জনকে ধৃত করিয়া দণ্ড প্রদান করেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বয়েক অবসর গ্রহণ করিলে পর, মিঃ হর্লেনবার্গ বিচারপতি হন, ইনিও বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বিচারপতি হইয়া মোহন প্রসাদ ঠাকুরের পরামর্শে বিচারালয়ে ষ্ট্যাম্প কাগজ ও লিখিত আরজি দাখিল করিবার প্রথা প্রচলন করেন এবং পুরাতন আইনের সংস্কার ও অনেক নূতন আইন প্রবর্ত্তন করেন। ইনি দেওয়ানী মোকর্দ্দমা সমূহ হিন্দুদের বিচার, প্রাচীন হিন্দুমতে এবং মুসলমানদিগের বিচার মুসলমান মতে নিষ্পত্ত্য

করিতেন, কেবল ফৌজদারী মোকর্দ্দমা ফরাসী ইংরাজ অথবা নিজে-দের আইনানুযায়ী নিষ্পত্তি করিতেন। ইহাঁরই চেষ্টায় ঘুস লওয়া প্রথা বন্ধ হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, মিঃ এল্‌বারলিন্‌ বিচারপতি হন। মিঃ এল্‌বারলিন্‌ একজন আইনজ্ঞ ও. বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিচারপতি হইয়া, অনেকগুলি আইন পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রণীত আইন পুস্তক গুলি মিশনারিদিগের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

মিঃ জে, ডিক্রুজ পুলিশের দারোগা ছিলেন। ইহাঁর উপর নগরের শান্তি রক্ষার ভার ছিল। ইহাঁর দুই জন বাঙ্গালী সহকারী ছিলেন, তাঁহারা ইহার সহিত একযোগে নগর শাসন করিতেন।

শাসন।

সপ্তম অধ্যায়।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য।

শ্রীরামপুর নগরীতে চড়ক পূজা বন্ধ।

পূর্ব্বে শ্রীরামপুর নগরীতে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি পর্ব্বোপলক্ষে মহাসমারোহ হইত। সন্ন্যাসব্রতধারি ব্যক্তিগণ পৃষ্ঠদেশে ললাটে ও জিহ্বায় লৌহ শলাকা বিদ্ধ করতঃ নৃত্যগীত করিত এবং চড়কগাছে উঠিয়া ঘুরিত। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন সন্ন্যাসব্রতধারি ব্যক্তি চড়কগাছে ঘুরিবার সময় তাহার পৃষ্ঠদেশের মাংস ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, সেই ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কেরী মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারিগণ ঐ ঘটনা দর্শন করিয়া, "উহা নৃশংস প্রথা" ঐ প্রথা রহিত করা কর্ত্তব্য বলিয়া, দিনামার শাসন কর্ত্তার নিকট আবেদন করায়, দিনামার শাসন কর্ত্তা চড়ক পূজা (১) বন্ধ করিয়া দেন। তদবধি শ্রীরামপুরে চড়কপূজা বন্ধ হইয়া যায়, কেবল শিবের গাজন হইয়া থাকে মাত্র।

---

(১) শ্রীরামপুরে চড়কপূজা বন্ধ হইবার পর, "বেঙ্গল হরকরা" নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় যে, "শ্রীরামপুরে চড়ক পূজার সময় একটী লোকের মৃত্যু হওয়ায়, দিনামার শাসন কর্ত্তা ঐ প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আশা করি ইংরাজ গভর্ণমেন্টও ঐ প্রথা বন্ধ করিয়া দিবেন।"

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের শেষভাগে রেভারেণ্ড ডাক্তার ডি, ব্রাউন আক্না গ্রামের ভাগীরথী তীরস্থ এল্-ডিন্ নামক স্থানে একখানি বাটী ক্রয় করতঃ তথায় অবস্থান করেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার ব্রাউনের ভবনটী এল্-ডিন্ নামক স্থানে হওয়ায় "এল্‌ডিন্ ভবন" নামে আখ্যাত হয়।

এল্‌ডিন্ ভবন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী শুক্রবার তারিখে শ্রীরামপুর নগরীর সওদাগর টমাস রেওয়ার্থ কোম্পানীর নিলাম আফিসে, দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাপ্তেন ব্যারণ ভিন্‌ডল্‌ডকের (১) সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান এবং আশ্চর্য্য ও সুন্দর সুন্দর দ্রব্য সকল বিক্রয় হয়। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে মালাবর, করমণ্ডল উপকূল, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা এবং অন্যান্য দেশ হইতে সংগৃহীত নানাবিধ কীট পতঙ্গাদিও বিক্রয় হয়।

ব্যারণ ভিন্‌ডল্‌ডকের সংগৃহীত দ্রব্যাদি বিক্রয়।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শ্রীরামপুরে একটী সুবৃহৎ গির্জ্জা (২) নির্ম্মাণ করান। গির্জ্জাটী নির্ম্মাণ করিতে ১৮৫০০৲ টাকা ব্যয় হয়। উক্ত গির্জ্জাটী নির্ম্মাণার্থে গভর্ণর ওয়েলেস্‌লি বাহাদুর ১০০০

ভজনালয় নির্ম্মাণ।

(১) Selection from Calcutta gazette.

(২) উক্ত গির্জ্জাটী নির্ম্মিত হইবার পর হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারিগণ বিনা বেতনে উপদেশকের কার্য্য করিতেন। পরে লর্ড

টাকা প্রদান করিয়াছিলেন,, উক্ত গির্জ্জাটী "The church of Fredericks nagore the Danish Settelment"নামে আখ্যাত হয়।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে শনিবার দিনামার শাসন কর্ত্তা কর্ণেল ও' বাই এর মৃত্যু হয়। পরদিবস প্রভাত পাঁচ ঘটিকার সময় তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। ঐ সময়ে সমস্ত দিনামার রাজপুরুষ-গণ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার পদোচিৎ সম্মান প্রদর্শনার্থে প্রতি মিনিটে একটী করিয়া তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। কর্ণেল বাই একজন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ কালই তিনি স্বদেশীয় নৃপতির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ট্রাঙ্কুবার ও শ্রীরামপুর নগরীতে অতিবাহিত করেন। তাঁহার উপর যে গুরুভার ন্যস্ত ছিল, তাহার দ্বারাই তাঁহার প্রতি দিনামার নৃপতির বিশ্বাস প্রতিপন্ন হয়। তিনি যেমন সদাশয় স্নেহপ্রবণ ও দয়াপ্রবণ ছিলেন সেইরূপ স্বদেশানুরাগী ও মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। এই সকল গুণের জন্যই তিনি সাধারণের নিকট সম্মান ও বন্ধু বান্ধব গণের নিকটে ভালবাসা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর,

শাসন কর্ত্তার মৃত্যু ও সমাধি।

বিশপ উক্ত গির্জ্জাটী চার্চ্চ অফ্ ইংলণ্ডের (Church of England.) অধীন করিয়া দেন এবং স্বকীয় ও পরকীয় সাহায্যে উক্ত গির্জ্জায় একটী ক্লক্ ঘটীকা স্থাপন করেন।

Selection from Calcutta Gazette নামক পত্রিকায় এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"On Saturday last the 18th instant at the Government house in Serampur. After a long and painful illness, which he bore with fortitude and resignation becoming a man and a christian, His Excellency colonel O Bie His Danish Majestys Governor of that settlement in the 73 year of his age a greater part of which has been spent in the service of his King in India, Trankquober and Serampur. His majestys sentiments of which are marked by the rank and trusts he has been pleased to confer and repose in him. In private life, his liberality and benevolence, together with his urbanity and humane philanthropic desposition, made him steemed by every body who know him and beloved by him numerous relatives friends and domestics to whom he has been truly fatherly, in short by all ranks and description of people living under his Government as well as by many gentlemen of the English nation and will render his death sincerely and deeply lamented.

He was buried on Sunday at five o' clock in the morning under the firing of minute guns and every

military honour the place could afford attended by the whole settlement to the grave."

নূতন শাসন কর্ত্তা।

কর্ণেল বাই এর মৃত্যুর পর, কর্ণেল জেকব ক্রিফ্‌টিং শাসন কর্ত্তা হন।

লেডী রুমারের শ্রীরামপুরে আগমন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে ডেন্‌মার্কের অন্তর্গত শ্লেস্‌ইক্ প্রদেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ চিভেনিয়া রুমার বংশের ভি রুমারের কন্যা, লেডী রুমার (১) ভারতবর্ষে বায়ূ পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত, তাঁহার পিতৃবন্ধু দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেন্‌মার্কের ডিরেক্টার মিঃ এ্যান্‌কারের নিকট হইতে একখানি অনুরোধ পত্র লইয়া, দিনামার জাহাজে আরোহণ করতঃ শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করেন। দিনামার শাসন কর্ত্তা কর্ণেল বাই তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করতঃ আপন ভবনে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং রেভারেণ্ড কেরী প্রমুখ মিশনারিদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীরামপুর নগরীর জল বায়ুতে তাঁহার স্বাস্থ্যের অত্যন্ত উপকার হওয়ায়, তিনি মিশন

(১) রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইলে পর, তিনি রুমারের পাণিগ্রহণ করেন। লেডী রুমার রেভারেণ্ড মিঃ কেরীকে বিবাহ করিবার পর তাঁহার বাসবাটী খানি মিশন সমিতিকে দান করেন। মিশনারিগণ তাঁহার প্রদত্ত ভবনেই " ফ্রেণ্ড অফ্‌ ইণ্ডিয়া " নামক পত্রিকার কার্য্যালয় স্থাপন করেন।

ভবনের সন্নিকটে একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় স্থায়ীভাবে বাস করেন। লেডী রুমারের কুমারী নাম সারলুটী এমিলিয়া, তাঁহার মাতার নাম কাউণ্টেস্ অফ্ এ্যাল্ফ্যাণ্ট। লেডী রুমার তৎকাল প্রচলিত ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষা সমূহ অবগত ছিলেন, মিশনারিদিগের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইবার পর, তিনি রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বাণিজ্য হ্রাস।

বণিকরাজ জনপামারের সময় হইতে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া ছিল। পরে জর্ম্মনী হইতে কৃত্রিম নীল, মাঞ্চেষ্টার হইতে বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য আমদানী হওয়ায়, তাঁহাদের বাণিজ্যের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়।

ডাক্তারের মৃত্যু ও নূতন ডাক্তার নিয়োগ।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক্তার (civil surgeon) গুয়েল্সিয়াসের মৃত্যু হয়। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোপেন্হেগেনের রয়াল একাডেমীর ডাক্তার ন্যাথানিয়াল ওয়ালিচ্‌কে শ্রীরামপুরের সিভিল সার্জ্জনের পদে নিয়োগ করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল তারিখে তিনি দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "প্রিন্স অফ্ অষ্টেন্‌বার্গ" নামক জাহাজে আরোহণ করতঃ শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করেন। ডাক্তার ন্যাথানিয়াল ওয়ালিচ্ জাতিতে ইহুদী ছিলেন; তাঁহার প্রকৃত নাম

ছিল ন্যাথান্ উলফ্ (১) তিনি উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেন্মার্কের সহিত গ্রেটবৃটনের পুনরায় যুদ্ধ (২) হয়। এদিকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দিনামার উপনিবেশ শ্রীরামপুর নগরী অধিকার করিবার নিমিত্ত ফোর্ট উইলিয়াম হইতে লেফ্টন্যাণ্ট কর্ণেল কেরীর অধীনতায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখের প্রভাত ছয় ঘটিকার সময় লেফ্টন্যাণ্ট কর্ণেল কেরী শ্রীরামপুর নগরী অধিকার করেন এবং ঐ দিবস মধ্যাহ্ন কালে অনারেবল জর্জ্জ ইলিয়ট বারাকপুর হইতে নৌকাযোগে শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করতঃ দিনমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তিনখানি বাণিজ্য জাহাজ দখল করেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বাহিনী শ্রীরামপুর

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় বার শ্রীরামপুর নগরী অধিকার।

---

(১) Brief history of the Hughly District (Crawford)

(২) In consequence of intelligence received by Government of a rupture between Great Britain and Denmark. A detatchment of troops from the garrison of Fort William uuder the command of Lt. Colonel Cary, took possession of the Danish Settlement of Serampur, at 6 o' clock in the morning of the 28th ultimo. The Danish ships in the river Hughly were. on

নগরী অধিকার করিবার সময় নগরীর অনেক লোককে বন্দী করিয়াছিলেন। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিকিৎসক্ স্থাথান্ উলফ্ প্রভৃতি অনেকেই ইংরাজদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, কেবল মিশনারি সম্প্রদায় আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বন্ধ।

ইংরাজ বাহিনী শ্রীরামপুর নগরী অধিকার এবং বাণিজ্য জাহাজ বাজেয়াপ্ত করায়, দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় তাঁহারা একেবারে নিস্ব হইয়া পড়েন, অধিকন্তু যাঁহারা তাঁহাদের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন (১) তাঁহারাও ক্ষতিগ্রস্থ হন।

---

the same day taken possession of by Hon. Captain Elliot of H. M. S. "Modeste" by captain Montague, of H. M. S. "Terpsichore" and by captain Decourcy of H. M. S. "Dasher" (Calcutta gazette 4th February 1808.)

(১) শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী বংশের ৺রঘুরাম গোস্বামী ৺রামচন্দ্র দে প্রভৃতি দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বাণিজ্য করিতেন। দিনামার কোম্পানীর জাহাজ বাজেয়াপ্ত করায় এবং বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায়, তাঁহাদের বহু সহস্র মুদ্রা লোকসান হয়, দিনামার কোম্পানী তাঁহাদের সেই ক্ষতি পুরণ করিতে সক্ষম হন নাই।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট শ্রীরামপুর নগরী অধিকার করিবার পর, নিজ দখলে রাখেন এবং কিছুদিন পরে জ্যাথান্ উলফ্ প্রভৃতি বন্দীগণকে মুক্তি প্রদান করেন।

জ্যাথান্ উলফের মুক্তি লাভ।

ডাক্তার জ্যাথান্ উলফ্ মুক্তি প্রাপ্ত হইবার পর, শিবপুরস্থ উদ্ভিজ্জ উদ্যানের ডাক্তার রক্সবর্গের অধীনে কার্য্য করেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিকিৎসকের পদ (১) গ্রহণ করেন।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখের প্রভাতে শ্রীরামপুর নগরীতে ভয়ানক ভূমিকম্প হয় এবং অপরাহ্ণে অগ্নি লাগিয়া মিশনারিদিগের ছাপাখানা ও গুদাম বাড়ী প্রভৃতি পুড়িয়া যায়।

ভূমিকম্প ও অগ্নিদাহ।

লর্ড ময়রার শ্রীরামপুর পরিদর্শন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ময়রা শ্রীরামপুর নগরী পরিদর্শন করিতে আসিয়া ছিলেন।

মার্‌কুইস হেষ্টিংসের শ্রীরামপুর পরিদর্শন।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্‌কুইস অফ্ হেষ্টিংস শ্রীরামপুর নগরী পরিদর্শন করিতে আসিয়া ছিলেন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দিনামার ইষ্ট

(১) Crawfords brief history of the Hughly District.

ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে শ্রীরামপুর নগরী প্রত্যর্পণ (১) করেন। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রায় সাত বৎসর পরে, তাঁহাদের উপনিবেশ শ্রীরামপুর নগরী পুনরায় প্রাপ্ত হন।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্রীরামপুর নগরী পুনরায় প্রাপ্তি।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শ্রীরামপুর নগরী প্রাপ্ত হইবার পর, দেশীয় তুলার বাণিজ্য করিবার আয়োজন করেন, কিন্তু ঐ সময়ে অন্যান্য বণিকগণ দেশীয় তুলা অপেক্ষা মাঞ্চেষ্টারের তুলা উৎকৃষ্ট ও সুলভ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করায়, দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য (২) হয়। সম ব্যবসায়ী-গণের সহিত প্রতিযোগীতায় বাণিজ্য করা তৎকালে তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা বাণিজ্য কার্য্য একরূপ বন্ধ করিয়া দেন।

দিনামার কোম্পানীর বাণিজ্যে গোলযোগ।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতাবৎ কাল বণিক রূপে বাণিজ্য কার্য্যই করিতে ছিলেন, দেশ শাসন বা দেশের উন্নতির প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ দৃষ্টি ছিলনা। এক্ষণে বাণিজ্য কার্য্য বন্ধ হওয়ায়

দিনামার কোম্পানীর রাজবস্ত্র নির্ম্মাণ।

(১) Sketch of the administration of the Hughly District, (Toynbee)

(২) Crawfords brief history of the Hughly District.

তাঁহারা রাজ্যের উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করেন। ঐ সময়ে তাঁহারা নগরীতে অনেকগুলি প্রশস্ত রাজবর্ত্ম (১) নির্ম্মাণ করান এবং পুরাতন বর্ত্মগুলির সংস্কার করান।

(১) শ্রীরামপুর নগরীতে যে সমস্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম আছে, তাহার অধিকাংশই দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা নির্ম্মিত।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ ঘটনা।

দেওয়ানের মৃত্যু।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বিতীয় দেওয়ান মহাত্মা গোলক চন্দ্র রায় মহাশয় পরলোকে গমন করেন।

ডাক্তার ওয়ালিচের নেপালে গমন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার ন্যাথানিয়াল্ ওয়ালিচ্ উদ্ভিদ্‌তত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত নেপাল রাজ্যে গমন করেন। কিন্তু সেই সময়ে তথায় অত্যন্ত বিপ্লব হইতে থাকায়, তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হয়।

সংবাদপত্র ও কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মিশনারিগণ (১) শ্রীরামপুর নগরী হইতে "সমাচার দর্পণ" নামক একখানি বাঙ্গলা সংবাদ পত্র এবং "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" ও "দিগ্‌দর্শন" নামক ইংরাজী ও বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। পরে প্রায় দুইলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া শ্রীরামপুর

(১) সংবাদ পত্র ও কলেজের বিবরণ একাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

নগরীর ভাগীরথী তীরে একটি নন্দনবিনিন্দিত উপবনের মধ্যে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া, তথায় "শ্রীরামপুর কলেজ" নামক একটী কলেজ স্থাপন করেন।

শ্রীরামপুর পরিবর্ত্তনের কথা।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারিখের "Selection from Calcutta Gazette" নামক পত্রিকায় দিনামার দিগের নগর পরিবর্ত্তনের কথা এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"আমরা অবগত হইলাম যে, দিনামার গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভারতের সমুদায় অধিকার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পোর্টোরিকো দ্বীপের (Porto Rico) সহিত পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং বৃটিশ মন্ত্রীগণও ঐ দ্বীপের অধিকার দিনামার গভর্ণমেণ্টকে দেওয়াইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যেহেতু চতুর্থ ফ্রেড্রারিকের রাজত্ব কালে দিনামারদিগকে প্রদত্ত ভারত রাজ্যের ঐ সকল ভূমিতে যথার্থই ন্যায্য দাবী ছিল।"

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখের গেজেটে পুনরায় যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"চুঁচুড়া হইতে প্রেরিত একখানি পত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, ঐ সময়েই বাঙ্গলা দেশের দিনামার অধিকার সমস্ত ইংরাজ অধিকারের সহিত পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল।" ফেব্রুয়ারী মাসের লণ্ডন জর্ণালের বিবৃত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে,

বাস্তবিকই ঐ সময়ে ঐ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডের রাজত্বের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই এবং তদ্ব্যতীত পোর্টোরিকো দ্বীপের সহিত শ্রীরামপুর বা অন্যান্য নগণ্য স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া অসম্ভব। পোর্টোরিকো দ্বীপটী দীর্ঘে ১২০ মাইল, প্রস্থে ৪০ মাইল, উর্ব্বরা ও নদী বহুল এবং সৌন্দর্য্যের আবাস ভূমি। পিন্‌কার্‌টনের বিবরণে লিখিত আছে যে, তথায় চিনি আদা তুলা চামড়া ঔষধ ফল ও নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্যই প্রধান ব্যবসার দ্রব্য এবং উত্তরাংশে স্বর্ণ ও রৌপ্য উৎপন্ন হয়।* যদি এই পরিবর্ত্তনের বিবরণ সত্য হয়, তাহা হইলে দিনামার গভর্ণমেণ্ট যে অত্যন্ত লাভবান হইবেন তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয় চুঁচুড়ার সংবাদদাতা উক্ত সংবাদটী প্রেরণ করিয়া, এখানে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভয় ও উত্তেজনার সঞ্চার করাইয়া দিয়া রঙ্গ দেখিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। *

বাষ্পীয় কল।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মিশনারিগণ শ্রীরামপুর নগরীতে একটী বাষ্পীয় কল স্থাপন করেন। উক্ত বাষ্পীয় কলের প্রস্তুত কাগজই (১) শ্রীরামপুরের কাগজ বলিয়া বিখ্যাত হয়।

(১) বাষ্পীয় কলটী বালি পেপার মিল কোম্পানী ক্রয় করেন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে আক্‌না নিবাসী ৺রামচন্দ্র দে চতুর্ধুরীন মহাশয় তদীয় আলয়ের সম্মুখস্থ বর্ত্মটী (১) নিজধনে ক্রয় করতঃ নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়ায়, দিনামার শাসন কর্ত্তা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার ভবনে পাহারা দিবার নিমিত্ত একজন সিপাহী নিযুক্ত করিয়া দেন এবং তাঁহাকে "চতুর্ধুরীন" উপাধি প্রদান করেন।

রামচন্দ্র দে'র পথ নির্ম্মাণ।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ডেন্‌মার্কের অধীশ্বর মিশনারিদিগের স্থাপিত শ্রীরামপুর কলেজের পৃষ্ঠপোষক (২) হন।

ডেন্‌মার্কের অধীশ্বর কলেজের পৃষ্ঠপোষক হন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে তাঞ্জোরের অধিপতি মহারাজা সরফ্‌জী মিশনারিদিগের স্থাপিত কলেজ পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করেন। মিশনারিগণ ও দিনামার শাসন কর্ত্তা তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। তিনি প্রায় এক সপ্তাহকাল শ্রীরামপুর নগরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

তাঞ্জোরাধিপতির শ্রীরামপুরে আগমন।

(১) ৺রামচন্দ্র দে চতুর্ধুরীন যে বর্ত্মটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, সেই বর্ত্মটী অধুনা "দে ষ্ট্রীট" নামে আখ্যাত।

(২) Carey's life.

উইলিয়াম ওয়ার্ডের মৃত্যু।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখে মিশনারি সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড মিঃ উইলিয়াম ওয়ার্ডের মৃত্যু (১) হয়।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আকনা নিবাসী রামচন্দ্র দে চতুধুরীন পরলোকে গমন করেন, এবং তাঁহার পরমা পুণ্যবতী পত্নী পতির সহমৃতা হন, (২) রামচন্দ্র দে চতুধুরীন মহাশয় মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে একটী ঘাট (৩) নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

সহমরণ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুর নিবাসী প্রেমচাঁদ কর্ম্মকার পরলোকে গমন করায়, তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিনী (৪) স্বামীর সহমৃতা হন।

সহমরণ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর দামোদরের প্রবল বন্যায় (৫) শ্রীরামপুর নগরী জলমগ্ন হয়। প্রায় পাঁচ ফুট জল তিনদিবস সমভাবে ছিল। নগরটী

দামোদরের বন্যা।

---

(১) Bengal obituary.

(২) Friend of India. এবং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(৩) রামচন্দ্র দে'র স্থাপিত ঘাট অধুনা দে'বাবুদের ঘাট নামে আখ্যাত।

(৪) Selection from Calcutta Gazette. এবং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(৫) "The banks of the * Damonooda have given way,and the whole of the plain is under water. Dingeys are plying

তিনদিবস বন্যার জলে নিমজ্জিত থাকায়, অনেক গৃহাদি ও কুটীর ধরাশায়ী হয়, অনেক জীবজন্তু ও বৃক্ষাদি বিনষ্ট হয়, এবং নগরটীও শ্রীহীন হইয়া যায়।

জ্যোতিষীর গুপ্ত রত্নোদ্ধার।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে একজন জ্যোতিষী (১) শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করতঃ তত্রত্য অধিবাসীগণকে গুপ্ত রত্নোদ্ধার করিয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া প্রতারিত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার চাতুরি প্রকাশ হইয়া পড়ায়, শ্রীরামপুর বাসীগণ সেই ভণ্ড জ্যোতিষীকে লাঞ্ছিত করতঃ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

চিকিসৎক নিয়োগ।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার জে ভোইগ্‌ট দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন।

---

in the street of Serampur, and the mud habitations of the Natives are falling in every direction. The whole of the College, with Mr. Mack's House, is surrounded with water. The rapidity of the stream, and the small fall during the Ebb, are described alike above and below. Tomorrow night tide will, in all probability, be the highest and we can only express a hope that it will not add to the misery and devastation already effected." Selection from Calcutta Gazette 1823. * দামোদর।

(১) সংবাদ কৌমুদী ১৮২৪। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

শাসন কর্ত্তার মৃত্যু।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কর্ত্তা কর্ণেল জেকব ক্রিফ্‌টিং ৭১ বৎসর বয়ঃক্রমে মৃত্যু মুখে (৪) পতিত হন। কর্ণেল জেকব ক্রিফ্‌টিং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর তারিখে নরওয়ে প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং স্বীয় প্রতিভা প্রভাবে সামান্য পদ হইতে ডিরেক্টার এবং সৈন্য বিভাগের সুউচ্চ পদে উন্নীত হইয়া প্রায় ২১ বৎসর কাল সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল বাইএর মৃত্যুর পর ইনি শাসন কর্ত্তা হন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শাসন কর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া ছিলেন। কর্ণেল জেকব ক্রিফ্‌টিং দিনামার কোম্পানীর যেমন একজন বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, তেমনি প্রজারঞ্জক শাসন কর্ত্তা ছিলেন। ৮ই অক্টোবর তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়, ঐ সময়ে সমস্ত দিনামার রাজপুরুষ ও নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সমাধিস্তম্ভের উপর প্রস্তর ফলকে এই রূপ লিখিত হয় :—

Sacred to the memory of
The Honorable Jacob Krifting,

(৪) Bengal obituary.

Knight of the Royal order of the Daunebrog,
Colonel of His Majesty's forces, chief and
Director of the Danish possessions in Bengal
from May 1805 until October 1828.
Born at Moss in Norway October 9th 1757
Died at Serampur October 7th. 1828
After a service of 44 years in India.

নূতন শাসন কর্ত্তা।

দিনামার শাসন কর্ত্তা কর্ণেল জেকব ক্রিক্‌টিং এর মৃত্যুর পর, জে এস হ'লেনবার্গ শ্রীরামপুর নগরীর শাসন কর্ত্তা হন এবং জে এল্‌বারলিন্ বিচারপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

সতীদাহ নিবারনের ঘোষণা পত্র।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ (১) প্রথা রহিত করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন এবং ঘোষণাপত্রের দ্বারা তাহা বিঘোষিত করেন। এ কথা বঙ্গবাসী মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ হেন্‌রী সেক্সপিয়ার সেই ঘোষণা পত্রের একখণ্ড শ্রীরামপুরের মিশনারি সমিতির অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডাক্তার উইলিয়াম কেরীর নিকট পাঠাইয়া দেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার উইলিয়াম কেরী মালদহ প্রভৃতি স্থানে এবং শ্রীরামপুর নগরীতে

(১) Carey's Life.

উপর্য্যুপরি কয়েকটী সতীদাহ দর্শন করেন, এবং ঐ প্রথা নৃশংস প্রথা বলিয়া উহা রহিত করিবার নিমিত্ত কাউন্সিলে আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সতীদাহ প্রথা রহিত হয় তন্নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টাও করিতেছিলেন। গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর প্রেরিত ঘোষণাপত্র প্রাপ্ত হইবামাত্র রেঃ ডাক্তার উইলিয়াম কেরী অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁহার পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের দ্বারা সেই ঘোষণা পত্রের অনুবাদ করাইয়া শ্রীরামপুর নগরীতে ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে বিতরণ করেন। শ্রীরামপুরের স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ মিশনারিদিগের দ্বারা অনুবাদিত ও প্রচারিত বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারকেও (১) যথোচিত লাঞ্ছিত করেন।

পামার কোম্পানী।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার যে ছয়টী সওদাগরকে এক কোটী ষাট লক্ষ পাউণ্ডের জন্য দেউলিয়া হইতে হয়, তন্মধ্যে "পামার কোম্পানীর" নাম উল্লেখ যোগ্য। এক সময়ে এই পামার কোম্পানীর নাম ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইত, অধিক কি ইংলণ্ডের মহাসভায়ও এই পামার কোম্পানীর

(১) মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ইতিপূর্ব্বে অভিমত প্রকাশ করিয়া ছিলেন যে, "সতীদাহ ধর্ম্ম সম্মত হইলেও কর্ম্ম সম্মত নহে।" সেই কারণ অনেকেই তাঁহার উপর কুপিত হন।

নাম আলোচিত হইত। পামার কোম্পানীর (১) স্বত্বাধিকারী মিঃ জন পামার শ্রীরামপুর নগরীর তদানীন্তন ভাগ্যবিধাতা দিনামার কোম্পানীরও প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাঁহার শ্রীরামপুরস্থ বন্ধুদিগেরও একজন পরম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। মিঃ জন পামার দেউলিয়া হইবার প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীরামপুরস্থ তাঁহার কোন বিশিষ্ট বন্ধুকে বহুসহস্র টাকা বিনাসুদে কর্জ্জ দিয়াছিলেন এবং তিনি দেউলিয়া হইবার পর দুঃখেকষ্টে পড়িয়াও, সেই বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট হইতে সেই মুদ্রারাশি প্রার্থনা করেন নাই। বণিকরাজ জন পামার ২০ লক্ষ পাউণ্ডের জন্য দেউলিয়া হন। সওদাগর দিগের মধ্যে পামার কোম্পানী একটী শ্রেষ্ঠ সওদাগর ছিলেন, সেই নিমিত্ত কলিকাতা ও মফঃস্বলের ধনবান ব্যক্তিগণ তাঁহারই নিকট আপন আপন অর্থ গচ্ছিত রাখিতেন সুতরাং পামার কোম্পানী দেউলিয়া হওয়ায়, তাঁহাদিগকেও স্বর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। শ্রীরামপুরের

(১) Carey's Life. "এইরূপ কথিত আছে, জন পামার স্পর্শমণি ছিলেন যিনি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেন তিনিই লক্ষ্মীশ্রী লাভ করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে,জন পামার গুদামে গিয়া গুদাম রক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, "এত রূপারবাট তাঁবারবাট ও চকোর কাঠ কম হইতেছে কেন?" তদুত্তরে তাহারা বলিত, "হুজুর প্রখর গ্রীষ্মের তাপে রূপা তাঁবা শুখাইয়া যাইতেছে, আর উইপোকায় সব চকোর কাঠ খাইয়া ফেলিতেছে।" তাহাদের কথা শুনিয়া তিনি নাকি বলিতেন, "সাবধানে রাখিও।"

স্বর্গীয় রঘুরাম গোস্বামী পামার কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। জন পামার দেউলিয়া হইবার অত্যল্পকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শাসন কর্ত্তার মৃত্যু।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে দিনামার শাসন কর্ত্তা মাননীয় জে এস হ'লেনবার্গের (১) মৃত্যু হয়। মাননীয় মিঃ হ'লেনবার্গ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোপেন্‌হেগেনে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮১১ খৃীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শাসন্ কর্ত্তা হন। মাননীয় মিঃ হ'লেনবার্গ প্রায় ৪০ বৎসর কাল স্বদেশীয় নরপতির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীরামপুর নগরীতেই জীবন অতিবাহিত করেন। মাননীয় মিঃ হ'লেন্‌বার্গ যেমন সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী ছিলেন, তেমনি উদার, ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে দিনামার রাজপুরুষগণ ও শ্রীরামপুরবাসীগণ সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরদিবস প্রভাত ছয় ঘটিকার সময়, তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। ঐ সময়ে দিনামার রাজপুরুষগণ ও নগরীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করিবার সময় তাঁহার পদোচিৎ সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। দিনামার রাজপুরুষগণ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন চির

(১) Bengal obituary.

জাগরূক রাখিবার জন্য ভজনালয়ের মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর ফলকে এইরূপ লিখিয়া রাখিয়াছেন।

This Tablet is erected to the memory of the Honorable J. S. Hohlenbergh Esqr late Chief of the Danish settlement of Fredericksnagore by a member of its European and Native inhabitants in commemoration of his singular worth, both public and private. He was distinguished for loyalty to his Sovereign, and for every virtue which belongs to a good magistrate. He maintained public order with mild but vigorous firmness. He administered Justice with purity and impartiality beyond suspicion. He relieved distress with wise and unostentatious generosity. He gave his support to all that was virtuous and philanthropic and frowned only upon vice. In private life, as a husband, a father and a friend,he was conscientious, devoted and enlightened. His loss is therefore bewailed as a personal bereavement, as well as a public calamity by those who have thus sought to record his excellence. He

was born at Copenhagen 1793. He died on the River Hughly on the 11th May 1833 and was buried in the public burying ground of this settlement amidst universal lamentation.

নূতন শাসন কর্ত্তা

দিনামার শাসন কর্ত্তা জে এস হ'লেন বার্গের মৃত্যুর পর, কর্ণেল রিলিং শ্রীরামপুর নগরীর শাসন কর্ত্তা হন।

রেঃ ডাক্তার উইলিয়াম কেরীর মৃত্যু।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে মিশনারি সম্প্রদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড ডাক্তার উইলিয়াম (১) কেরীর মৃত্যু হয়। পরদিবস তাঁহার শবদেহ মিশনারি সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।

(১) Carey's Life.

নবম অধ্যায়।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব শেষ

রাজ্যোৎসব।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ডেন্‌মার্ক রাজ্যের তৃতীয় শতবর্ষের একটী উৎসব হয়। সেই উৎসব উপলক্ষে ডেন্‌মার্কের অধীশ্বর ষষ্ঠ ফ্রেড্রারিক তাঁহার অধিকৃত দেশ সমূহের রাজকার্য্য তিনদিবস বন্ধ রাখিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। সেই তিনদিবস কেহ কোন কার্য্য করিতে পারিবে না, কেবল ঈশ্বরের নিকট ডেন্‌মার্ক রাজ্যের মঙ্গল কামনা করিতে হইবে। রাজাজ্ঞানুসারে শ্রীরামপুর নগরীর সমুদায় (১) রাজকার্য্য তিনদিবস বন্ধ ছিল। দিনামার রাজপুরুষগণ ঐ তিনদিবস ভগবানের নিকট রাজ্যের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন।

শাসন কর্ত্তার মৃত্যু।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব দিনামার শাসন কর্ত্তা মিঃ বয়েকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সমুদ্র ভ্রমণ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। চিকিৎসকগণের উপদেশানুসারে মিঃ বয়েক রাজকার্য্য হইতে

(১) Carey's Life.

অবসর গ্রহণ করতঃ উক্ত খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে "ভিক্টিরি" নামক জাহাজে আরোহণ করতঃ চিনদেশাভিমুখে গমন করেন। মিঃ বয়েক চিনদেশের অন্তর্গত মেকাউ প্রদেশের প্রধান ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড গুজ্‌লাকের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তথায় দুই দিবস অবস্থিতি করিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন (১)। মিঃ বয়েক যেমন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ছিলেন, তেমনি মহানুভব ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। ইনি প্রথমে বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পরে স্বীয় প্রতিভা প্রভাবে শাসন কর্ত্তার পদে উন্নীত হন। ইনি যখন জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে ছিলেন সেই সময়ে অনেক দেশহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন।

নূতন শাসন কর্ত্তা।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে দিনামার শাসন কর্ত্তা কর্ণেল রিলিং কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায়, পি, হেনসন্ শ্রীরামপুর নগরীর শাসন কর্ত্তা হন।

চিকিৎসালয় স্থাপন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মিশনারিগণের চেষ্টায় দিনামার কোম্পানী শ্রীরামপুর নগরীতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় (২) স্থাপন করেন। ৺রঘুরাম গোস্বামী, ৺রাজকৃষ্ণ দে প্রভৃতি ধনবানগণ উক্ত চিকিৎসালয় স্থাপনার্থে

(১) Bengal obituary.

(২) বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে। উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়টী

বহু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিকিৎসক্ জে ভোইগ্‌ট উক্ত চিকিৎসালয়ের প্রথম চিকিৎসক হন।

রেঃ ডাঃ মার্শম্যানের মৃত্যু।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে মিশনারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড ডাক্তার জশূয়া মার্শম্যানের (১) মৃত্যু হয়

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টব গেজেট মুদ্রিত।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই হইতে "বেঙ্গল-গভর্ণমেণ্ট গেজেট" মিশনারিদিগের সম্পাদকত্বে এবং মিঃ মার্শাল ডিক্রুজের তত্ত্বাবধানে শ্রীরাম-পুর মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় স্থাপন ও পঞ্জিকা প্রকাশ

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় (২) নাম দিয়া একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। উক্ত চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে শ্রীরামপুর পঞ্জিকা মুদ্রিত ও

ইংরাজাধিকারের পর প্রথমে "ওয়ালস্ হাসপাতাল" নামে আখ্যাত হয়। সম্প্রতি উহাতে "গোবিন্দসুন্দরী" দাতব্য চিকিৎসালয় নাম সংযুক্ত হইয়াছে।

(১) Bengal obituary.

(২) চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়টী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উক্ত যন্ত্রালয়ের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারীগণ অদূরদর্শী হওয়ায় ও গৃহ বিবাদে লিপ্ত থাকায়, যন্ত্রালয়টীর কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হয় না। উক্ত চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র

প্রকাশিত হইত। এই শ্রীরামপুরের পঞ্জিকাই (১) তৎকালে বঙ্গের প্রসিদ্ধ পঞ্জিকা ছিল।

জাল প্রতাপ

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের জালপ্রতাপ চন্দননগর হইতে শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করতঃ অবস্থান করেন। জালপ্রতাপ শিখযুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় থাকিতেন, তাঁহার প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকায়, তিনি কলিকাতা হইতে চন্দননগরে পলায়ন করেন এবং পরে তথা হইতে দিনামার অধিকারে আসিয়া বাস (২) করেন।

কর্ম্মকারের পূর্ব্ব নিবাস ছিল বৈদ্যবাটী গ্রামে। মিশনারিগণ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিবার পর, শ্রীরামপুর নিবাসী গুরুদাস কেরানী কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয় পঞ্চানন ও মনোহর কর্ম্মকারকে অক্ষর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত শ্রীরামপুরে আনয়ন করেন, তদবধি তাহারা শ্রীরামপুরে স্থায়ী ভাবে বাস করেন।

(১) নবদ্বীপাধিপতির আদেশানুসারে ও অর্থ সাহায্যে ৺কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার তদীয় মুদ্রাযন্ত্র চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে শ্রীরামপুর পঞ্জিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীগণ কিছু দিবস পঞ্জিকা প্রকাশ করেন, পরে গৃহ বিবাদ ও অর্থাভাবে উহা বন্ধ হইয়া যায়। অধুনা কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে "শ্রীরামপুর পঞ্জিকা" নামক যে পঞ্জিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীরামপুরের ছাপা পঞ্জিকা নহে।

(২) জাল প্রতাপ প্রায় ছয় বৎসর কাল শ্রীরামপুরে ছিলেন।

মিঃ হিউম।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ হিউম (১) নামক একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক শ্রীরামপুর নগরীতে আসিয়া বাস করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন, তাঁহার অগণিত পশুপক্ষী ছিল, তিনি সেই সকল পশুপক্ষী প্রতিপালন করিয়া দিনযাপন করিতেন। তিনি শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থান করিবার পর, দরিদ্রগণকে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিতেন। তাঁহার অমায়িকতা ও সরল ব্যবহার এবং ঔষধ ও পথ্য বিতরণের কথা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে পর, দরিদ্র নগরবাসীগণ দাতব্য চিকিৎসালয়ে গমন না করিয়া, দলে দলে তাঁহার ভবনে গমন করতঃ ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করিতে থাকেন। এদিকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে, চিকিৎসার্থী ব্যক্তিগণ গমন না করায় চিকিৎসালয়ের কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায়, দিনামার রাজপুরুষগণ মিঃ হিউমকে ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করা বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন। মিঃ হিউম তদুত্তরে দিনামার রাজপুরুষগণকে বলেন যে, আমি রোগীদিগের বাড়ীতে

---

(১) মিঃ হিউম যে ভবনে বাস করিতেন, সেই ভবনটী অধুনা "আরামবাস" নামে আখ্যাত। উক্ত ভবনটী অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট নামক রাস্তার উপর অবস্থিত। উক্ত অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট রাস্তাটী অধুনা ক্ষেত্র মোহন সাহার ষ্ট্রীট নামে আখ্যাত হইয়াছে।

যাইয়া চিকিৎসা করিনা এবং কাহাকেও ঔষধ লইতে আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিনা। দরিদ্র নগরবাসীগণ যখন দয়া করিয়া ঔষধ লইবার জন্য আমার ভবনে আগমন করেন তখন আমি তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে বা তাঁহাদিগকে ঔষধ প্রদান বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিনা।

পুরাতন শাসন কর্ত্তার কোপেন্‌হেগেনে গমন ও নূতন শাসন কর্ত্তা নিয়োগ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে দিনামার শাসন কর্ত্তা মিঃ পি, হেন্‌সন্ কোপেন্‌হেগেনে গমন করায়, মিঃ লিণ্ডিম্যান তৎপদে অভিষিক্ত হন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মিঃ পি হেন্‌সন্ কোপেন্‌হেগেন্ হইতে শ্রীরামপুর নগরীতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি

শ্রীরামপুর নগরী বিক্রয়ের প্রস্তাব।

শ্রীরামপুব নগরীতে প্রত্যাগমন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই, শ্রীরামপুর নগরী বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। দিনামার শাসন কর্ত্তা মিঃ পি হেন্‌সন্ নগরটী বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করায়, শ্রীরামপুরের তদানীন্তন ভূস্বামী ৺রঘুরাম গোস্বামী এবং অনারেবল্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুর ক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন।

গৌরমোহন আঢ্যের মৃত্যু।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্য ভাগে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর" প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য, একজন ইউরোপীয় শিক্ষকের অনুসন্ধানে

শ্রীরামপুরে গমন করেন এবং প্রত্যাগমন কালে শ্রীরামপুরের অনতিদূরে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হয় এবং সেই ঝটিকার বেগে তাঁহার নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ায়, তিনি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্রীরামপুর নগরী ক্রয়।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তাঁহাদের উপনিবেশ শ্রীরামপুর নগরী প্রত্যার্পণ করেন। উক্ত খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য বন্ধ করিয়া রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের একখানি মাত্র বাণিজ্য জাহাজ ডেন্‌মার্ক হইতে শ্রীরামপুর নগরীতে আসিয়াছিল। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন শাসন কর্ত্তা মিঃ পি হেন্‌সন্‌ সাহেব ডেন্‌মার্কের অধীশ্বরকে শ্রীরামপুর নগরী বিক্রয় করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। মিঃ পি. হেন্‌সনের পরামর্শে ডেন্‌মার্কের অধীশ্বর শ্রীরামপুর নগরী বিক্রয় করিতে সম্মত হন এবং তাঁহাকেই বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন এবং সেই ক্ষমতার বলে মিঃ পি. হেন্‌সন্‌ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিনামার অধিকৃত শ্রীরামপুর নগরী সাড়ে বারলক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শ্রীরামপুর নগরী বিক্রয় করিবার পর, তাঁহাদের অধীনস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীগণকে পুরস্কার স্বরূপ "নিদর্শন পত্র" প্রদান করেন। শ্রীরামপুরের স্বর্গীয় মধুসূদন মিত্র, বল্লভপুরের স্বর্গীয় নীলমনি চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব ও বিচার বিভাগে কার্য্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সেই সময়ে স্বর্গগত হন, কেবল গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জে ডিক্রুজ জীবিত ছিলেন। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুরোধে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ইহাঁদের উভয়কেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত করেন। মিঃ জে ডিক্রুজ শ্রীরামপুর নগরীর প্রথম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন।

দিনামার ইঃ আইঃ কোম্পানীর নিদর্শন পত্র

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কর্ত্তার তালিকা।

নাম।	কার্য্যকাল					
মিঃ সর্টম্যান	১৭৫৩		হইতে	১৭৫৯		পর্য্যন্ত।
মিঃ জিন্‌জেন্ বাল্ক	১৭৫৯	”	”	১৭৬৩	”	”
মিঃ এম, ডেমার্ক	১৭৬৩	”	”	১৭৬৭	”	”
মিঃ বয়েক	১৭৬৭	”	”	১৭৮৮	”	”
কর্ণেল ও বাই	১৭৮৯	”	”	১৮০৫	”	”
কর্ণেল জেকব ক্রিফিটং	১৮০৫	”	”	১৮২৮	”	”
মিঃ জে, এস, হ'লেনবার্গ	১৮২৮	”	”	১৮৩৩	”	”
কর্ণেল রিলিং	১৮৩৩	”	”	১৮৩৬	”	”
মিঃ পি, হেন্‌সন্	১৮৩৬	”	”	১৮৪২	”	”
মিঃ লিণ্ডিম্যান্	১৮৪২	”	”	১৮৪৫	”	”

দশম অধ্যায়

ব্যাপ্তিস্ত মিশনারি সম্প্রদায়।

ব্যাপ্তিস্ত মিশনারিগণের বঙ্গদেশে আগমন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইংলণ্ড হইতে জশূয়া মার্শম্যান, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখ ব্যাপ্তিস্ত মিশনারিগণ কাপ্তেন উইক্স কর্তৃক পরিচালিত "ক্রিটারেন" নামক একখানি আমেরিকান জাহাজে আরোহণ করতঃ বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে আগমন করেন। প্রায় পাঁচ মাস কাল নির্বিঘ্নে জলযাত্রা করিবার পর, অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে তাঁহারা কলিকাতা বন্দরের সীমার মধ্যে আসিয়া পঁহুছান। তৎকালে বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য নয় এইরূপ রাজনিয়ম থাকায়, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল নবাগত ব্যাপ্তিস্ত মিশনারিগণকে আপন রাজ্যে আশ্রয় না দেওয়ায়, তাঁহারা স্বজাতীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক বিবিধ উপদ্রব ও লাঞ্ছনার আশঙ্কা করতঃ। জাহাজ হইতে দুইখানি বোটে আরোহণ করিয়া একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সহিত, কলিকাতার বার মাইল উত্তর দিনামার শাসিত শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করেন।

ব্যাপ্তিস্ত মিশনারিগণের শ্রীরামপুরে গমন।

১৩ই অক্টোবর তারিখে মিশনারিগণ (১) শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করতঃ "ডেন্‌মার্ক হোটেল" নামক সরায়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

(১) ১৩ই অক্টোবর—অদ্য প্রাতে আমরা সুস্থ শরীরে ও প্রফুল্ল অন্তঃকরণে শ্রীরামপুর নগরীতে আসিয়া পঁহুছিলাম এবং দিনামার সরায়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। অদ্য কোন প্রার্থনা হইল না।

১৪ই অক্টোবর—অদ্য অপরাহ্নে লণ্ডন মিশনারি সমিতির একজন পাদ্রী কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে আমরা অতীব বিস্মিত হই, প্রথমে তিনি আমাদের অপরিচিত থাকিলেও শেষে তাহার সহিত বিশেষ পরিচয় হয়। তিনি আমাদিগকে অনেকগুলি আবশ্যকীয় সংবাদ দেন।

১৬ই অক্টোবর—অদ্য কলিকাতা হইতে কাপ্তেন উইক্স আসিয়া সংবাদ দেন যে, আমরা না যাইলে জাহাজ বন্দরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না। মিঃ ব্রান্সডন ও আমি উভয়ে কলিকাতায় গমন করি,এবং পরদিবস অবগত হই যে, ঐ জাহাজ খানিকে এই স্বত্তে বন্দরে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে, হয় আমাদিগকে পুলিশ অফিসে থাকিতে হইবে নতুবা শ্রীরামপুর নগরীতে যাইতে হইবে। সকলদিক বিবেচনা করিয়া আমরা শ্রীরামপুর নগরীতে যাওয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম। আমাদের খিদিরপুরস্থ বন্ধুগণ না আসা পর্য্যন্ত আমরা তথায় অপেক্ষা করিয়াছিলাম। কাপ্তেন উইক্স রেভারেণ্ড মিঃ ব্রাউনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়,তিনি সাহায্য করিতে সম্মত হন। কাপ্তেন উইক্স স্বয়ং পুলিশ অফিসে গমন করেন, পুলিশ কর্ম্মচারীগণ তাঁহার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হন। অদ্য অপরাহ্নে আমরা শ্রীরামপুর নগরীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

মিশনারিগণ শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করিবার দুইদিবস পরে দিনামার শাসন কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। দিনামার শাসন কর্ত্তা কর্ণেল বাই নবাগত ব্যাপ্টিস্ত মিশনারিগণকে আপন অধিকারের মধ্যে আশ্রয় প্রদান করেন এবং তাঁহাদিগকে দিনামার রাজনীতির দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা ও সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। অধিকন্তু তাঁহাদিগকে শ্রীরামপুর নগরই প্রচার কার্য্যের কেন্দ্রস্থল করিতে এবং শ্রীরামপুর নগরীতেই ভজনালয় বিদ্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। ইহা ব্যতীত মফঃস্বলে প্রচার করিতে যাইবার সময় দিনামার রাজকীয় নিয়মানুসারে সনন্দ (ছাড়পত্র) প্রদান করিতে সম্মত হন।

মিশনারিগণের দিনামার শাসন কর্ত্তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা।

মিশনারিগণ দিনামার শাসন কর্ত্তার পক্ষপুটে আশ্রয় লাভ করিবার পর, শ্রীরামপুর নগরীর ভাগীরথীতীরে একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী মাসিক ৩২ টাকায় ভাড়া করতঃ অবস্থান করেন। তাঁহারা প্রতি রবিবারেই নগরীর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে ও দিনামার শাসন (১) কর্ত্তাকে তাঁহাদিগের সহিত উপাসনায় যোগদান

মিশনারিগণের শ্রীরামপুর নগরীতে অবস্থান।

(১) ১৯শে অক্টোবর—অদ্য তারিখে আমরা গভর্ণর সাহেবকে আগামী কল্য রবিবাসরিক উপাসানায় যোগদান করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ পত্র লিখিলাম।

করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিতেন। মিশনারিদিগের সাদর আহ্বানে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ এবং স্বয়ং দিনামার শাসন (১) কর্ত্তা সহচরগণ সহ তাঁহাদের ভবনে গমন করতঃ রবিবাসরিক উপাসনায় যোগদান করিতেন। মিশনারিগণের ধর্ম্মপ্রাণতা উদারতা ও সরল ব্যবহারে খ্রীষ্টধর্ম্মালম্বী ব্যক্তিগণ অত্যল্প কালের মধ্যেই তাঁহাদের গুণের পক্ষপাতী হন। নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে দিনামার শাসন কর্ত্তা কর্ণেল বাই মিশনারিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, শ্রীরামপুরে ভজনালয় বিদ্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিবার নিমিত্ত পুনরায় অনুরোধ করেন। মিশনারি সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা মিঃ উইলিয়াম কেরী তখন মালদহের অন্তর্গত মদনাবতী গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। রেঃ মিঃ উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত দিনামার রাজকীয় (সনন্দ) ছাড়পত্র লইয়া তথায় গমন করেন। মিঃ ওয়ার্ড যে দিবস মদনাবতীতে উপনীত হন, তাহার পর দিবস রেঃমিঃ কেরী,রেঃমিঃ মার্শম্যানের নিকট হইতে এক খানি পত্র প্রাপ্ত হন। সেই পত্রে রেঃমিঃ মার্শম্যান লিখিয়াছিলেন,—

(১) ২০শে অক্টোবর—অদ্য আমরা কোন সময়ে প্রার্থনা করিব, তাহা জানিবার জন্য গভর্ণর সাহেব প্রভাতেই একজন লোক প্রেরণ করেন। বেলা প্রায় সাড়ে দশ ঘটীকার সময় গভর্ণর সাহেব কতিপয় ভদ্রলোক এবং অনুচরগণ সহ আমাদের ভবনে আগমন করেন। আমাদের প্রার্থনা গৃহে বহু গণ্যমান্য ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন, গভর্ণর সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে উপাসনা করেন।

"আমরা বিদেশীয় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করায় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদিগের অধিকারের মধ্যে পাইলে কারারুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন।" রেঃমিঃ কেরী এই ভীতিপ্রদ পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হন এবং অনতিবিলম্বে মদনাবতী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন।

মিঃ কেরী ও তাঁহার সহযোগীগণের শ্রীরামপুর নগরীতে গমন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী তারিখে রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ড ও রেভারেণ্ড মিঃ কেরী সপরিবারে শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করেন এবং পরদিবস দিনামার শাসন কর্ত্তা কর্ণেল বাইএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দিনামার শাসন কর্ত্তা রেভারেণ্ড মিঃ কেরী ও তাঁহার সহযোগীগণের সহিত কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহাদিগকে শ্রীরামপুর নগরীতে ভজনালয় বিদ্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। পূর্ব্বাগত মিশনারিগণ যে ভবনে অবস্থান করিতেন, তথায় তাঁহাদের সকলের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, রেভারেণ্ড মিঃ কেরী একখানি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র বাড়ী (১) ভাড়া করতঃ স্বপরিবারে তথায় অবস্থান করেন।

---

(১) ঐ সময়ে শ্রীরামপুর নগরী একটী বাণিজ্য প্রধান স্থান হওয়ায়, অনেক

রেভারেণ্ড মিঃ কেরী শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করিবার এক সপ্তাহ পরে, তাঁহার অন্যান্য সহযোগীগণ মদনাবতী হইতে শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করেন। রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর সহযোগীগণ শ্রীরামপুরে গমন করিবার কিছুদিন পরে, তাঁহারা দিনামার শাসন কর্ত্তার সহায়তায় ভাগীরথীতীরে একখানি সুবৃহৎ ভবন ছয় সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। সেই নবক্রীত ভবনের একঅংশ রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর বসবাস করিবার জন্য, এক অংশ উপাসনা করিবার জন্য এবং অপর অংশ মুদ্রাযন্ত্র ও কার্য্যালয় করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয়। উক্ত ভবনের সংলগ্ন যে সুবৃহৎ ভূমি খণ্ড ছিল, তাহা উদ্ভিজ্জ্য উদ্যান করিবার জন্য মিঃ কেরীকে প্রদান করা হয়। রেভারেণ্ড মিঃ কেরী সেই সুবৃহৎ ভূমিখণ্ড এরূপে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টন করেন যে, যাহাতে তন্মধ্যে গো-মেষাদি শৃগাল কুকুর কিম্বা অবিমৃষ্যকারী দাম্ভিক বালকগণ প্রবেশ করিতে না পারে। তৎপরে তিনি তথায় এমন সকল বৃক্ষলতাদি রোপণ করেন, যাহা সেই সময়ে নিম্ন বঙ্গের লোক আদৌ জানিত না। তিনি উদ্যান গঠন ও সংরক্ষণের জন্য এ দেশীয় কৃষক (১)

সওদাগর ও বহু সংখ্যক বিদেশীয় ব্যক্তি তথায় বাস করায়, তত্রত্য বাড়ী অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়, সেই কারণ রেভারেণ্ড মিঃ কেরীকে বাধ্য হইয়া কিছুদিন সেই ক্ষুদ্র ভবনে বাস করিতে হয়।

(১) রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর নিয়োজিত কৃষক ও মালীগণ তাঁহার নিকট

ও মালীদিগকে নিযুক্ত করেন এবং তাহাদিগকে স্বয়ং উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় সেই বিস্তৃত ভূমিখণ্ড অল্প দিনসের মধ্যেই একটী সুরম্য (১) উদ্যানে পরিণত হয়। রেভারেণ্ড মিঃ কেরী তাঁহার স্বহস্তে রোপিত প্রত্যেক বৃক্ষ ও লতাকে আপন বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিতেন।

মিশনারিগণের ধর্ম্ম প্রচার।

শ্রীরামপুর নগরীতে মিশন ভবন স্থাপিত করিবার পর, রেভারেণ্ড মিঃ কেরী রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান, রেভারেণ্ড মিঃ ফাউণ্টেন প্রমুখ মিশনারিগণ শ্রীরামপুর নগরী ও তাহার চতুঃস্পার্শ্ব বর্ত্তী গ্রাম সমূহে গমন করতঃ খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। তাহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত দলে দলে লোক গমন করিত এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। মিশনারিগণও ঐ সকল ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তিগণের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করতঃ তাঁহাদের সংশয়

শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহারা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। ইহা ব্যতীত তাহারা বৃক্ষলতাদির ইংরাজী ল্যাটীন ও অন্যান্য ভাষায় প্রচলিত নাম পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তির নাম ছিল হলধর বা হলামালী। হলধর শ্রীরামপুর নগরীর পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী নবগ্রাম বা ন'গাঁয়ে বাস করিত। হলধর ১১০ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করে।

(১) রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীর উদ্যানটীকে সাধারণে "কেরী সাহেবের বাগান" বলিত। অধুনা সেই সুরম্য উদ্যানের কোন চিহ্ন নাই।

অপনোদন করিতেন এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৰ্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

মিশনারিগণের দিনামার সম্রাটকে ধন্যবাদ প্রদান।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রেল তারিখে মিশনারিগণ একটা মহতী সভার অনুষ্ঠান করেন। সেই সভায় তাঁহারা দিনামার সম্রাটকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং যাহাতে তাঁহারা শ্রীরামপুর নগরীতে নির্ব্বিবাদে বসবাস করিতে পারেন, তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দিনামার সম্রাটের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। দিনামার সম্রাট ষষ্ঠ ফ্রেড্রারিক্ মিশনারিদিগের আবেদন পত্রের প্রত্যুত্তরে জানান যে, তাঁহার অধিকারের মধ্যে মিশন স্থাপিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা ও সাহায্য করিতে যত্নবান থাকিবেন।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শ্রীরামপুর নগরী অধিকার

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট শ্রীরামপুর নগরী অধিকার করেন। ঐ সময়ে তাঁহারা অনেক লোককে বন্দী করিয়াছিলেন, কেবল মিশনারি সম্প্রদায় আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান

এবং তাঁহার পত্নী মিসেস্ হান্না মার্শম্যান বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত, দুইজনে দুইটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয় দুইটী উদ্বোধনের দিবসই চল্লিশটী বালক ও আঠারটী বালিকা প্রবিষ্ট হয়। মিষ্টার ও মিসেস্ মার্শম্যান যখন বিদ্যালয় দুইটী স্থাপন করেন, তখন বঙ্গদেশে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত হয় নাই। তখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীগণকে কি ভাবে শিক্ষিত করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন মাত্র। রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান ও তাঁহার পত্নীর ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় বিদ্যালয় দুইটী অত্যল্প কালের মধ্যেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। মিশনারিগণের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া শ্রীরামপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ তাঁহাদিগকে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। দেশবাসীগণ তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করায়, তাঁহারা চাতরা মাহেশ প্রভৃতি গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে থাকেন।

মিশনারিগণের বিদ্যালয় স্থাপন।

চন্দননগর নিবাসী কৃষ্ণপাল নামক জনৈক ব্যক্তি ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। তিনি শ্রীরামপুর নগরীতে সূত্রধরের কার্য্য করিতেন এবং কার্য্যব্যপদেশে মিশনারিদিগের নিকট গমনাগমন করায়, তাঁহার সহিত তাঁহাদের বিশেষ সম্প্রীতি হয়। কৃষ্ণপাল মিশনারি

হিন্দুর খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

৯৭]

দিগের নিকট ত্রাতা যিশুখ্রীষ্টের অলৌকিক কথা শুনিয়া আত্মহারা হন এবং স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে কৃষ্ণপাল মিশনারিদিগের সহিত একত্রে ভোজন করেন এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণকে জ্ঞাপন করেন, "আমি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" কৃষ্ণ পাল খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া মিশনারিদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছে, এই সংবাদ নগরে প্রচারিত হইবার পর, প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি তাঁহার ভবনে গমন করতঃ প্রথমে তাঁহাকে অসাধু ভাষায় গালাগালি প্রদান করে এবং পরে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিযোগ উপস্থাপিত না করায়, ম্যাজিষ্ট্রেট সেই জনসঙ্ঘকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন এবং কৃষ্ণ পালকে তাঁহার বিবেক মত কার্য্য করিতেছেন বলিয়া প্রশংসা করেন; অধিকন্তু দেশবাসীগণ ভবিষ্যতে তাঁহার উপর যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে, তন্নিমিত্ত তাঁহার বাড়ীর দ্বারে পাহারা দিবার জন্য একজন সিপাহী নিযুক্ত করিয়া দেন। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে রেভারেণ্ড মিঃ কেরী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মিঃ ফিলিক্সকেরী ও কৃষ্ণপালকে দীক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত, তাঁহাদের উভয়কে উভয় পার্শ্বে লইয়া, উভয়ের হস্ত ধারণ করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে গঙ্গায় গমন করতঃ উভয়কে স্নান করাইয়া

যখন ভজনালয়ে গমন করিতে ছিলেন,তখন সেই দৃশ্য দর্শন করিবার নিমিত্ত ইংরাজ পর্ত্তুগীজ দিনামার মুসলমান ও হিন্দুগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভজনালয়ের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এই দীক্ষা প্রদান কালে দেশবাসীগণ উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা মিশনারিদিগের মনে উদয় হওয়ায়, তাঁহারা দিনামার শাসন কর্ত্তার নিকট ঐ কথা জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। দিনামার শাসন কর্ত্তা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে স্বয়ং স্বদলে ভজনালয়ে গমন করতঃ সময়োচিত সাহায্য করায়, এই দীক্ষা প্রদান কার্য্য নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হয়।

হিন্দু রমণীর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণপালের প্রতিবেশী গোকুল নামক এক ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মার্চ্চ মাসে কৃষ্ণপালের শ্যালিকা জয়মণিও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই ঘটনার অল্প দিবস পরেই কৃষ্ণপালের পত্নী রাসমণি ও তাঁহার কন্যাগণ (১) এবং গোকুলের পত্নী কমলমণি ও

(১) কৃষ্ণপাল স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা গোলকের হিন্দুমতে বিবাহ দিয়াছিলেন। গোলক তাঁহারই নিকট থাকিতেন। কৃষ্ণপাল খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর,যখন তাঁহার পত্নী স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে মনস্থ করেন,সেই সময়ে গোলকও পৌত্তলিক স্বামীর ধর্ম্ম পরিত্যাগ

অন্ন নাম্নী তাঁহার একজন বিধবা আত্মীয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে (১) দীক্ষিতা হন। ইহাঁরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর, রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান বলিয়াছিলেন,—"এতদিনে আমরা ছয়জন হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হইলাম। এই ছয়জন খ্রীষ্টানকে আমরা ছয়টী রত্ন অপেক্ষাও মূল্যবান জ্ঞান করি, এক্ষণে এই ছয়জন খ্রীষ্টানকে সদুপদেশ ও সৎশিক্ষা প্রদান করা এবং যাহাতে তাঁহারা ত্রাতা যীশুখ্রীষ্টের প্রতি অনুরক্ত হয় তাহা করিতে আমরা বাধ্য।"

মুসলমানের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের শেষ ভাগে পিরু নামক একজন মুসলমান স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পিরু দীক্ষা গ্রহণ করিবার কয়েক দিবস পরে, আর দশজন মুসলমান খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর, প্রচারকের করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সংকল্প করেন। গোলকের স্বামী ঐ সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আপনার ভবনে লইয়া যান। গোলক তথায় প্রথমে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্য ভাবে ত্রাতা যিশুখ্রীষ্টের ভজনা করিতে থাকেন, তাঁহার ·স্বামী পত্নীর খ্রীষ্ট ভজনার কথা জানিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে নিদারুণ প্রহার করেন। গোলক স্বামীর নিকট প্রহৃত হইয়া গোপনে পিত্রালয়ে পলাইয়া যান এবং তথায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিছু দিনপরে গোলকের অনুতপ্ত স্বামী পত্নীর উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরে গমন করেন এবং পত্নীর সহিত একমত হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

(১) জয়মণি রাসমণি কমলণি ও অন্ন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর স্ত্রী প্রচারকের কার্য্যে ব্রতী হন।

কার্য্যে ব্রতী হন। যখন তাঁহারা গ্রামে থাকিয়া প্রচার করিতেন, তখন তাঁহারা মাসিক ছয় টাকা এবং যখন মফঃস্বলে গিয়া প্রচার করিতেন তখন বার টাকা বেতন পাইতেন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মিশনারিগণ "শ্রীরামপুর মিশন প্রেস" নাম দিয়া একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ডের উপর মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনের ভার অর্পিত হয়। রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ড স্বহস্তে অক্ষর সুসজ্জিত করিয়া ১৮ই মার্চ্চ তারিখে নূতন সুসমাচার (New Testament) মুদ্রিত করিয়া রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর হস্তে উপহার প্রদান করেন এবং পরে বাইবেলের দুইখণ্ড ব্যতীত সমস্ত খণ্ডের বঙ্গানুবাদ ক্রমে ক্রমে মুদ্রিত করেন।

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন।

মিশনারিদিগের মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষার অক্ষর ব্যতীত অন্য কোন ভাষার অক্ষর না থাকায়, রেভারেণ্ড মিঃ কেরী বৃক্ষের ত্বক্ হইতে অক্ষর প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাহা কার্য্যের উপযুক্ত না হওয়ায়, তিনি কাষ্ঠের অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ সময়ে বৈদ্যবাটী নিবাসী পঞ্চানন (১) কর্ম্মকার নামক একজন শিল্পী কার্য্যব্যপদেশে শ্রীরামপুর নগরীর

অক্ষর নির্ম্মাণ।

(১) ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী হইতে হল্‌হেড্ নামক একজন সিভিলিয়ান সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ ভাষায় একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন, কিন্তু ছাপিবার অক্ষর

তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দে'র ভবনে আগমন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র গুরুদাস মিশনারিদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন, পঞ্চানন অক্ষর প্রস্তুত করিতে পারদর্শী শুনিয়া তিনি পঞ্চাননকে মিশনারিদিগের নিকটে লইয়া যান। মিশনারিগণ তাঁহার শিল্প নিপুণতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার দ্বারা সীসকের দেবনাগরী ও অন্যান্য ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করান।

রামরাম বসুর শ্রীরামপুর নগরীতে গমন।

মিশনারিগণ শ্রীরামপুর নগরীতে মিশন ভবন, বিদ্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া, কলিকাতা হইতে রামরাম বসু নামক একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করেন। রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর সহিত রামরাম বসুর পরিচয় হইবার পর, তিনি তাঁহাকে আপনার মুন্সীর পদ প্রদান করেন, তদবধি তিনি শ্রীরামপুর নগরীতে স্থায়ী ভাবে বাস করেন।

না থাকায় তিনি তাহা মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। পরে কাপ্তেন উইলকিন্স্ স্বহস্তে অক্ষর প্রস্তুত করিয়া উক্ত ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। কাপ্তেন উইলকিন্স্ উক্ত পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক শিল্পীকে অক্ষর প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা দেন। পঞ্চানন কর্ম্মকারই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম অক্ষর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (First fount of Bengali Types.) Carey's life.

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মহিশূর যুদ্ধের অবসানে লর্ড ওয়েলেস্‌লি বাহাদুর নবাগত সিভিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ" নামক একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি রেভারেণ্ড মিঃ কেরীকে মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনে উক্ত কলেজে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা।

যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়, তখন বঙ্গভাষায় গদ্য পুস্তক ছিল না, কেবল মাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পদ্যে লিখিত হইত। রেভারেণ্ড মিঃ কেরী বঙ্গভাষা শিক্ষার্থীদিগের সেই অভাব মোচনার্থে, "কেরীর কথোপকথন" ও "হিতোপদেশ" নামক দুই খানি গদ্য (১) পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহার পর, রামরাম বসু (২) "প্রতাপাদিত্য চরিত" এবং রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়

রেভারেণ্ড মিঃ কেরী রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের পুস্তক প্রণয়ন।

(১) রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর অনুবাদিত "বাইবেলের নূতন সন্দর্ভ," "কেরীর কথোপকথন" ও "হিতোপদেশ" বঙ্গভাষায় প্রথম গদ্য পুস্তক।

(২) রামরাম বসুর প্রণীত "প্রতাপাদিত্য চরিত" ও "স্বর্গদূতের সুসমাচার" নামক পুস্তক বঙ্গভাষায় দ্বিতীয় গদ্য পুস্তক।

তর্কালঙ্কার (১) "রাজাবলী" ও "প্রবোধ চন্দ্রিকা" নামক দুই খানি গদ্য পুস্তক রচনা করেন। ঐ সকল পুস্তক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক হয়।

গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথা রহিত

পূর্ব্বে হিন্দুরমণীগণ অধিক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান না হইলে তাঁহারা গঙ্গার নিকট সন্তান কামনা করতঃ মানৎ করিতেন,—"প্রথমে যে সন্তান হইবে তাহাকেই তোমার সন্তোষার্থে উৎসর্গ করিব।" তদনুসারে রমণীগণ প্রথমজাত সন্তানকে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে নিক্ষেপ করিতেন। রেভারেণ্ড মিঃ কেরী ঐ প্রথা রহিত করিবার জন্য সুপ্রীম কাউন্সিলে আবেদন করেন, তাঁহার আবেদনের বিরুদ্ধে অনেক লোক প্রতিবাদ করেন, কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লি বাহাদুর তাঁহাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া ঐ প্রথা রহিত করিয়া দেন। রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর চেষ্টায় যে, ঐ প্রথা রহিত হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

কায়স্থের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর নিবাসী পিতাম্বর সিংহ নামক একজন ৬০ বৎসর বয়স্ক কায়স্থ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পিতাম্বর সিংহের হিন্দুধর্ম্মের উপর তাদৃশ আস্থা ছিল না, তিনি

(১) মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রণীত "রাজাবলী" ও "প্রবোধ চন্দ্রিকা" বঙ্গ ভাষায় তৃতীয় গদ্য পুস্তক।

হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, ইহা যখন চিন্তা করিতে ছিলেন, সেই সময়ে তিনি মিশনারিদিগের বিরচিত একখানি ধর্ম্মপুস্তক প্রাপ্ত হন। সেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং মিশনারিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় মনোভিলাষ ব্যক্ত করায়, মিশনারিগণ সাদরে তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করেন। পিতাম্বর সিংহ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার দুইমাস পরে শ্যামদাস ও পিতাম্বর মিত্র নামক আর দুইজন কায়স্থ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পিতাম্বর মিত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরে, তাঁহার যুবতী পত্নী দ্রৌপদীও পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

মুসলমানের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

উক্ত ঘটনার কিছুদিবস পরে মুরাদ নামক একজন মুসলমান খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ যশোহর গ্রামে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে গমন করেন।

রেঃ মিঃ মার্শম্যানের কর্ম্মচারী নিয়োগ।

ঐ সময়ে রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যানের একজন কর্ম্মচারী আবশ্যক হওয়ায়, তিনি শ্রীরামপুর নিবাসী গুরুদাস দে'কে (১) আপন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন।

---

(১) উক্ত গুরুদাস "কেরাণী" নামে অভিহিত হন। সাধারণে তাঁহাকে গুরুদাস কেরাণী বলিয়া সম্বোধন করিত।

ব্রাহ্মণের খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণপ্রসাদ (১) নামক একজন উনবিংশ বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ যুবক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কৃষ্ণপ্রসাদ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে স্বহস্তে স্বীয় যজ্ঞসূত্র গলদেশ হইতে উন্মোচন করতঃ রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ডের হস্তে প্রদান করেন। রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ড কৃষ্ণপ্রসাদের উপবীত গ্রহণ করিয়া সহযোগীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলেন,— "এই উপবীত রোম রাজ্যেরও কোন ভজনালয়ে নাই।" এই বলিয়া তিনি সেই উপবীত সযত্নে ভজনালয়ে রাখিয়া দেন।

খ্রীষ্টিয়ান পল্লী প্রতিষ্ঠা।

সনাতন ধর্ম্মত্যক্ত দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকায়, মিশনারিগণ মাহেশ গ্রামের অন্তর্গত জান্নগর (২) নামক গণ্ডগ্রামটী

(১) কৃষ্ণপ্রসাদ সুন্দরবনের অন্তর্গত একটী গ্রামে বাস করিতেন। রেভারেণ্ড মিঃ কেরী যখন নীলকুঠির কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন,তখন তাঁহার সহিত কৃষ্ণপ্রসাদের পরিচয় হয়। মিশনারিগণ শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করিবার পর, কৃষ্ণপ্রসাদ শ্রীরামপুরে গমন করতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রচারকের কার্য্যে ব্রতী হন। He gave up his friend and his caste with much fortitude and is the first Brahmin who has been baptised. (Carey's life.)

(২) বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলপথ এবং Carey's life by G. Smith.

সেওড়াফুলির রাজা মহাশয়দিগের নিকট মোকররি গ্রহণ করতঃ তথায় তাঁহাদিগের জন্য একটী ভজনালয় ও একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ স্থানের নিকটে জনৈক ব্রাহ্মণেরও একখণ্ড ভূমি ছিল, তিনি উহা বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, কাপ্তেন উইক্স উহা ৬০৲ টাকা (৬ পাউণ্ড) মূল্যে ক্রয় করতঃ ঐ সকল দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের বসবাসের নিমিত্ত গৃহাদি নির্ম্মিণ করাইয়া দেন। গৃহাদি নির্ম্মিত হইবার পর কৃষ্ণপাল গোকুল কৃষ্ণপ্রসাদ প্রভৃতি খ্রীষ্টানগণ তথায় গিয়া বাস করেন।

বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের পরিণয়।

যে সকল হিন্দু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান বা আহার ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করায়, মিশনারিগণ ঐ সকল বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদিগকে এক সমাজ ভুক্ত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করেন। মিশনারিগণের চেষ্টার ফলে কৃষ্ণপ্রসাদ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার প্রায় চারমাস পরে, কৃষ্ণপালের দ্বিতীয়া কন্যা আনন্দময়ীর পাণিগ্রহণ (৩) করেন। কৃষ্ণ পালের ভবনেই বিবাহের আয়োজন হয়, রেভারেণ্ড মিঃ কেরী ঐ বিবাহের পৌরহিত্য করেন, প্রথা অনুযায়ী বিবাহের সময় নব দম্পতীকে একখানি চুক্তিপত্র পাঠ করিয়া শ্রবণ করান হয়; নব

(৩) বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের এই প্রথম পরিণয় হয়।

দম্পতী চুক্তিপত্রের স্বর্ত্ত প্রতিপালন করিতে সম্মত হন এবং তাহাতে উভয়ে স্বাক্ষর করেন। তাঁহারা স্বাক্ষর করিবার পর, রেভারেণ্ড মিঃ কেরী, রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান, রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ড, রেভারেণ্ড মিঃ চেম্বারলেন এবং রামরতন প্রভৃতি অনেক মাননীয় ভদ্রলোক সেই চুক্তিপত্রে সাক্ষিরূপে স্বাক্ষর করেন। বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের বিবাহ দেখিবার জন্য গ্রামবাসীগণও দলে দলে তথায় গমন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারে এই বিবাহ হইলেও হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতির অনেক ভাব তাহাতে ছিল। বিবাহের পর তথায় একটী ভোজ হয়, সেই ভোজে মিশনারিগণ ও বাঙ্গালী খ্রীষ্টানগণ নবদম্পতীর সহিত একত্রে (৪) ভোজন করেন। এই বিবাহে বাঙ্গালী খ্রীষ্টানগণের মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহার ও আদান প্রদানের যে বাধা বিঘ্ন ছিল, তাহার মূলচ্ছেদ হইয়া একটী সমাজ গঠিত হয়।

বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদিগের সভা।

কৃষ্ণপালের কন্যার বিবাহ হইবার ক'য়েক দিবস পর, দেশীয় খ্রীষ্টানগণ কর্ত্তৃক জান্নগরস্থ ভজনালয়ে একটী সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় তিনজন পুরুষ পাঁচজন এবং স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। তথায় তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং স্বস্ব অবস্থার কথা এইরূপ আলোচনা করেন,—

(৪) ইংরাজের সহিত বাঙ্গালীর এই প্রথম ভোজন হয়।

গোকুল—ইতিপূর্ব্বে আমি একজন মহাপাপী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বদাই যিশুখ্রীষ্টের মৃত্যু ঘটনা চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয়। এখন লোকে আর যে, মঙ্গল সমাচার অবজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে ফিরিঙ্গি বলিয়া উপহাস করিতে পারে না, ইহাতে আমি বড় আনন্দ উপভোগ করি।

কৃষ্ণপ্রসাদ—বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে আমি ক্রমাগত ঈশ্বরের সর্ব্ব-শক্তিমত্তার বিষয় চিন্তা করিতেছি এবং তাঁহার আদেশ পালন যে আবশ্যক তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমি আমার মাতার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছি, তিনি এখন বৃদ্ধা হইয়াছেন, আমি আমার পরিবারবর্গকে অবজ্ঞা করিয়া উৎসন্ন গিয়াছি, এই বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই ক্রন্দন করিয়া থাকেন। আমার ইচ্ছা হয় একবার গিয়া তাঁহাকে ও আমার ভ্রাতাভগ্নীদিগকে এই সুসংবাদ দিয়া আসি ও যাহাতে তাঁহারা মুক্তিপথে গমন করেন তন্নিমিত্ত চেষ্টা করি।

রামরতন—আমার মনে হইতেছে যে, দেবতা মিথ্যা, একমাত্র যিশুখ্রীষ্টই ত্রাণকর্ত্তা। যদি আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করি ও তাঁহার আদেশ মানিয়া চলি তবেই আমার মঙ্গল।

রাসমণি—আমি মহাপাপিনী, তথাপি সর্ব্বদাই যিশুখ্রীষ্টের মৃত্যু ঘটনা চিন্তা করিতে আমার ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণপ্রসাদের সহিত আনন্দের বিবাহ হওয়ায় আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।

আমার প্রতিবাসীগণ এ সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়াছে এবং বোধ হয় তাহারাও বুঝিয়াছে যে, পিতামাতার মতে বিবাহ করা অপেক্ষা পুরুষের মনোমত পত্নী গ্রহণ করা প্রথা মন্দ নয়।

কমলমণি—আমি মহাপাপিনী, কিন্তু এক্ষণে গোকুলের মা সুসমাচার শুনিতে আসায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। গোকুল পীড়িত হইলে আমি বড় ভাবিত হইয়াছিলাম। একবার ভাবিয়া ছিলাম যে, হয়ত সে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছেন, পৃথিবীতে অনেক প্রকার দুঃখ আছে কিন্তু সে সকল ক্ষণস্থায়ী।

দ্রোপদী—এ সপ্তাহে পিতাম্বর সম্বন্ধে আমি বড় দুঃখ ভোগ করিয়াছি, তাহার মনটা বড খারাপ, সে ঘরে বসে থাকে, কাজ কর্ম্ম করতে চায় না, তার যে কি হবে, আমিতো কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। খ্রীষ্টের মৃত্যু সত্য কথা।

গোলক—আমাদের সংসারে ঈশ্বরের দয়া আছে ইহা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমার ভগ্নী আনন্দ ও কিশোরী খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হইতে ইচ্ছা করিয়াছে ও তাহারা গির্জ্জায় আসিতে চায়। খ্রীষ্টের মৃত্যু আমি বিশ্বাস করি, আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তাঁহার আদেশ পালন করিব, তাহা হইলেই মুক্তি পাইব।

জয়মণি—এ দেশে অনেক রকম মত আছে, দেবতার মত

জগন্নাথের মত (তাহাতে সকলে একত্রে আহার করে) ঘোষ পাড়ার মত ইত্যাদি। কিন্তু এই সব মত মিথ্যা, যিশুখ্রীষ্টের মৃত্যু ও যিশুখ্রীষ্টের আদেশ—জীবনে এই মতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। খ্রীষ্টের রাজ্য বর্দ্ধিত হয় ইহা আমার বড় ইচ্ছা। সম্প্রতি গোকুলের মা যিশুখ্রীষ্টের মত সম্বন্ধে বিচার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, সে কারণ তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া আমি বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি, সে যখন আমাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা কহিবার জন্য ডাকিয়াছিল তখন আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল যে,আমি কেমন করিয়া তাহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম বুঝাইব। আমি স্ত্রীলোক, তাহাতে বেশী কিছু জানি না। আমার মনে হইল প্রভু যিশুখ্রীষ্টই দুর্ব্বলের বল। পাড়ার অনেক বাড়ীর অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে আসিয়া আমার কাছে খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা শুনিয়া থাকে। গোকুলের মা'র খ্রীষ্টে মতি হউক ইহাই আমি প্রার্থনা করি।"

সমাধি ক্ষেত্র।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে মিশনারিগণ সমাধিক্ষেত্র (১) করিবার নিমিত্ত রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যানের প্রধান কর্ম্মচারী গুরুদাস কেরাণীর দ্বারা তাঁহার ভবনের দক্ষিণ দিকস্থ সুবৃহৎ ভূমি খণ্ড ক্রয় করতঃ তাহার চতুর্দ্দিক প্রাচীর দিয়া পরিবেষ্টন করেন।

(১) উক্ত সমাধিক্ষেত্রটী শ্রীরামপুর নগরীর পুরাতন রেলওয়ে ষ্টেশানের সন্নিকটে ব্রজনাথ দত্তের লেন নামে আখ্যাত যে রাস্তাটী গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড হইতে দক্ষিণ দিকাভিমুখে গিয়াছে, সেই রাস্তার ভিতর উক্ত গুরুদাস কেরানীর

বাঙ্গালী খৃষ্টানের মৃত্যু ও সমাধি।

সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুত হইবার তিন দিবস পরে গোকুলের মৃত্যু হয় এবং তাহাকেই সেই নব নির্ম্মিত সমাধি ক্ষেত্রে প্রথম সমাহিত করা হয়। গোকুলের যখন মৃত্যু হয় তখন রেভারেণ্ড মিঃ কেরী কলিকাতায় এবং রেভারেণ্ড মিঃ ওয়াড´ দিনাজপুরে ছিলেন, কেবল রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান শ্রীরামপুরে ছিলেন। তৎকালে শ্রীরাম-পুরের নিম্ন শ্রেণীর পর্ত্তুগীজগণ শববাহকের কার্য্য করিত, রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান ঐ পর্ত্তুগীজগণকে অর্থ প্রদান করায়, তাহারা শবাধার বহন করিয়া লইয়া যায়। রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান, মিঃ ফিলিক্সকেরী, ভৈরব, কৃষ্ণপ্রসাদ এবং পিরু শবা-ধারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। পর্ত্তুগীজগণ "Salvation through the death of Christ" এই ধর্ম্ম সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শবাধার লইয়া যায় এবং খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারে গোকুলের শব দেহ সেই নবনির্ম্মিত সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রেঃ মিঃ কেরীর বক্তৃতা।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি বাহাদুর ও

(অধুনা ৺ব্রজনাথ দত্তর) ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এইরূপ প্রবাদ যে, উক্ত ভূমিখণ্ড গুরুদাস কেরাণীর ছিল তিনি উহা বিক্রয় করেন।

গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ এবং রাজা মহারাজা ও প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর আসন পরিগ্রহ করিলে পর, রেভারেণ্ড মিঃ কেরী সংস্কৃত ভাষায় একটী অভিনন্দন পাঠ করিয়া বলেন,—"আমি একজন পলিত কেশ বৃদ্ধ এবং বহু বৎসর যাবৎ আমি হিন্দুদিগের সহিত মেলামেশা করিয়া আসিয়াছি, অনেক সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিয়াছি, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের সহিত বহুবার বহুবিষয়ে তর্ক ও বিতর্ক করিয়াছি, হিন্দু যুবকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করিয়াছি এবং আমার মাতৃভাষার ন্যায়, আমি এ দেশের প্রচলিত ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছি। এই সুদীর্ঘ কাল এ দেশবাসীর সহিত হৃদ্যতা স্থাপনে, ইহাঁদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে আমার যেরূপ সুবিধা ঘটিয়াছে সেরূপ সুবিধা অনেকের ভাগ্যে ঘটে নাই, ইত্যাদি বক্তৃতা প্রদান করিবার পর, রেভারেণ্ড ডাঃ ব্রাউন ও মিঃ বুকানন্ সেই বক্তৃতার অনুলিপি গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হস্তে প্রদান করেন। গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর সেই অনুলিপি পাঠ করিয়া প্রত্যুত্তরে বলেন,—"আমি রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর নীতিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি, এই মহাত্মাকে রাজসভা বা মন্ত্রীসভা যেরূপ সম্মানে সম্মানিত করেন, আমিও তদপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহি।"

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড মিঃ কেরী সতীদাহের সংখ্যা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত শ্রীরামপুর নগরীর দশজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাদিগকে কলিকাতা ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ৩০ মাইল পর্য্যন্ত গমন করিয়া সতীদাহের সন্ধান আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নানাস্থান পরিভ্রমণ করতঃ অবগত হন যে, বিগত ছয়মাসের মধ্যে তিন শতের অধিক সতীদাহ হইয়াছে। রেভারেণ্ড মিঃ কেরী উক্ত দশজন ব্যক্তির নিকট হইতে সতীদাহের বিবরণ অবগত হইবার পর, তিনি তাঁহার পণ্ডিত মণ্ডলীকে সতীদাহ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার (১) অন্যান্য পণ্ডিতগণের সহিত একমত হইয়া বলেন যে, "এই কার্য্যটী হিন্দুধর্ম্ম সম্মত, কিন্তু কর্ত্তব্য সম্মত নহে।" রেভারেণ্ড মিঃ কেরী পণ্ডিত মণ্ডলীর মতামত সহ সতীদাহের বিরুদ্ধে একখানি আবেদন

রেঃ মিঃ কেরীর সতীদাহের বিরুদ্ধে আবেদন।

(১) Mritunjoy Tarkalanker the head Pundit of the Supreme Court, has given it as his openion, that Brahmacharja or a life of mortification is the law for a widow, and that burning with the husband is merely and alternative. Hence be argues that the alternative can never have the force of law. (The friend of India Page 310.)

পত্র সুপ্রীম কাউন্সিলে প্রেরণ করেন। সুপ্রীম কাউন্সিলের তদানীন্তন সভ্য মান্যবর মিঃ উদ্নীও সেই আবেদন পত্রের সহিত আপন গবেষণাপূর্ণ তীব্র প্রতিবাদ লিখিয়া গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে সতীদাহ প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন।

উক্ত খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে পিতাম্বর সিংহের পরিচিত দুইজন ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐ দুইজন ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর অর্থাৎ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫২ জন ব্যক্তি মিশনারিদিগের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐ সকল ব্যক্তি গণের মধ্যে ৪০ জন হিন্দু পুরুষ ও রমণী এবং ১২জন মুসলমান।

মিশনারিগণ কর্ত্তৃক দীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর নগরীর শাসন কর্ত্তা, মিশনারিদিগের আশ্রয়দাতা কর্ণেল বাইএর মৃত্যু হয়। পরদিবস অপরাহ্নে মিশনারিগণ একটী সভা আহ্বান করতঃ সেই সভায় কর্ণেল বাইএর গুণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—"এই মহাত্মার কৃপায় আমরা শ্রীরামপুর নগরীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হই এবং সমুদায় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানে মিশন সমিতি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছি।" এই সভায় রেভারেণ্ড মিঃ কেরী, রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান, রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ড প্রভৃতি মিশনারিগণ সকলেই মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

শাসন কর্ত্তার মৃত্যুপলক্ষে শোকসভা।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে এল্‌ডিন্‌ নিবাসী প্রধান ধর্ম্মযাজক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডাক্তার ডেভিড ব্রাউন তাঁহার বাস ভবনের সন্নিকটস্থ ৺রাধা-বল্লভজীউর পরিত্যক্ত প্রাচীন (১) মন্দিরটী অধিকার করতঃ তথায় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের বক্তৃতা প্রদান করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন।

রেঃ ডাক্তার ডেভিড ব্রাউন কর্ত্তৃক ৺রাধা বল্লভ জীউর মন্দির অধিকার।

প্রধান ধর্ম্মযাজকের অনুজ্ঞামত প্রচারকগণ তথায় খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে থাকেন। কালক্রমে উক্ত দেবমন্দিরটী "মার্টিন প্যাগোডা" (২) নামে অভিহিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনভবন হইতে এল্‌ডিন্‌ ভবন দক্ষিণদিকে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। প্রায় শত

(১) Carey's life by G. Suith.

(২) হেন্‌রী মার্টিন করণওয়াল প্রদেশস্থ একটী খনির জনৈক শ্রমজীবির পুত্র। ইনি বাল্যকালে ট্রুরো নগরের ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ষোড়শ বৎসর বয়ক্রমে সেণ্টজন কলেজে প্রবিষ্ট হন, পরে কেমব্রিজ হইতে বিংশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই সিনিয়ার র‍্যাঙ্গ্‌লার (wrangler) উপাধি লাভ করিয়া আইন পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হন। সেই সময়ে ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয় পিতার মৃত্যুর পর, ইনি মিশনারি দল ভুক্ত হন এবং তথায় চার্লস্‌ সাইমনের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ট্রিনিটী গির্জ্জায় যোগদান করেন। ইনি যখন ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে পাঠ করেন সেই সময়ে কেরীর সহিত ইহাঁর পরিচয় হয় এবং কেরীর সহিত সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রেভারেণ্ড

বৎসর পূর্ব্বেও উক্ত ভবনদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটী সুরম্য উদ্যান ছিল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি বাহাদুর বারাকপুরে যে গ্রাম্যবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেই উদ্যান ঠিক্ তাহার পরপারে ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত ক্রমনিম্নভাবে প্রসারিত ছিল। এই ভবনের ঠিক পার্শ্বেই বল্লভপুরের সীমান্তে ৺রাধাবল্লভ জীউর পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দির ও ঘাট অবস্থিত। রেভারেণ্ড ডাক্তার ডেভিড ব্রাউন উক্ত মন্দিরটী অধিকার করিবার পর হইতে, তাঁহার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত স্বীয় অধীনে রাখিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড মিঃ কেরী, রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান, রেভারেণ্ড মিঃ বুকানন্ বিশপকরি প্রমুখ মিশনারিগণও তথায় গমন করতঃ বক্তৃতা করিতেন। উক্ত দেব মন্দিরটী মিশনারিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পরও, উক্ত দেব মন্দিরের সন্নিহিত বিস্তৃত বটবৃক্ষ মূলে বসিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে দিবারাত্র মহাভারত ও রামায়ণের শ্লোকাবলী আবৃত্তি করিতেন এবং শত শত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে সংস্কৃত মারাঠা

ডাক্তার ডেভিড ব্রাউনের এল্‌ডিন্ ভবন দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করেন এবং ৺রাধাবল্লভজীউর পরিত্যক্ত পুরাতন মন্দিরটী আপন বাসস্থান মনোনীত করেন। তদবধি উক্ত মন্দিরটী "মার্টিন প্যাগোডা" নামে অভিহিত হয়।

নূতন সুসমাচার মুদ্রিত।

উড়িষ্যা, পারশ্য ও হিন্দি ভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচার মুদ্রিত হয়। উক্ত সুসমাচার গ্রন্থ সমূহ মুদ্রিত হইবার পর, রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়, উক্ত পুস্তক খানি তিনি গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি বাহাদুরের নামে উৎসর্গ করেন। উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর অমরকোষ নামক সংস্কৃত অভিধান সম্পূর্ণ হওয়ায়, তিনি ইংরাজী ভাষায় (১) বেদ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান চীনভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিবার অভিপ্রায়ে একজন চীন পণ্ডিতের নিকট চীনভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ প্রথম খণ্ড সমুদায় বিক্রয় হইয়া যাওয়ায়, রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান ও রেভারেণ্ড মিঃ কেরী সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত ও রামায়ণের সটীক গদ্য অনুবাদ করেন।

৺রাধাবল্লভজীউর মন্দির সম্বন্ধে রেঃ মিঃ কেরীর বক্তৃতা।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখে বল্লভপুরস্থ ৺রাধা-বল্লভ জীউর পরিত্যক্ত পুরাতন মন্দিরের প্রাঙ্গণে মিশনারিদিগের একটী সভার অধি-বেশন হয়। সেই সভায় রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে বলিয়া-

(১) রেভারেণ্ড মিঃ কেরী ইংরাজী ভাষায় বেদ অনুবাদ করেন, কিন্তু বাইবেলের সহিত তাহার সামঞ্জস্য না হওয়ায়, তিনি তাহা স্থগিত রাখেন।

ছিলেন,—"আজ আমরা এই মন্দিরে সম্মিলিত হওয়ায় পরম প্রীতিলাভ করিলাম। এই পুরাতন মন্দিরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য সম্পন্ন মনমুগ্ধকর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ঐ অশ্বত্থবৃক্ষ যেরূপ সতেজে মূল বৃদ্ধি করিয়াছে এবং ইহার তলদেশ ভাগীরথীর জলস্রোত যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, শীঘ্রই ইহার অস্তিত্ব কালের করাল কবলে কবলিত হইবে। ভাগীরথীর পুরোভাগে স্থিত মন্দিরের অংশটী পড়িয়া গিয়াছে। এবং সেই সঙ্গে সম্মুখস্থ বেদীকটীও ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই মনোরম মন্দিরের যেখানে দুইটী সম্পূর্ণ খিলান এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানেই প্রসিদ্ধ হিন্দু বিগ্রহ রাধাবল্লভ ছিল। ভাগীরথীর প্রসারণ হেতু এই মন্দির বহুপূর্ব্ব হইতে বিখ্যাত রাধাবল্লভের উপাসক ও পুজারিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, তিনশত ফিটের মধ্যে নদীর অবস্থান ঘটিলে, সেই স্থানে বসিয়া আহারাদি অথবা দান গ্রহণ করিলে গৃহীতাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট বা পতিত হইতে হয়। এই কারণেই রাধাবল্লভ দেবকে এই প্রাচীন মন্দির হইতে মহা সমারোহের সহিত লর্ড ক্লাইভের মুন্সি মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের প্রতিষ্ঠিত নূতন মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়। রেভারেণ্ড ডাক্তার ডেভিড ব্রাউন এল্‌ডিন্ ভবনে আসিয়া বাস করিবার অব্যবহিত কাল পরেই উক্ত মন্দিরটী অধিকার করতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের

বক্তৃতা প্রদান করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে রেঃ মিঃ হেন্‌রি মার্টিন এল্‌ডিন্‌ ভবন দর্শন করিতে আসিয়া এই মনোরম প্রাচীন মন্দিরে আপনার বাসস্থান এবং মিলনময় ছাদের নিম্নে ভজনা করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। এই স্থানেই অর্গান যন্ত্র প্রথম বাদ্য হয় এবং সেই সময়েই তিনি লেখেন যে, "যে স্থানে এক সময়ে শয়তানের পূজা হইত আজ সেই স্থানে খ্রীষ্টানদিগের ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। যখন আমি এই স্থানে বসিয়া প্রার্থনা করি তখন মনে হয় যে, আমি যেন অনন্ত কালের সীমান্তে বসিয়া আছি এবং ভগবান প্রসন্ন হইয়া আমার কঠিন অন্তঃকরণকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এই দেশীয় অভাগাদের দুঃখ দেখিয়া অশ্রুধারে আমার বক্ষস্থল প্লাবিত হইতেছে, আমার মনে হয় যে, ভারতের অতি হেয় শূদ্র এবং গ্রেটবৃটনের রাজা ভগবানের চক্ষে উভয়েই তুল্য।" এই সময়ে একদিন তিনি এইস্থানে একটী প্রজ্জ্বলিত চিতার অনল দেখিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হন। একটী বিধবা রমণীকে জীবিতাবস্থায় তাঁহার স্বামীর শবদেহের সহিত ভস্মীভূত করা হয়। ইহা তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই। রাধাবল্লভের নূতন মন্দির হইতে উত্থিত শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি ও লোকজনের কোলাহল তিনি সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতেন। যাহাতে লোক সকলে একটী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণকায় পুত্তলিকার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত না করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা

করে, তন্নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেন। তিনি বলিতেন, এইরূপ মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইলে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে থাকে এবং মনে হয় যে, আমি যেন প্রত্যক্ষ নরকের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।"

রাধাবল্লভ জীউর মন্দিরে ডি গ্রাঞ্জিসের পরিণয়।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে ৺রাধাবল্লভ জীউর পরিত্যক্ত পুরাতন মন্দিরে মিঃ ডি গ্রাঞ্জিসের পরিণয় হয়। রেভারেণ্ড মিঃ করি, (১) ডি গ্রাঞ্জিসের পরিণয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"গত কল্য আমরা কলিকাতা হইতে শ্রীরামপুরে গমন করি, এই বিবাহ উপলক্ষে মন্দিরটী সুসজ্জিত ও আলোক মালায় বিভূষিত করা হইয়াছিল। রাত্রি আট ঘটিকার সময় বিবাহ যাত্রীদল মিশন ভবন হইতে অনেক গণ্যমান্য মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ সহ মন্দিরে আগমন করেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার ব্রাউন ও মার্টিন

(১) রেভারেণ্ড মিঃ করী মান্দ্রাজের বিশপ ছিলেন। ইনি মিঃ এল্লারটনের কন্যাকে বিবাহ করেন। মিঃ এল্লারটন যখন মালদহে নীলকরের কার্য্য করিতেন সেই সময়ে তাঁহার সহিত রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর সহিত পরিচয় হয়। রেভারেণ্ড ডাক্তার ডেভিড ব্রাউন কর্ত্তৃক ৺রাধাবল্লভ জীউর মন্দির অধিকৃত হইবার পর, মিসেস এল্‌লারটন মধ্যে মধ্যে এল্‌ডিন্ ভবনে গমন করিতেন এবং উক্ত মন্দিরেই উপাসনা করিতেন। মিসেস্ এল্‌লারটন যখন তাঁহার প্রথম স্বামীর সমভিব্যাহারে চুঁচুড়ার গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন তিনি পূর্ণ ষোড়শী।

সন্ধ্যাকালেই এই মন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও উৎসাহের সহিত এই বিবাহের আয়োজন করিতেছিলেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার ডেভিড ব্রাউন এই বিবাহের পৌরোহিত্য করেন। বিবাহ কার্য্য সমাধা হইলে পর, যাত্রীদল তথা হইতে পুনরায় মিশন ভবনে গমন করতঃ সান্ধ্য ভোজন করেন। সান্ধ্য ভোজন সমাপ্ত হইলে পর, রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্শম্যান একটী স্তোত্র পাঠ করেন, তৎপরে দেশীয় খ্রীষ্টানগণ বাঙ্গলা ভাষায় একটী ধর্ম্ম সঙ্গীত করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়। পরদিবস ঐ মন্দিরে একটী সভার অধিবেশন হয়, রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্টিনের উপর তদীয় কার্য্যের জন্য ঈশ্বরের সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রার্থনাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সেই সভায় মিশনারিগণ ও তাঁহাদের পত্নীগণ এবং কাপ্তেন উইক্স প্রভৃতি অনেক ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ডাক্তার ডেভিড ব্রাউন পরে মিঃ ডি গ্রাণ্ডিস ও তৎপরে রেভারেণ্ড মিঃ মার্শম্যান প্রার্থনা করেন। সর্ব্বশেষে রেভারেণ্ড ডাক্তার বুকানন্ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, "এই হিন্দু মন্দিরটী ও তৎপার্শ্ব-বর্ত্তী স্থান সমূহ পরিণামে আমাদিগেরই ধর্ম্মমন্দিরে পরিণত হইবে।"

তাহাকে দর্শন করিয়া চুঁচুড়ার গভর্ণর চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদি কেহ আমাকে এইরূপ ষোড়শীর স্বামী করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করি।"

"তদুত্তরে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী বলিয়াছিলেন, "না তাহা পাইবে না, যতদিন না দেশ বাসীগণ শিক্ষা প্রভাবে ধর্ম্ম ও পরমার্থ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মমন্দিরগুলি আপনা হইতে খ্রীষ্টের ধর্ম্মমন্দিরের জন্য সমর্পণ করিবে, ততদিন আমাদের সে আশা বৃথা।"

হেলিবারি কলেজ।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটী পুনঃগঠিত হয়। কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারগণ "হেলিবারি কলেজ" (Haileybury) নাম দিয়া আর একটী নূতন কলেজ স্থাপন করেন। রেঃ মিঃ কেরী মাসিক সহস্র মুদ্রা বৃত্তিতে উক্ত কলেজের অধ্যাপক হন।

ব্রাউন ইউনিভার্সিটী কর্তৃক রেঃ কেরীকে উপাধি প্রদান।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখ আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভারসিটী (Brown University) রেভারেণ্ড মিঃ কেরীকে "ডাক্তার অফ্ ডিভিনিটী" (Doctor of Divinity) উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীর কৈফিয়ত প্রদান।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ হয়। সেই পুস্তিকার একখণ্ড ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী অনারেবল মিঃ এড্‌মনষ্টোনের হস্তগত হয়। তাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের আধিক্য ও অন্য ধর্ম্মের নিন্দাবাদ লিখিত থাকায়,

অনারেবল মিঃ এডমনষ্টোন উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে রেঃ ডাক্তার কেরীকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। প্রধান সেক্রেটারীর আদেশানুসারে রেঃ ডাক্তার কেরী উক্ত তারিখে কলিকাতায় গমন করতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনারেবল মিঃ এড্‌মন্‌ষ্টোন (১) রেঃ ডাক্তার কেরীকে উক্ত পুস্তিকা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন, ডাক্তার কেরী তদুত্তরে বলেন যে, ঐ পুস্তিকা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে কি না, তাহা আমি অবগত নহি। অতঃপর অনারেবল মিঃ এড্‌মন্‌-ষ্টোন্ উক্ত পুস্তিকার যে যে অংশে তেজগর্ব্ব ও ভয়াবহ ভাষা লিখিত ছিল, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ করান এবং সেই তীব্র ভাষা সম্বন্ধে ডাক্তার কেরীর সহিত অনেক তর্কবিতর্ক করেন। তদুত্তরে ডাক্তার কেরী বলেন, "আমি এবং আমার স্বজাতী বন্ধুগণের মধ্যে কেহ হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রচলিত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ঐরূপ দোষাবহ ভাষা প্রয়োগ করা অনু-মোদন করিনা, ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করা ন্যায় ও নীতি বিরুদ্ধ। আমরা যেরূপ পবিত্র যুক্তি ও তর্কের দ্বারা লোকের ধর্ম্মমত

(১) অনারেবল মিঃ এড্‌মন্ ষ্টোন্ একজন বিজ্ঞ বহুদর্শী ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রায় ২৪ বৎসর কাল একাদিক্রমে সরকারি কার্য্য করেন। (Cary's Life).

পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করি, মহামান্য গভর্ণমেণ্ট তাহার পরীপন্থী হইতে পারেননা। মিশনারি সম্প্রদায় ঐরূপ পুস্তিকা আর যাহাতে প্রকাশ করিতে না পারেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে যত্নবান হইব এবং ভবিষ্যতে আমাদিগের মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে সকল পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইবে, তাহা প্রকাশের পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুমোদনার্থে প্রেরণ করিব।"

লর্ড মিণ্টোর মন্তব্য।

এদিকে গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো বাহাদুর সেই পুস্তিকার অনুবাদ ও তৎসহ একখানি পত্রে আপনার মন্তব্য লিখিয়া শ্রীরামপুরের তদানীন্তন শাসন কর্ত্তা কর্ণেল ক্রিফ্‌টিংএর নিকট প্রেরণ করেন। কর্ণেল ক্রিফ্‌টিং লর্ড মিণ্টোর পত্রের অভিমতানুযায়ী, সাধারণের শান্তি সংরক্ষণ ও জাতীয় ধর্ম্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উক্ত পুস্তিকার প্রচার বন্ধ করিতে এবং অবশিষ্ট পুস্তিকা সমূহ গভর্ণমেণ্টের নিকট সমর্পণ করিবার নিমিত্ত মিশনারিগণকে আদেশ করেন। দিনামার শাসন কর্ত্তার আদেশ প্রাপ্ত হইবার পর, মিশনারিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, "ঐ পুস্তিকা আমাদিগের মুদ্রাযন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই, যদি হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা কলিকাতার গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবার নিমিত্ত প্রদান করা হইত।" তাঁহারা আরও বলেন যে, "কয়েক মাস পূর্ব্বে একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী

মুসলমান মুন্সিকে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত মহম্মদের একটী সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত পার্শী ভাষায় অনুবাদ করিবার নিমিত্ত প্রদান করা হয় এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকায়, সেই অনুবাদ মুদ্রিত করিবার পুর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। পরে জানিতে পারা যায় যে, সেই জীবনীতে বাঙ্গলা ভাষায় যাহা আদৌ লিখিত ছিল না, এরূপ অখ্যাতিকর ভাষা তাহাতে সংযোজনা করা হইয়াছে।"

কর্ণেল ক্রিফ্‌টিং মিশনারিগণের এই উক্তি লর্ড মিণ্টোকে জ্ঞাপন করেন এবং তৎসহ আপনার মন্তব্যে লেখেন যে, "বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ভবিষ্যতে এইরূপ কার্য্য সম্বন্ধে আর অধিক কিছু করিবার আবশ্যক নাই। কর্ণেল ক্রিফ্‌টিং আপনার মন্তব্য প্রেরণ করিবার পর, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকোয়ারের উপর মিশনারিদিগের কার্য্য-কলাপ ও তাঁহাদের দ্বারা মুদ্রিত পুস্তকাদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে আদেশ প্রদান করেন। মিঃ ব্ল্যাকোয়ার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আদেশ প্রাপ্ত হইবার কয়েক দিবস পরে, কর্ণেল ক্রিফ্‌টিংকে জ্ঞাপন করেন,—"আমি একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার ব্যপদেশে মিশনারিগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া, তাঁহাদের মনোগত ভাব জানিতে ও তাঁহাদের দ্বারা মুদ্রিত পুস্তকাদি ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত

কর্ণেল ক্রিফ্‌টিংএর মন্তব্য ও আদেশ।

করিয়াছি এবং তাহার দ্বারা ১১খানি বিজ্ঞাপনও সংগ্রহ করিয়াছি।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিশনারিদিগের কলিকাতার চীৎপুর রোডস্থ ভজনালয়ে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। মিঃ ব্ল্যাকোয়ার ঐ কথা শ্রবণ করতঃ সেই সভার উদ্দেশ্য ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত জনৈক গুপ্ত-চরকে তথায় প্রেরণ করেন। মিঃ ব্ল্যাকোয়ারের নিয়োজিত গুপ্তচর, মিশনারিদিগের সভায় গমন করতঃ তাঁহাদের বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া যাহা অবগত হন, তাহা মিঃ ব্ল্যাকোয়ারকে বলেন। মিঃ ব্ল্যাকোয়ার তাঁহার নিয়োজিত গুপ্তচরদ্বয়ের নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা বিস্তারিত ভাবে জ্ঞাপন করেন।

উক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে অনারেবল মিঃ এড্‌মনষ্টোন উক্ত সংবাদ দাতাদ্বয়ের প্রেরিত বিবিধ ধর্ম্ম-মতের অনুবাদ সুপ্রীম কাউন্সিলে প্রেরণ করেন। সুপ্রীম কাউন্সিল উক্ত বিবরণ ও ধর্ম্মমতের অনুবাদ সমূহ পর্য্যালোচনা করতঃ অভিমত প্রকাশ করেন,—"এইরূপ বক্তৃতা শ্রবণ ও অনুবাদ পাঠ করিয়া কোম্পানীর দেশীয় প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্ম্ম বিরোধ হইতে পারে এবং তাহা হইতে ভবিষ্যতে বিপ্লব ঘটিতে পারে। এরূপ স্থলে সাধারণ শান্তি, জাতীয় ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সম্মান সংরক্ষণের জন্য ঐরূপ

মিঃ এড্‌মনষ্টোনের নিষেধাজ্ঞা।

অনুবাদ প্রকাশ করা ও ধর্ম্ম বিরোধী বক্তৃতা প্রদান করা বন্ধ করিয়া দেওয়া গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য।" কাউন্সিলের অভিমতানুযায়ী মিঃ এড্‌মনষ্টোন্ রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীকে চিৎপুর রোডস্থ ভজনালয়ে বক্তৃতা করিতে এবং তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্র হইতে সাধারণ ধর্ম্মমতের বিরোধী পুস্তক ও বিজ্ঞাপনাদি মুদ্রিত করিতে নিষেধ করিয়া একখানি পত্র লেখেন।

রেঃ ডাঃ কেরীর পত্নী বিয়োগ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে রেঃ ডাক্তার কেরীর পত্নী বিয়োগ হয়। ঐ সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ ফিলিক্সকেরী ব্রহ্মদেশে অবস্থান করিতে ছিলেন। রেঃ ডাক্তার কেরী পত্নীবিয়োগের পর তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ছিল:—"তুমি গমন করিবার পর তোমার অভাগিনী জননীর পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং গত ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাত ঘটাকার সময় তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার পীড়ার সময় তিনি প্রায় সর্ব্ব সময়ই নিদ্রিত থাকিতেন, আমার অনুমান হয়, তিনি যে চতুর্দ্দশ দিবস কাল দারুণ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন, তন্মধ্যে গড়ে চব্বিশ ঘণ্টাকাল জাগ্রত থাকেন নাই। পরদিবস তাঁহার শবদেহ মিশনারিদিগের সমাধিক্ষেত্রে যথারীতি সমাহিত করা হইয়াছে।" মিসেস্ কেরীর সমাধি স্তম্ভে এইরূপ লিখিত হয়,—

Sacred to the memory of Mrs. D. Carey
wife of the Rev. W. Carey D. D.
Who departed this life on the 8th day of Decr. 1807.
aged 51 years.
In this small token of Conjugal affection and filial
Regard erected by her affectionate husband
and bereaved children
"Prepare to meet they God"—Amos.

রেঃ ডাঃ কেরীর বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে যোগদান।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে রেঃ ডাক্তার কেরী বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে যোগদান করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ঐ বৎসর সমগ্র এসিয়া খণ্ডে প্রচলিত পুস্তক সমূহের বিশিষ্ট বিবরণ সহ তালিকা ও তাহার অনুবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হন।

রেঃ ডাঃ কেরীর দ্বিতীয় পরিণয়।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে রেঃ ডাক্তার কেরী রুমার নাম্নী একটী সদ্‌গুণ সম্পন্না মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই মহিলার কুমারী নাম সারলটী এমিলিয়া, পিতার নাম ডি রুমার মাতার নাম কাউণ্টেস অফ্ এ্যালফ্যাণ্ট। এই রুমার বংশ ডেন্‌মার্কের অন্তর্গত শ্লেসুইক্ প্রদেশের একটী ইতিহাস প্রসিদ্ধ বংশ। মিশনারিগণ শ্রীরামপুর

১২৯]

নগরীতে আগমন করিবার কিয়দ্দিবস পরে, লেডী রুমার দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টার মিঃ এ্যান্‌কারের অনুরোধ পত্র সহ একখানি দিনামার জাহাজে আরোহণ করতঃ শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করেন এবং দিনামার শাসন কর্ত্তা কর্ণেল বাই-এর সহায়তায় ভাগীরথী তীরে একখানি বাটী ক্রয় করতঃ তথায় অবস্থান করেন। ঐ সময়ে তাঁহার সহিত রেঃ ডাক্তার কেরীর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় এবং ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রেঃ ডাক্তার কেরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি আপন বাস ভবনখানি মিশন সমিতিকে দান করেন। বিবাহের পর রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহার প্রবাসী পুত্র মিঃ জাবেজকেরীকে লিখিয়া ছিলেন,—"এখন তুমি বিবাহিত, এ অবস্থায় তোমার স্ত্রীর প্রতি সকল কার্য্যে আপন কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিওনা, বরং তাঁহাকে সর্ব্বদা স্নেহের চক্ষে দেখিবে ও ভালবাসিবে এবং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সম্মান রক্ষা করিবে, তাহা হইলে তিনিও তোমার সম্মান রক্ষার্থ স্বতঃপরতঃ যত্নবতী হইবেন। রূপজ ভালবাসা ক্ষণিক, কিন্তু গুণজ ভালবাসা স্থায়ী এবং উহা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, এখন তাঁহার সম্মানেই তোমার সম্মান, যেখানে তাঁহার অসম্মান, সেখানে তোমারও অসম্মান বুঝিবে। আশা করি জাহাজে উঠিয়া আপন কক্ষে সুখসমাবিষ্ট হইয়া প্রতিদিনই দুইজনে একযোগে ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবে। তোমাদের গৃহে যেন

ধর্ম্মানুষ্ঠানের ত্রুটী না হয়, ঈশ্বরানুগ্রহে যদি তোমরা সন্তান লাভ কর, তবে তাহাদিগের হৃদয়ে ঈশ্বরভীতি জাগরুক রাখিবে এবং সর্ব্বদা তাহার নিকটে ধর্ম্মপরায়ণতার ফল ও অদ্ভুত উদাহরণ দেখাইতে যত্নবান থাকিবে।"

মিঃ ফিলিক্স কেরীর রাজ সম্মান লাভ।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ফিলিক্সকেরী, মিশনারি সম্প্রদায়ের অগ্রণীরূপে, ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক প্রেরিত কাপ্তেন ক্যানিংএর বিশেষ আনুকুল্য করিয়া ছিলেন এবং উক্ত খ্রীষ্টাব্দে তিনি অনেকগুলি বৌদ্ধসূত্র ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। মিঃ ফিলিক্স কেরীর বৌদ্ধসূত্রের অনুবাদ পাঠ করিয়া ব্রহ্মরাজ অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁহাকে বহু সম্মানে পুরস্কৃত করতঃ ব্রহ্মরাজদূতের পদে অভিষিক্ত করেন। মিঃ ফিলিক্সকেরী মিশনারির পদ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরাজদূতের পদ গ্রহণ করায়, রেঃ ডাক্তার কেরী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার বন্ধু ডাক্তার রাইল্যাণ্ডকে লিখিয়া ছিলেন, "ফিলিক্স পবিত্র ধর্ম্মযাজকের পদ পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মরাজদূতের পদ গ্রহণ করিয়াছে।"

কৃষ্ণপালের কলিকাতায় ধর্ম্মপ্রচার।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে মিশনারিগণ কৃষ্ণপালকে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচার করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। কৃষ্ণপাল কলিকাতায় থাকিয়া প্রতি সপ্তাহে ১৪টী বিভিন্ন স্থানে প্রচার

করিতেন এবং ৪১টী পরিবারের মধ্যে যাতায়াত সূত্রে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ভৃত্যাদিগকে ও অনেক গরীব লোককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হন। কৃষ্ণপালের বক্তৃতা শুনিয়া সেবকরাম, রামমোহন, কৃষ্ণদাস, সীতারাম, সীতাদাস প্রভৃতি হিন্দুগণ স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কৃষ্ণপালের চেষ্টায় তিনশত দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে, একশত পাঁচজন বৃদ্ধি হয়।

শ্রীরামপুর নগরী মিশন সমিতির কেন্দ্রস্থল।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহার কার্য্য বিবরণীতে লিখিয়াছেন,—"গভর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ আগ্রা সহরে একটী মিশন সমিতি স্থাপন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে তথায় একটী মিশন স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতের সম্মিলিত মিশনারি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। মিশনারিগণ ব্রহ্মদেশ উড়িষ্যা ভূটান ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মিশন সমিতি স্থাপিত করতঃ বঙ্গদেশের শ্রীরামপুর নগরীকে কেন্দ্রস্থল করেন।

মিশন অভিযান।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিশনারিগণ মাডাগাস্কর হইতে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রচার করিবার নিমিত্ত একদল অভিযান প্রেরণ করেন। রেঃ ডাক্তার কেরীর তৃতীয় পুত্র মিঃ জাবেজকেরী সেই দলের অধিনায়ক হইয়া গমন করেন। মিঃ জাবেজকেরী কলিকাতার কোন একজন বিখ্যাত

এটর্ণীর নিকট কেরাণীর কার্য্য করিতেন, তিনি ঐ কার্য্যে নিয়োজিত থাকিলেও ধর্ম্মজীবনে তাঁহার বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল এবং তিনি সকল কার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্ম-প্রচারের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহান্বিত থাকায়, রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহাকে ঐ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া প্রীতিলাভ করেন।

ব্রাউন ইউনিভার্সিটী কর্ত্তৃক রেঃ মিঃ মার্শম্যানকে উপাধি প্রদান।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটী (Brown university) রেঃ মিঃ মার্শম্যানকে "ডাক্তার অফ্ ডিভিনিটী" (Doctor of Divinity) উপাধি প্রদান করেন।

রেঃ মিঃ ওয়ার্ডের গ্রন্থ মুদ্রিত।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রেঃ মিঃ ওয়ার্ডের "হিন্দুদিগের সাহিত্য ইতিহাস ও পুরাণ" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। উক্ত গ্রন্থখানিতে হিন্দুদিগের আচার ও নীতি সম্বন্ধে লিখিত আছে। উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরী কর্ত্তৃক উড়িষ্যা ও হিন্দি ভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচার এবং সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত পুরাতন সুসমাচার মুদ্রিত হয়।

মিঃ ফিলিক্সকেরীর রেঙ্গুনে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিঃ ফিলিক্সকেরী ব্রহ্মদেশ হইতে শ্রীরামপুর নগরীতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি তথায় অবস্থান কালে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন ও অনুবাদ করেন। কিন্তু তথায়

মুদ্রাযন্ত্র না থাকায়, তিনি তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্মভাষার ব্যাকরণ ও মথিলিখিত সুসমাচারের অনুবাদ মুদ্রিত করিবার জন্য উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি মিশনপ্রেসে প্রদান করেন এবং পিতার সহিত একমত হইয়া রেঙ্গুন সহরে একটী মুদ্রাযন্ত্র লইয়া গিয়া তথায় স্থাপন করেন।

আভা নগরে মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আভারাজকে অনুরোধ।

রেঙ্গুন সহরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পর রেঃ ডাক্তার কেরী আভা নগরে ধর্ম্মপ্রচার ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে, শ্রীরামপুর হইতে তিনজন সহযোগীকে তথায় প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন এবং তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে আভারাজকে একখানি অনুরোধ পত্র লিখিয়া জ্ঞাপন করেন, "এখান হইতে তিনজন ভ্রাতা তাঁহার সহরে গমন করিতেছেন, তাঁহার প্রজাবর্গের উপর তাঁহাদের সকলেরই ভালবাসা আছে। তাঁহাদের অনুবাদিত বাইবেল নামক ধর্ম্মগ্রন্থ ইউরোপ ও আমেরিকার অন্তর্গত সকল দেশবাসী কর্ত্তৃক আদর ও সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছে—উক্ত পুস্তকই ধর্ম্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।" রেঃ ডাক্তার কেরীর পত্র প্রাপ্ত হইয়া আভারাজ অত্যন্ত প্রীত হন এবং রেঙ্গুন সহরের মতন একটী মুদ্রাযন্ত্র রাজভবনে স্থাপনের জন্য অবিলম্বে পাঠাইবার আদেশ করেন। আভারাজের আদেশানুসারে রেঃ ডাক্তার কেরী শ্রীরামপুর হইতে একটী মুদ্রাযন্ত্র ও তাহার আবশ্যকীয় সাজসরঞ্জাম এবং একজন পরিচালককে তথায় পাঠাইয়া

দেন। এই সুযোগে ব্রহ্মদেশে মিশনারি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন ভাবিয়া রেঃ ডাক্তার কেরী মনে মনে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই আশা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যে জাহাজে রেঃ ডাক্তার কেরীর প্রেরিত মুদ্রাযন্ত্র আভানগরে প্রেরিত হইয়াছিল, সেই জাহাজখানি অকস্মাৎ রেঙ্গুন নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয় এবং তাহার পর প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ভীষণ অগ্নিদাহ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ বুধবার সন্ধ্যাকালে মিশনারিদিগের মুদ্রাযন্ত্র ও কার্য্যালয় ভবনটী অগ্নিদাহে (১) ভস্মীভূত হইয়া যায়। কার্য্যালয় ভবনে ১৪টী আলমারির ভিতর ১৪টী ভাষার পাণ্ডুলিপি মূল্যবান পুস্তক ও দুষ্প্রাপ্য চিত্র ছিল এবং মুদ্রাযন্ত্রের গুদাম গৃহের মধ্যে ১২ হাজার রিম কাগজ এবং সীসার ও কাষ্ঠের প্রচুর অক্ষর ছিল। ঐ সমস্ত

(১) In the evening of wednesday the 11th Instant a fire broke out in the premises belonging to the Missionaries at Serampur which in a few hours, through every exertion was made to stop the progress of the flames, consumed the spacious printing office and its valuable contents. The loss of property on this melancholy occasion is estimated at more than 70,000 Rupees. (Selections from Calcutta Gazette Thursday 19th March 1812)

দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৭০,০০০ হাজার টাকা। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে মুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারীগণ দিবসের কার্য্য সমাপন করতঃ স্ব স্ব ভবনে গমন করিলে পর, রেঃ মিঃ ওয়ার্ড তাঁহার অফিস গৃহে বসিয়া কয়েকটী ভৃত্যের নিকট হিসাব গ্রহণ করিতেছিলেন,—সেই সময়ে সহসা তাঁহার দৃষ্টি দক্ষিণদিকের কক্ষে নিপতিত হওয়ায়, তিনি দেখিতে পান যে, কাগজের গুদাম হইতে ধুমপুঞ্জ বহির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে তিনি আপন আসন হইতে উঠিয়া ক্ষিপ্র-গতিতে তথায় গমন করিয়া দেখেন যে, বাইবেল মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত যে, বার হাজার রিম কাগজ আনীত হইয়াছিল, সেই কাগজ অগ্নি সংযোগে জ্বলিতেছে, এবং তাহা হইতে ধুমরাশি উত্থিত হইতেছে। রেঃ মিঃ ওয়ার্ড ঐ ব্যাপার দর্শন করতঃ হতবুদ্ধি না হইয়া অবিচলিত চিত্তে তথা হইতে দ্রুতপদে রেঃ ডাক্তার মার্শম্যানের কক্ষে গমন করিয়া সংক্ষেপে তাঁহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলেন। রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান ঐ দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত ত্বরিত পদে অকুস্থলে গমন করেন। তৎকালে অগ্নি নির্ব্বাপক্ দমকলের প্রচলন ছিল না। রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান ও রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ড ভৃত্যগণের সাহায্যে বাড়ীর সমুদায় জানালা ও দরজা রুদ্ধ করিয়া, ছাদ ছিদ্র করতঃ তন্মধ্য দিয়া অগ্নি রাশির উপর বারি সেচন করেন। বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ হওয়ায় এবং অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ করায় অগ্নি নির্ব্বাপিত প্রায়

হয়। ঐ সময়ে কোন ভদ্রলোক গুদাম ঘরের একটী দরজা খুলিয়া দ্রব্যাদি বাহির করিবার চেষ্টা করে, এদিকে বাহিরের বায়ু সেই মুক্ত দ্বার দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করায়, সেই নির্ব্বাপিত প্রায় অগ্নি পুনরায় ভীষণ ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশন আর কেহ কোনমতে নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না। রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকার সময় বাড়ীর সমুদায় দরজা জানালা কড়ি বরগা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং মধ্য রাত্রিতে বাড়ীর ছাদটী ভীষণ শব্দ সহকারে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তন্মধ্য দিয়া মেঘ-স্পর্শী অনলশিখা বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠিল। মিশনারিগণ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে না পারায়, নিরাশ হইয়া ঘটনা-স্থলের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে ছিলেন এবং সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া যাইলে তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করেন। তাঁহারা তথা হইতে গমন করিবার সময় রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ "The labour of years are consumed" এই কয়টী কথা বলিতে বলিতে গমন করেন। ঘটনার দিবস রেঃ ডাক্তার কেরী কলিকাতায় ছিলেন, পরদিবস রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান কলিকাতায় গমন করেন এবং রেঃ ডাক্তার কেরীকে এই দুর্ঘটনার কথা বলেন, রেঃ ডাক্তার কেরী ঐ দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করেন। পরে তাঁহারা উভয়ে রেঃ মিঃ টম্‌সনের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে

ঐ অগ্নিকাণ্ডের কথা বলেন। মিঃ টম্‌সন্ তাঁহাদের নিকট ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। অতঃপর তাঁহারা তিন জনে কলিকাতার তদানীন্তন ইংরাজ কোম্পানীর বিপণিতে অক্ষর ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে গমন করেন, কিন্তু কোন বিপণিতেই অক্ষর প্রাপ্ত না হওয়ায়, তাঁহারা সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করেন। তাঁহারা শ্রীরামপুরে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, রেঃ মিঃ ওয়ার্ড স্বয়ং ও তাঁহার নিয়োজিত ব্যক্তিগণ সেই স্তূপাকার ভস্মরাশি অপসারিত করিয়া তন্মধ্য হইতে অদগ্ধ ও কার্য্যোপযোগী অর্দ্ধদগ্ধ দ্রব্যাদি অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতেছিলেন এবং বহু-পরিশ্রমের পর, তাঁহারা কতকগুলি অক্ষর প্রস্তুত করিবার ইস্পাতের ছাঁচ মাত্র প্রাপ্ত হন।

খ্রীষ্টান সমিতির সমবেদনা ও সাহায্য প্রদান।

মিশনারিদিগের এই ক্ষতির সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে পর, সমুদায় খ্রীষ্টান সমাজ অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং সময়োচিত সমবেদনা প্রকাশ করতঃ যথোচিত অর্থ (১) সাহায্য প্রেরণ করেন।

(১) মিশনারিদিগের এই বিপদের সংবাদ প্রচারিত হইলে পর, নরউইচ মিশন সমিতি প্রথমে দুইশত ও পরে পাঁচশত পাউণ্ড প্রেরণ করেন। কেম্‌ব্রিজ হইতে একশত পাউণ্ড, কলিকাতার বাইবেল সোসাইটী হইতে হাজার রিম কাগজ, লণ্ডন মিশনারি সোসাইটী হইতে একশত পাউণ্ড, ইভান্‌জিলিক্যাল্ ম্যাগাজিনের সম্পাদক

মিশনারি সমিতি সমূহ হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার কতক অংশ মাত্র পূর্ণ হয়, কিন্তু যে সকল পাণ্ডুলিপি, মূল্যবান পুস্তক ও চিত্র ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা আর পূরণ হয় নাই।

অক্ষর প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন।

মিশনারিগণ মিশন সমিতি সমূহ হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইবার পর, শ্রীরামপুর নগরীতেই অক্ষর প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন করেন এবং রেঃ ডাক্তার মার্শম্যানের কর্ম্মচারী গুরুদাস কেরাণীর দ্বারা পরলোকগত পঞ্চানন কর্ম্মকারের শিক্ষানবীশ মনোহর (২) কর্ম্মকারকে বৈদ্যবাটী হইতে আনয়ন করাইয়া রেঃমিঃ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে অক্ষর প্রস্তুত করান। মনোহর কর্ম্মকার তাঁহার কয়েকজন সহকারীর সহিত প্রায় একমাস দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া মিশনারিদিগের প্রয়োজনীয় অক্ষর প্রস্তুত করিয়া

গণ পঞ্চাশ পাউণ্ড, লণ্ডন মিশন এক সহস্র পাউণ্ড, এডিনবার্গ মিশন এক সহস্র পাউণ্ড, বেড্‌ফোর্ড মিশন একশত পাউণ্ড, লিসেষ্টার মিশন তিনশত পাউণ্ড সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত রেঃ মিঃ টমাস তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণের নিকট হইতে আট শত পাউণ্ড এবং রেভারেণ্ড মিঃ ফুলার নর্দ্দাম্‌টন্ হইতে একশত সত্তর পাউণ্ড ও কেটারিং হইতে একশত পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়া দেন।

(২) মনোহর কর্ম্মকার পঞ্চাননের নিকট অক্ষর প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালে একমাত্র মিশনারিদিগের মুদ্রাযন্ত্র ভিন্ন আর মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তাঁহারা পূর্ব্বে পঞ্চাননের দ্বারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অক্ষর প্রস্তুত

দেন। ঐ সকল অক্ষর প্রস্তুত হইবার পর, বিবিধ ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত, মনোহর গুজরাটী কর্ণাটী তেলিগু মারাঠা ভুটান মালয় প্রভৃতি নানাবিধ ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করিতে থাকেন।

রেভারেণ্ড মিঃ কেরীর কাটোয়ায় গমন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মিঃ উইলিয়াম কেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কাটোয়ায় গমন করেন। তথায় তিনি একজন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির জীবন্তদাহ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"প্রায় দশ হাত গভীর একটী গর্ত্ত খনন করতঃ তন্মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইলে, একজন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থব্যক্তি আপনি গড়াইতে গড়াইতে সেই অগ্নিকুণ্ডে গিয়া পড়িল, এবং মুহূর্ত্ত মাত্র অতীত হইতে না হইতেই অগ্নির উত্তাপ অনুভব করিয়া,উঠাইয়া লইবার জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং স্বয়ং সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহার জননী ও ভগ্নী তথায়

করাইয়া রাখিয়া ছিলেন, সুতরাং মনোহর অক্ষর প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিলেও, উহার প্রচলন না থাকায়, স্বদেশে থাকিয়া জাতীয় ব্যবসা করিতেছিলেন। মিশনারিদিগের মুদ্রাযন্ত্রালয় অগ্নিদাহে দগ্ধ হইবার পর, তাঁহারা অক্ষর প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন করিলে, গুরুদাস কেরাণী তাঁহাকে বৈদ্যবাটী গ্রাম হইতে শ্রীরামপুরে লইয়া আসেন, তদবধি তিনি শ্রীরামপুর নগরীতে স্থায়ী ভাবে বাস করতঃ অক্ষর নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত হন।

উপস্থিত ছিল তাহাকে সাহায্য করা দূরের কথা, বরং যাহাতে সে সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে উঠিতে না পারে, তন্নিমিত্ত তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই হতভাগ্য নৃশংসরূপে অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করিল।"

রেঃমিঃ কেরীর দাসপ্রথা রহিত করিবার চেষ্টা।

উক্ত ঘটনার পর, রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী দাসপ্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকেন। ঐ সময়ে ৯০ লক্ষ দাস ভারতে বর্ত্তমান ছিল, ঐ সকল দাসগণ হিন্দু বণিক ও আরাবদিগের দ্বারা পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে আনীত হইত। তাহারা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতীরই অন্তঃপুরে থাকিয়া গৃহ কার্য্য করিত। রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী ও তাঁহার সমসাময়িক টমাস ক্লার্কসন গ্রান্‌ভিল্ প্রভৃতি মিশনারিগণের সমবেত চেষ্টার কালে ঐ প্রথা রহিত হয়।

রেঃ ডাঃ মার্শম্যানের ডেন্‌মার্কে গমন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান কোপেন্‌হেগেনে গমন করতঃ ডেন্‌মার্কের অধীশ্বরের নিকট শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপন করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করেন। ডেন্‌মার্কের অধীশ্বর রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্শম্যানের প্রদত্ত কলেজের নক্সা দেখিয়া এবং অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং তিনি কলেজের পৃষ্ঠপোষক হইতে প্রতিশ্রুত হন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিঃ এডোনিরাম জড্‌সন্ ও তাঁহার পত্নী এন্ এবং আমেরিকা দেশীয় দুইজন যুবক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হওয়ায়, পরিশেষে তাঁহারা রেঙ্গুন নগরে গমন করতঃ তত্রত্য মিশনারি আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে মিঃ ফিলিক্সকেরী রেঙ্গুনস্থ মিশন সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করিবার পরামর্শ প্রদান করায়, তাঁহারা শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করতঃ মিশনারি দলভুক্ত হইয়া প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন।

ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তিগণের মিশনারি দলভুক্ত হওন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে মিশনারিগণ আম্‌বয়নায় (Amboyna) মিশন সমিতি স্থাপন করিবার উদ্দেশে তথায় একদল অভিযান প্রেরণ করেন, মিঃ জাবেজকেরী সেই দলের অধিনায়ক হইয়া তথায় গমন করেন।

মিঃ জাবেজকেরীর আম্‌বয়নায় গমন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীর মুন্সী রামরাম বসুর কলিকাতায় মৃত্যু হয়।

রামরাম বসুর মৃত্যু।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে রেঃ ডাক্তার মার্শম্যানের বিরচিত "কিলভিস্ সিনিকা" নামক চিন ভাষার অর্থ পুস্তক মুদ্রিত হয়।

রেঃ ডাঃ মার্শম্যানের চিন ভাষায় অর্থ পুস্তক মুদ্রিত।

উক্ত পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে তাঁহাকে প্রায় আট বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

মুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারীদের আবেদন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মুদ্রাযন্ত্রালয়ের হিন্দু কর্ম্মচারীগণ রেঃ মিঃ ওয়ার্ডের নিকট আবেদন করেন যে,"দেশের নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিগণ আমাদিগকে চড়ক পূজায় (১) যোগদান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন এবং শুনিতেছি যে, আহূত ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় গমন না করিলে পর বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইবেন। অতএব তাঁহারা যাহাতে আমাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।" ইতিপূর্ব্বে মিশনারিদিগের অনুরোধে দিনামার শাসন কর্ত্তা শ্রীরামপুর নগরীতে চড়ক পূজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সময় শ্রীরামপুর নগরী ইংরেজাধিকৃত থাকায়, নগরবাসীগণ নির্ব্বিবাদে চড়কপূজা করিয়াছিলেন।

মিঃ ফিলিক্সকেরার দৌত্যকার্য্য ও ইরাবতী নদীতে নিমজ্জন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে মিঃ ফিলিক্সকেরী মিশনারির পদ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরাজদূতের পদ গ্রহণ করতঃ ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট গমন করেন এবং প্রত্যাগমন কালে ইরাবতী বক্ষে তাঁহার নৌকা সহসা নিমজ্জিত হওয়ায়,

(১) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীরামপুর নগরী ইংরেজাধিকৃত থাকায়, নগরবাসীগণ নির্ব্বিবাদে চড়ক পূজা করে।

তিনি পত্নী পুত্রগণ সহ জলমগ্ন (২) হন। মিঃ ফিলিক্সকেরী বহু কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন, কিন্তু পত্নী পুত্রগণকে রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই।

নূতন সুসমাচার মুদ্রিত।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরী কর্ত্তৃক পাঞ্জাবী ও বেলিচু ভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচার মুদ্রিত হয় এবং তিনি ঐ সময় হইতে মগধী ভাষায় নূতন সুসমাচার অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন।

[illegible] কেরীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রস্তাব।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে মিশন সমিতি রেঃ ডাক্তার কেরীর একটী প্রতি-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবার প্রস্তাব করেন, তদনুসারে রেঃ মিঃ ফুলার মিশন সমিতির ব্যয়ে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীর একটী প্রতি-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করেন। রেঃ মিঃ ফুলার ইংলণ্ডে গমন করিবার পর, রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার আবশ্যক নাই, সেই অর্থ হইতে আমার অশীতি বর্ষ বয়স্ক পিতাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড এবং পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাকে কুড়ি পাউণ্ড দিবে, আশা করি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে।"

---

(২) ফিলিক্সকেরী যখন জলমগ্ন হন, সেই সময়ে তাঁহার রচিত ব্রহ্মভাষ অভিধানের পাণ্ডুলিপিখানিও জলমগ্ন হয়।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহার প্রবাসী পুত্র উইলিয়ামকে লিখিয়াছিলেন,—

রেঃ ডাঃ কেরীর পত্র।

"এক্ষণে আমি কলেজে একজন সহকারী পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমার কার্য্য পূর্ব্ববৎ গুরুতর আছে, কারণ প্রায় ৩০ জন সামরিক ছাত্র নূতন প্রবিষ্ট হইয়াছে. তদুপরি অনুবাদ ও মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আমি ঐ সকল কার্য্য সমাধা করিয়া আবশ্যক মত ভাষাশিক্ষা করিবার আদৌ সময় পাইনা। যাহা হউক আমি ইহাতে দুঃখিত না হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি, কারণ এই কার্য্যের জন্যই যখন আমার এদেশে আগমন এবং আমি ইচ্ছা করি যে, এই কার্য্যেই যেন আমার জীবন উৎসৃষ্ট হয়। জাবেজ মিশনের কার্য্যে যোগদান করিয়াছে, ইহাতে আমি যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, সে যদি সুপ্রীম আদালতের প্রধান বিচারপতি হইত তাহা হইলেও আমি সেই প্রীতিলাভ করিতে পারিতাম না।"

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রেঃ ডাক্তার কেরী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতাস্থ উদ্ভিজ্জ উদ্যানের বৃক্ষলতাদির একখানি তালিকা (৩) পুস্তক প্রণয়ন করতঃ মুদ্রিত করেন। উক্ত তালিকা পুস্তকের বিজ্ঞান অনুমোদিত ভূমিকাটী

রেঃ ডাঃ কেরীর উদ্ভিজ্জ তত্ত্বের তালিকা পুস্তক প্রণয়ন।

(৩) A catalogue of the plants of the Hon East India

সুদীর্ঘ দ্বাদশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া তিনি তাঁহার গুণপণা, আন্তরিক আগ্রহ এবং উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিদ্‌রূপে সিদ্ধিলাভ হেতু বিশেষ যশ লাভ করেন। ইংলণ্ডের বিদেশীয় উপনিবেশ সমূহের মধ্যে উদ্ভিজ্জ উদ্যানের উপকারিতা তিনি সর্ব্ব প্রথমে উক্ত পুস্তকে প্রতিপাদন করেন এবং তিনি বলেন যে, এসিয়া মহাদেশের বৃক্ষলতাদির যে তালিকা আপাততঃ প্রস্তুত হইল তাহা সামান্য মাত্র। তিনি যে তিন হাজার দুইশত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ্‌ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উদ্যানে রোপণ করিয়া ছিলেন তাহারও নাম সেই তালিকা ভূক্ত করিয়াছিলেন।

রেঃ মিঃ ওয়ার্ডের সহকারী প্রেরণ।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের মিশন সমিতি স্যামুয়েল পিয়ার্সের পুত্রকে রেঃ মিঃ ওয়ার্ডের সহকারী রূপে প্রেরণ করেন।

রেঃ ডাঃ কেরীর অভিধান

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রেঃ ডাক্তার কেরীর বিরচিত অশীতি সহস্র শব্দযুক্ত ইংরাজী ও বাঙ্গলা অভিধান সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

রেঃ মিঃ কেরীর পত্র।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে রেঃ ডাক্তার কেরী মিঃ ফুলারকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আমি আমার অনুবাদ কার্য্যের জন্য মিঃ ইয়াটীজের সহিত

Company's Botanical Garden in Calcutta. Carey's Life.

আলাপ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন আমার কার্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমাদিগের আরব্ধ প্রচলিত সাতাশটী দেশীয় ভাষার অনুবাদ কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে হইতেছে। দুই তিনটী ভাষা ব্যতীত সকলগুলিই মুদ্রাযন্ত্রে প্রদান করা হইয়াছে, ঐ সমস্ত কার্য্যের সংশোধন ও পুনঃ দর্শনের ভার আমার উপরেই ন্যস্ত আছে।"

বঙ্গ ভাষায় নূতন সুসমাচার মুদ্রিত।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচারের চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

মিঃ জডসনের ব্রহ্মভাষায় সুসমাচার অনুবাদ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে মিঃ এডোনিরাম্ জড্সন্ ব্রহ্মভাষায় নূতন সুসমাচার অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রণয়ন ও রেঃ ডাঃ মার্শম্যানের প্রতিবাদ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে ক'য়েক খানি পুস্তক প্রণয়ন করায়, রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্শম্যান তাঁহার প্রতিকুলে একখানি পুস্তক লিখিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন।

রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মিশনারিগণ আমেরিকা হইতে আগত মিঃ জনপিটার নামক একজন প্রচারককে কাশীধামে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে প্রেরণ করেন। মিঃ জনপিটার যখন কাশীধামে গমন করেন,

তখন তদ্দেশীয় রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল তথায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার আয়োজন করিতে ছিলেন। মিঃ জনপিটার রাজার বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাঁহাকে ঐ কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করেন। রাজা জয়-নারায়ণ ঘোষাল মিঃ জনপিটারের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া উক্ত খৃষ্টাব্দেই তথায় "চার্চ্চ মিশন কলেজ" নাম দিয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র প্রকাশ।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী "সমাচার দর্পণ" (১) নামক বঙ্গভাষায় একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন এবং পরবর্ত্তী মাসে রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্শম্যান "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" (২) নামক ইংরাজী ভাষায় এক-খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার কিছু দিবস পরে মিঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যান "দিগ্দর্শন" (৩) নামক বঙ্গভাষায় একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার পর মিশন সমিতি "পেনী" এবং "সাটার ডে ম্যাগাজিন্" নামক ইংরাজী ভাষায় দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

(১) একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য, (২) একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য, (৩) একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য, (৪) এই সংবাদ পত্র দুই খানি তিন বৎসর মাত্র প্রকাশ হইবার পর বন্ধ হইয়া যায়।

উক্ত খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে মিশনারিগণ একখানি বিজ্ঞাপন প্রচার করতঃ "কলেজভবন" স্থাপন করিবার সংকল্প বিঘোষিত করেন এবং পরে দিনামার নরপতির অনুমোদনে ভাগীরথীতীরস্থ আট বিঘা ভূমিতে (১) কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়,সেই সভায় রেঃ ডাক্তার কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ড কলেজের উপকারিতা সম্বন্ধে নীতিপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং পরে রেঃ ডাক্তার কেরী স্বহস্তে কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীরামপুর কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরী কর্তৃক হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত পুরাতন সুসমাচার এবং তেলেগু ভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচার মুদ্রিত হয়।

বিভিন্ন ভাষায় সুসমাচার মুদ্রিত।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বাবুরাম নামক একজন পশ্চিম দেশীয়

(১) মিশনারিগণ যে আট বিঘা ভূমির উপর কলেজ ভবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তন্মধ্যে আট কাঠা ভূমি আকনা নিবাসী ৺কাশীনাথ দে মহাশয়ের নিকট হইতে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী মার্শম্যান ও ওয়ার্ড দশটাকা করাবধারণে এককেতা কবুলতির দ্বারা গ্রহণ করেন। ৺কাশীনাথ দের বংশধর বাবু মদন মোহন দে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অদ্যাপি উক্ত ভূমির খাজানা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন।

ব্যক্তি মিঃ কোলব্রুকের সাহায্যে কলিকাতায় একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। গঙ্গা কিশোর নামক একজন বাঙ্গালী মিশনারি দিগের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাকরের কার্য্য করিতেন, তিনি বাবুরামের স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্রের বাঙ্গলা ভাষার মুদ্রাকর হন। বাবুরাম কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন। তাঁহার সাফল্য দর্শন করিয়া কলিকাতার তিন জন বাঙ্গালী পর পর তিনটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

বিভিন্ন ভাষায় সুসমাচার মুদ্রিত।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী কর্ত্তৃক আসামী পুস্তু কুন্‌কুন্ ও মুলতানী ভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচার এবং উড়িষ্যা ভাষায় অনুবাদিত পুরাতন সুসমাচার মুদ্রিত হয়। পুস্তু ভাষার অনুবাদ প্রায় সাত বৎসর কাল মুদ্রাযন্ত্রের কবলে থাকিবার পর প্রকাশিত হয়। সিন্ধু নদীর পরপারে আফ্‌গান জাতীর মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত। ইহা আরবী অক্ষরে ৭৮২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কুন্‌কুন্ ভাষার অনুবাদও প্রায় পাঁচ বৎসর কাল মুদ্রা-যন্ত্রের কবলে থাকিবার পর, প্রকাশিত হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ বোম্বাই হইতে গোয়া পর্য্যন্ত প্রদেশের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত, ইহা নাগরী অক্ষরে ৭০৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ তারিখে মিশনারিগণ শ্রীরামপুর

বাষ্পীয় কল স্থাপন।

নগরীতে একটী বাষ্পীয় কল (১) স্থাপন করেন। মিঃ উইলিয়াম জোন্স নামক একজন ইউরোপীয় রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে কার্য্য করিতেন, তাঁহার সহিত মিশনারিদিগের বন্ধুত্ব ছিল। বিগত শতাব্দীতে তিনি শ্রীরামপুর নগরী পরিভ্রমণ করিতে আগমন করেন এবং কাগজের অভাব মোচনার্থে মিশনারিগণকে একটী বাষ্পীয় কল স্থাপন করিবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে মিশনারিগণ ইংলণ্ডের অন্তর্গত বোল্টন নগরস্থ মেসার্স পোয়েটার এণ্ড রথওয়েল কোম্পানীর নিকট হইতে দ্বাদশ অশ্বশক্তি সম্পন্ন একটী বাষ্পীয় কল আনয়ন করতঃ স্থাপন করেন। বাষ্পীয় কল স্থাপিত হইলে পর, এ দেশীয়ের কথা দূরের কথা, অনেক ইংরাজ -যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কখন বাষ্পীয় শক্তিতে পরিচালিত কল দেখেন নাই, তাঁহারাও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কল দেখিতে ও তাহার কার্য্য শিক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিতেন। বাষ্পীয় কল স্থাপিত হইবার পর, তৎকাল প্রচলিত সকল কার্য্যের

(১) মিশনারিগণই সর্ব্বপ্রথমে ভারতে এই বাষ্পীয় কল স্থাপন করেন এবং এই কলের প্রস্তুত কাগজই শ্রীরামপুরের কাগজ নামে আখ্যাত হয়। এই বাষ্পীয় কলটী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই কলটী বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, "বালী পেপার মিল" কোম্পানী ক্রয় করেন। যে স্থানে এই বাষ্পীয় কলটী স্থাপিত হইয়াছিল, তথায় ইণ্ডিয়া জুটমিল নামক পাটের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উপযোগী কাগজ প্রস্তুত হইতে থাকে, মিশনারিগণ উক্ত কলের প্রস্তুত কাগজ দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এবং সাধারণকেও পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেন।

রেঃ ডাঃ কেরীর কৃষি ও শিল্প সমিতি স্থাপন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রেল তারিখে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী শ্রীরামপুর নগরীতে একটী কৃষি ও শিল্প সমিতি স্থাপন করেন এবং তাহার উদ্দেশ্য ও কার্য্য বিবরণী মুদ্রিত করতঃ সাধারণে বিতরণ করেন। কলিকাতার টাউনহলে উক্ত সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়. সেই সভায় রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্শম্যান ও তিনজন ইংরাজ ভদ্রলোক মাত্র উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অধিবেশনের পর, দুই মাসের মধ্যে প্রায় ৫০ জন ব্যক্তি উক্ত সমিতির সভ্য শ্রেণী ভূক্ত হন। উক্ত সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে স্থির হয় যে,সকল সম্প্রদায়েরই লোক উক্ত সমিতির সভ্য শ্রেণী ভূক্ত হইতে পারিবে। পরবর্ত্তী অধিবেশনে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীর উপর উক্ত সমিতির কার্য্য প্রণালীর তালিকা প্রস্তুত করিবার এবং ভারতের কোন প্রদেশে কিরূপ কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা উৎপন্ন করা যায় তাহার সঠিক্ তথ্য সংগ্রহ করিবার ভার অর্পিত হয়। মারকুইস্ অফ্ হেষ্টিংস স্বইচ্ছায় আনন্দের সহিত উক্ত সমিতির পৃষ্ঠপোষক হন। হেষ্টিংস পত্নীও ঐ বিষয়ে যত্নবতী ছিলেন, তিনি আপন গ্রীষ্মাবাসের উদ্যানস্থ

প্রাসাদের কপাটে উক্ত সমিতির কতিপয় বিশিষ্ট সভ্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করাইয়া ছিলেন। উক্ত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করায়, ভারত গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ২৪০০৲ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন।

মিশনারি সম্প্রদায়ের পুনরায় সন্ধি।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষভাগে শ্রীরামপুরের মিশনারি সম্প্রদায়ের সহিত কলিকাতার মিশনারিদিগের পূর্ব্ব বিবাদ মধ্যস্থের চেষ্টায় সন্ধি হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়।

রেঃ ডাক্তার মার্শম্যানের সেণ্টহেলেনায় গমন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্শম্যান সেণ্টহেলেনায় গমন করেন এবং তথা হইতে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীকে একখানি পত্রের দ্বারা নিরাপদে পৌঁছান সংবাদ প্রেরণ করেন।

বিভিন্ন ভাষায় সুসমাচার মুদ্রিত।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী কর্ত্তৃক কাশ্মিরী ও গুজরাটী ভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচার এবং মারাঠী ভাষায় অনুবাদিত পুরাতন সুসমাচার মুদ্রিত হয়।

ভারতের পুষ্পরাজি।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী "ভারতের পুষ্পরাজি" নাম দিয়া পুষ্প সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

মিসেস্ কেরীর মৃত্যু।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে রেঃ ডাক্তার কেরীর দ্বিতীয়া পত্নী মিসেস্ সারলটী এমিলিয়া কেরী ৬০ বৎসর বয়সে ১৩ বৎসর কাল অশান্তি ভোগ করিবার পর, চিরশান্তিধামে গমন করেন। তাঁহার সমাধি স্তম্ভের উপর এইরূপ লিখিত আছে ;—

Charlotte Emelia

The Second wife of W. Carey D. D.

is interred on the East side of this tomb ; she

was born at Rundhoff near sleswie,

March 11th. 1761 and departed this life.

May the 30th 1821 aged 60 years.

"The memory of the just is blessed."

রেঃ ডাঃ কেরীর পত্র।

রেঃ ডাক্তার কেরী পত্নী বিয়োগের পর, তাঁহার চতুর্থ পুত্র মিঃ জনাথনকেরীকে লিখিয়াছিলেন,—"প্রিয় জনাথন, আমার প্রতি তোমার ভক্তি ও ভালবাসা চিরঅক্ষুণ্ণ থাকুক। সম্প্রতি উইলিয়ামের নিকট হইতে ও উড়িষ্যা হইতে ভ্রাতা স্টনের প্রীতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। লর্ড ও লেডী হেষ্টিংস আমার বর্ত্তমান শোকে সমবেদনা প্রকাশ করতঃ ভ্রাতা মার্শম্যানকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তোমার

মাতা কাটোয়া বিদ্যালয়ে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন, উপস্থিত আমার হস্তে অর্থ না থাকায়, আমি তাহা প্রেরণ করিতে পারিতেছি না, তুমি পাঁচটী টাকা উইলিয়ামকে পাঠাইও, আমি পরে তোমায় পাঠাইয়া দিব।”

শ্রীরামপুর কলেজ উদ্ঘাটন।

উক্ত খৃীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ডেন্‌মার্কের অধীশ্বর কলেজ উদ্ঘাটন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে ১৯জন দেশীয় খৃীষ্টান এবং ১৮ জন হিন্দু ছাত্র এই ৩৭ জন ছাত্র লইয়া, দিনামার শাসন কর্ত্তা কর্ণেল ক্রিফ্‌টিংএর সভাপতিত্বে রেঃ ডাক্তার কেরী মার্শম্যান ও রেঃ মিঃ ওয়ার্ড কর্ত্তৃক শ্রীরামপুর কলেজ উদ্ঘাটিত হয়। রাজকীয় অনুমতি অনুসারে কোপেন্‌হেগেন্‌ ও কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে এই কলেজ হইতে ছাত্রগণকে ডিগ্রী দিবার ব্যবস্থা করা হয়। তৎকালে সমগ্র এসিয়া খণ্ডের মধ্যে এই শ্রীরামপুর কলেজই সর্ব্বপ্রথম ডিগ্রী দিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল।

রেঃ ডাঃ কেরী মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের রাজ সম্মান লাভ।

উক্ত খৃীষ্টাব্দে ডেন্‌মার্কের অধীশ্বর রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী মার্শম্যান ও ওয়ার্ডকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রত্যেককে স্বহস্তে এক একখানি পত্র লেখেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের তিনজনকে সম্মান চিহ্ন স্বরূপ তিনটী স্বর্ণপদক উপহার প্রদান করেন।

উক্ত খৃীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইবার পর

রেঃ ডাঃ কেরীর পত্র।

রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহার পুত্রকে লিখিয়াছিলেন, " ভগবানের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই, কলেজের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ যেন চির অক্ষুন্ন থাকে এবং এই কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণ যেন পরিণামে-ভগবানের ধর্ম্ম মন্দিরে স্থান প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত হয়। ডেন্-মার্কের নরপতি আমাকে এবং ভ্রাতা মার্শম্যান ও ওয়ার্ডকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মতি প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ আমাদের প্রত্যেককে একখানি করিয়া সুবর্ণ পদক প্রেরণ করিয়াছেন এবং কলেজটীকে চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে সার্কিস্ ভবন ও আমাদিগের বাস বাটীর মধ্যবর্ত্তী যে ভবনে মেজর উইকেন্ডী বাস করিতেছেন, তাহা আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাঁহার এই দানে আমাদিগের আশা পূর্ণ হইয়াছে।

তাঞ্জোরের মহারাজার শ্রীরামপুর কলেজ পরিদর্শন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে তাঞ্জোরের অধিপতি মহারাজা সরফ্জী মিশনারিদিগের স্থাপিত কলেজ সন্দর্শনার্থে শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করেন। তিনি রেঃ ডাঃ কেরীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কলেজ ভবন মুদ্রাযন্ত্রালয় ও মিশন ভবন পরিদর্শন করেন।

চিন ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান কর্ত্তৃক চিন ভাষায় অনুবাদিত বাইবেল গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। উক্ত বাইবেল গ্রন্থখানি অনুবাদ

করিতে প্রায় ১৫ বৎসর কাল তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

নেপালী ও মাড়োয়ারী ভাষায় নূতন সুসমাচার মুদ্রিত।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরী কর্ত্তৃক নেপালী ও মাড়োয়ারী ভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচার মুদ্রিত হয়।

মিঃ ফিলিক্সকেরীর মৃত্যু।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর রেঃ ডাক্তার কেরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ভেষজতত্ত্ববিদ্ ও অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন মিঃ ফিলিক্সকেরীর ৩৬ বৎসর বয়ক্রমে মৃত্যু হয়। ইনি বাল্যকালে পিতার সহিত ভারতে আগমন করেন এবং তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন। ফিলিক্সকেরী বাল্যকাল হইতেই মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, এবং স্বীয় প্রতিভা প্রভাবে অল্প দিবসের মধ্যেই বাঙ্গালা সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কৃষ্ণপালের সহিত একত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে রেঃ মিঃ ওয়ার্ডের সহকারী হইয়া প্রাচ্য ভাষার মুদ্রাকরের কার্য্য শিক্ষা করেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশন সমিতির প্রচারক হইয়া ব্রহ্মদেশে গমন করেন এবং অল্প দিবসের মধ্যেই ব্রহ্মরাজের প্রিয়পাত্র হন। ব্রহ্মরাজ তাঁহার ভৈষজ জ্ঞান ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শন করতঃ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বহু সম্মানে পুরস্কৃত করেন এবং ব্রহ্মরাজদূতের পদে অভিষিক্ত করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করেন, এবং প্রত্যাগমন কালে ইরাবতী

বক্ষে তাঁহার নৌকা নিমজ্জিত হওয়ায় তিনি ও তাঁহার পত্নী পুত্রগণ এবং তাঁহার ব্রহ্মভাষায় রচিত অভিধানের পাণ্ডুলিপি জলমগ্ন হয়, কেবলমাত্র তিনি অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইনি বাঙ্গলা ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় অনেক পুস্তক অনুবাদ ও প্রণয়ন করিয়াছেন, কেবল ব্রহ্মভাষায় রচিত অভিধান খানির পাণ্ডুলিপি জলে নিমজ্জিত হওয়ায় তাহা আর মুদ্রিত হয় নাই। মিঃ ফিলিক্সকেরীর মৃত্যুর পর, তাঁহার সমাধিস্তম্ভে এইরূপ লিখিত হয়।

Sacred to the memory of Felix Carey eldest son of the Revd Dr.William carey,who Departed this life on the 10th November 1822 Aged 36 years and 20 days.

"Aprisoner of hope released."

কলেজে চিকিৎসা বিভাগ স্থাপন করিবার প্রস্তাব।

উক্ত খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মিশনারিগণ কলেজের মধ্যে একটী চিকিৎসা বিভাগ স্থাপন করিবার সংকল্প করতঃ গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়, লর্ড হেষ্টিংস বাহাদুর একজন বিখ্যাত চিকিৎসা তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপককে প্রেরণ করেন।

রেঃ ডাঃ কেরীর পরিণয়।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রেঃ ডাক্তার কেরী মিসেস্ হিউজ নাম্নী একজন পঁয়তাল্লিশ বর্ষ বয়স্কা বিধবা মহিলার পাণিগ্রহণ করেন।

উক্ত খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগে মিশনারিগণ

মিশনারিগণের পুস্তক দান।

তাঁহাদের বিংশতীবর্ষ ব্যাপী পরিশ্রমে সংগৃহীত তিন সহস্র মূল্যবান পুস্তক কলেজের পুস্তকাগারে উপহার প্রদান করেন।

রেভারেণ্ড মিঃ উইলিয়াম ওয়ার্ডের মৃত্যু।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখে মিশনারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ডের বিসুচিকা রোগে মৃত্যু হয়। ইনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর ডারবী নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারিগণের সহিত শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করেন। শ্রীরামপুর নগরীতে মিশন প্রেস নামক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে পর, ইনি স্বহস্তে অক্ষর নির্ম্মাণ করতঃ মুদ্রাযন্ত্র পরিচালন করেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "হিন্দুদিগের সাহিত্য ইতিহাস ও পুরাণ"নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে গমন করেন এবং ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর নগরীতে প্রত্যাগমন করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইনি কৃষ্ণপালের জীবনী প্রণয়ন করেন,উক্ত খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর নগরীতে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয় এবং তিনি সেই কলেরাতেই আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ মিশনারিদিগের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার সমাধিস্তম্ভের উপর এইরূপ লিখিত হয় :—

Sacred to the memory of william word.
One of the Serampur Missionaries
he was born at Derby. October 20th 1796
having devoted himself to the work of Missions.
he arrived at serampur October 13th 1799
where he assisted in the formation of the
Missionary establishment and laboured with
ardent zeal, in promoting the translation of the
Sacred scriptures and in preaching the Gospel
to the Heathen, Having impaired his Constitution,
he returned to his native land in Decr 1818.
and was absent nearly three years, during
which period he travelled through great Britain,
Holland and the united states of Amarica,
to encourage Missionary Zeal and to raise funds
for Serampur College. He returned to India.
in 1821, and after labouring with his usual
energy for seventeen months, he was removed
to his beavenly rest March 7th 1823,
aged 53 years 4 months and 13 days.

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে রেঃ ডাক্তার কেরী নৌকা হইতে অবতরণ করিবার সময় পদ-স্খলিত হইয়া পড়িয়া যাওয়ায়, গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। তন্নিমিত্ত তাঁহাকে কিছু দিবস শয্যাশায়ী থাকিতে হয়।

রেঃ ডাঃ কেরীর নৌকা হইতে পতন।

উক্ত ঘটনার কয়েক দিবস পরে দামোদরের প্রবল বন্যায় (১) শ্রীরামপুর নগরী প্লাবিত হওয়ায়, রেঃ ডাক্তার কেরীর উদ্যানটীও বন্যার জলে প্লাবিত হয় এবং ফলে তাঁহার সযত্ন রোপিত বৃক্ষলতাদি সমুদায় একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উদ্যানটী শ্রীভ্রষ্ট হয়।

দামোদরের বন্যা।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে রেঃ ডাক্তার কেরী ডেন্‌-মার্কের অধীশ্বরের প্রদত্ত স্বর্ণ পদকের আবরণের উপরিভাগে স্বহস্তে লেখেন,—"আমার আন্তরিক অভিলাষ যে, এই স্বর্ণ পদক ও এতৎসহ ডেন্‌মার্কের অধীশ্বরের স্বহস্তে লিখিত পত্রখানি আমার মৃত্যুর পর যেন আমার প্রিয়পুত্র জনাথনকে প্রদান করা হয়।"

রেঃ ডাঃ কেরীর আন্তরিক অভিলাষ।

(১) বন্যার জলে নগরটী প্লাবিত হওয়ায় অনেক গৃহ ও কুটীর ধরাশায়ী হয়। গৃহহীন ব্যক্তিগণ কলেজ ভবনে গমন করতঃ আশ্রয় গ্রহণ করেন। মিশ-নারিগণ ঐ সকল নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দান ও খাদ্যাদি প্রদান করেন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মিশনারিগণ একখানি "মেমোয়ার অফ্ ট্রান্স্লেসন্" প্রকাশ করেন তাহাতে লিখিত ছিল যে, "নূতন সুসমাচার বিংশতি প্রকার ভাষায় অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে এবং উহাতে একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

মেমোয়ার অফ্ ট্রান্স্লেসন্।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরী কর্ত্তৃক উজ্জয়িনী ও বিকানীর ভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচার মুদ্রিত হয়, ঐ সময়ে তিনি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ৺রামকমল সেনকে (১) একখানি অভিধান প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁহার সহায়তায় শারীরতত্ত্ব বিষয়ে একখানি বাঙ্গালা অভিধান ও বুনিয়ানের প্রণীত তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ তত্ত্ব এবং গোল্ডস্মিথের ও মিলের লিখিত ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন।

বিভিন্ন ভাষায় সুসমাচার।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরী কর্ত্তৃক মাগধী খাসিয়া ও মনিপুরী ভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচার মুদ্রিত হয়।

বিভিন্ন সুসমাচার মুদ্রিত

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ চার্লস গ্রাণ্টের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইনি বহু সহস্র মুদ্রা মিশন সমিতিকে দান করিয়া ছিলেন।

রেঃ চার্লস গ্রাণ্টের মৃত্যু।

---

(১) ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের পিতা।

স্যার হেনরী হ্যাভলকের পরিণয়।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে স্যার হেনরী হ্যাভলক্ রেঃ ডাক্তার মার্শম্যানের কনিষ্ঠা কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। এই পরিণয় কার্য্য শ্রীরামপুরের ভজনালয়েই সুসম্পন্ন হয়।

কলেজের অধ্যাপকদিগের শক্তি বৃদ্ধি।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা হইতে আগত অধ্যাপক মিঃ জন ম্যাকের উদ্যোগে ও চেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়। মিঃ ম্যাক্ই উক্ত কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতাদিগের আরব্ধ কার্য্য সমূহ সুসম্পন্ন করেন।

রেঃ ডাঃ কেরীর ডাঃ রাইল্যাণ্ডকে উপহার প্রদান।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরীর বাঙ্গালা ও ইংরাজী অভিধান গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য শেষ হয়। উক্ত পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রাপ্ত হইবার পর, তিনি প্রথমেই একখানি পুস্তক তাঁহার বন্ধু ডাক্তার রাইল্যাণ্ডকে অভিন্ন বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ উপহার প্রদান করেন।

রেঃ ডাঃ কেরীর পত্র।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান স্বদেশ গমন করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু সমিতির সদস্যগণ তাহাতে অমত প্রকাশ করায়, রেঃ ডাক্তার কেরী উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার স্বদেশ গমনের কথা উল্লেখ করিয়া সমিতিকে একখানি পত্র লিখিয়া

ছিলেন। সেই পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল,—"প্রিয় ভ্রাতাগণ আমাদের সহযোগী ডাক্তার মার্শম্যান ছাব্বিশ বৎসরকাল একাদি-ক্রমে মিশন সমিতির কার্য্য করিবার পর, স্বদেশ দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। আমাদিগের কলেজের কার্য্য পরিচালনের জন্য তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি, আমাদিগের সহিত বর্ত্তমানে মিশনারি সম্প্রদায়ের দশটী বিভিন্ন স্থানের ও তদুপরি কলেজের সম্পর্ক জড়িত। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই সকলের ব্যয় আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইউরোপ হইতে সংগৃহীত চাঁদা ও আমাদিগের পরিশ্রম লব্ধ অর্থ হইতে নির্ব্বাহিত হইতেছে।" রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীর এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমিতির সদস্যগণ রেঃ ডাক্তার মার্শম্যানকে স্বদেশে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

দিনামার নরপতির কলেজের সনন্দ প্রদান।

উক্ত খৃষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান ইউরোপ পরিদর্শনে গমন করেন এবং তদানীন্তন লণ্ডনস্থ দিনামার মন্ত্রী কাউণ্ট মণ্টকীর নিকট দিনামার নরপতির প্রদত্ত দানের কথা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং রাজকীয় সনন্দখানি কোপেনহেগেন হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দিনামার মন্ত্রী কাউণ্ট মণ্টকী, কাউন্স স্কুলিন ও কৃষ্ণফার এণ্ডার্সনের সহিত কোপেনহেগেনে গমন করেন। ঐ সময়ে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত র‍্যাস্কি তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে

উপস্থিত ছিলেন, দিনামার নরপতি ইহাঁদিগের সমক্ষে উৎকৃষ্ট পার্চ্চমেণ্ট কাগজে (Vellum charter) রাজকীয় সনন্দ স্বহস্তে লিখিয়া দেন। সেই সনন্দে তিনি কীল ও কোপেনহেগেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ন্যায় শ্রীরামপুর কলেজ হইতে উপাধি দিবার অধিকার প্রদান করেন।

লণ্ডন নগরস্থ প্রতিনিধি-গণের শ্রীরামপুরে আগমন

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন নগরস্থ মিশন সমিতির প্রতিনিধিগণ শ্রীরামপুর নগরী পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইলে পর, রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহাদিগকে শ্রীরামপুরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আপনার নৌকা প্রেরণ করেন। লণ্ডন নগরীর প্রতিনিধিগণ রেঃ ডাক্তার কেরীর প্রেরিত নৌকায় আরোহণ করতঃ শ্রীরামপুর নগরাভি-মুখে গমন করেন এবং তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে পর, মিসেস্ মার্শম্যান তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করতঃ রেঃ ডাক্তার কেরীর আবাস ভবনে লইয়া যান। প্রতিনিধিগণ যখন রেঃ ডাক্তার কেরীর ভবনে গমন করেন, তখন তিনি আপনার পাঠ গৃহে বসিয়া দুইজন হিন্দু চিত্রকরের সহিত প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিমিত্ত একখানি চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন। রেঃ ডাক্তার কেরী মিসেস্ মার্শম্যানের সহিত প্রতিনিধিগণকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করতঃ তাঁহাদের সহিত মিশন সমিতির কার্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহার কলিকাতাস্থ বিদ্যালয়টীর ঋণ পরিশোধ, সংস্কার ও উন্নতি সাধন এবং একটী স্কুল সোসাইটী স্থাপন করিবার নিমিত্ত ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়, তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল মারকুইস অফ্ হেষ্টিংস ও তাঁহার পত্নী, রেঃ ডাক্তার কেরীর প্রার্থিত অর্থ প্রদান করেন, অধিকন্তু বার্ষিক ২৪০ পাউণ্ড করিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন।

গভর্ণর জেনারেলের নিকট রেঃ ডাঃ কেরীর সাহায্য প্রার্থনা।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে ১৪টী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশনারিগণের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া গ্রামবাসীগণ তাঁহাদের গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করায়, তাঁহারাও গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন। উক্ত খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত "ব্রিফ্ মেমোয়ার অফ্ ব্রাদারহুড" নামক পত্রিকায় বিদ্যালয় সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রকাশিত হয়,—"মিসেস্ মার্শম্যান ও মিসেস্ এমিলিয়া কেরীর প্রযত্নে বঙ্গদেশে ১৪টী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে হিন্দু বালিকা ও স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।"

বালিকা বিদ্যালয়।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে রেঃ ডাক্তার কেরী লর্ড

রেঃ ডাঃ কেরীর লেভিতে নিমন্ত্রণ।

উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের লেভিতে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। রেঃ ডাক্তার কেরী লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের লেভিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার পর, কলিকাতা হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্র মিঃ জাবেজ কেরীকে লিখিয়াছিলেন,—"অদ্য প্রাতে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের লেভিতে যোগদান করিবার জন্য আসিয়া ছিলাম। এই সভায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল, পূর্ব্বে যাঁহারা আমার নিকট অধ্যয়ন করিত তাঁহাদের মধ্যেও অনেককেই দেখিলাম। শুনিয়া ছিলাম লাট মহিষী লেডী বেণ্টিঙ্ক একজন পরম ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে আর কখন দেখি নাই, অদ্য সন্ধ্যাকালে তাঁহার দরবারে যোগদান করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু কল্য রবিবার আমাকে অবশ্যই বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতে হইবে সেই নিমিত্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা ঘটিল না।"

কৃষি ও শিল্প সমিতির অধিবেশন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীর প্রতিষ্ঠিত কৃষি ও শিল্প সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে টীটাগড় নিবাসী গোলক চন্দ্র কর্ম্মকার নামক জনৈক শিল্পী তাঁহার স্বহস্তে নির্ম্মিত কৃষি কার্য্যের উপযোগী একটী বাষ্পীয় যন্ত্র (১) প্রদর্শন করায় ৫০৲ টাকা

(১) উক্ত বাষ্পীয় যন্ত্রটী রেঃ ডাঃ কেরী ক্রয় করেন।

পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং ১০৯ জন মালী এ দেশীয় শাক্ শব্জীর উৎকর্ষতা সাধন করার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়।

শ্রীরামপুর কলেজ কেন্দ্রস্থল।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজে ইউরোপীয় ও দেশীয় মিশনারিদিগের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব এরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, তাহার ফলে বহু সংখ্যক হিন্দু সন্তান আকৃষ্ট হইয়া উক্ত কলেজে যোগদান করেন। রেঃ ডাক্তার কেরীর ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টা ও উদ্যোগ এবং সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হওয়ায়, উক্ত কলেজটী অল্প দিবসের মধ্যেই নিকটস্থ দশটী বিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থল রূপে পরিণত হয়।

রেঃ ডাক্তার ডফের কলেজ স্থাপন কবিবার প্রস্তাব।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড ডাক্তার আলেক্জাণ্ডার ডফ্ (১) কলিকাতায় একটী খ্রীষ্টিয়ান কলেজ স্থাপন করিবার নিমিত্ত মিশন সমিতির নিকট প্রস্তাব করেন। মিশন সমিতির মাসিক অধিবেশনে রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফের কলেজের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে পর, রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী ব্যতীত সমুদায় মিশনারিগণ তাঁহার প্রতিকূলে মত প্রদান করেন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বাইবেল সমিতির সহকারীগণ তৎ-

(২) রেঃ ডাঃ আলেক্জাণ্ডার ডফ্ যখন কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর।

কলিকাতার বাইবেল সোসাইটীর প্রস্তাব।

কালীন এডভোকেট জেনারেল সদৃশ ব্যক্তিগণকে সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিবার ও অপর মিশনারিগণকে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি হইতে দূরে রাখিবার প্রস্তাব করেন এবং রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী ও রেভারেণ্ড ইয়াটীজের কৃত অনুবাদের পরিবর্ত্তে এল্লারটনের কৃত অনুবাদ ব্যবহার করিতে সংকল্প করেন।

ঝটিকা ও বন্যা।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে যে ভীষণ ঝটিকা সংঘটিত হয়, তাহাতে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীর বহুযত্নে স্থাপিত উদ্যানটীর সমুদায় বৃক্ষবল্লরী সমূলে উৎপাটিত হইয়া ধরাশায়ী হয় এবং লতাগৃহটী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। উপরন্তু ঐ সময়ে বন্যা হওয়ায়, মিশনারিদিগের আদি বাস ভবনটীরও এক চতুর্থাংশ ভাগীরথীর গর্ভে নিমজ্জিত হয় এবং রেঃ মিঃ ওয়ার্ডের বসতবাটীরও কতক অংশ পতিত হয়। ঝটিকার প্রভাবে ও বন্যার প্রবাহে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীর উদ্যানটী একেবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যাওয়ায়, তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া ছিলেন।

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষের পত্র এবং রেঃ ডাঃ কেরীর প্রত্যুত্তর।

উক্ত ঘটনার কয়েক দিবস পরে, মিশনারিগণ আমেরিকা হইতে ডাক্তার এস-টটনের লিখিত একখানি পত্র প্রাপ্ত হন, সেই পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল,—"রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ড কলেজের জন্য আমেরিকা হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন,

সেই অর্থ যতদিন না কলেজ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, উহা কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নহে, পরন্তু হিন্দুধর্ম্মান্তরিতদিগের থিওলজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় হইবে, ততদিন উহা প্রেরিত হইবে না।" উক্ত পত্রের প্রত্যুত্তরে রেঃ ডাঃ কেরী লিখিয়া ছিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে এইরূপ ব্যয় সঙ্কোচের কথা কখন শুনি নাই, খ্রীষ্টান যুবকদিগের বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যতিরেকে কিরূপে পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা যায় তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন যে, বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান ব্যতিরেকে আমেরিকার যুবকদিগকে আপনারা কিরূপে শিক্ষা প্রদান করেন।"

রেঃ ডাঃ কেরী ও তাঁহার পণ্ডিতের প্রতিকৃতি।

রেঃ ডাক্তার কেরী ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহিত বিশেষ রূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তৎকালের খ্যাতনামা হিন্দু পণ্ডিতগণ ও মৌলবীগণ সদাসর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গমন করিতেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী ঐ সকল পণ্ডিত মণ্ডলী ও মৌলবীগণের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার সদা সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিতেন, রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহার প্রতিকৃতির সহিত উক্ত পণ্ডিতেরও প্রতিকৃতি অঙ্কিত করাইয়া ছিলেন। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রথমে সুপ্রীম আদালতে অনুবাদকের কার্য্য করিতেন, পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইলে পর তথায়

পণ্ডিতের পদপ্রাপ্ত হন, সেই সূত্রে ইহাঁর সহিত রেঃ ডাক্তার কেরীর পরিচয় হয়, গুণগ্রাহী রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপনার পণ্ডিত সভার প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত করেন।

বিভিন্ন সুসমাচার প্রকাশ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবামপুর মিশন প্রেস হইতে সিংহল মালয় তামিল প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচারের কতিপয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে শাঁখরাইল নিবাসী ৺রামজয় সরকার

রামজয় সরকার ও ঈশ্বরচন্দ্রঘোষাল।

(১) ও ৺ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল (২) মিশনারিদিগের মুদ্রাযন্ত্রের একটী বিভাগে কার্য্য প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহারা স্বীয় বাসস্থান শাঁখরাইল গ্রাম পরিত্যাগ করতঃ শ্রীরামপুরে স্থায়ী ভাবে বাস করেন।

(১) রামজয় সরকার চারি পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্র মোহন মধ্যম গোপালচন্দ্র তৃতীয় কেশবচন্দ্র চতুর্থ হেমচন্দ্র। ইহাদের উপাধি দাস দে, মিশনারিগণ রামজয়কে সরকার বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তদবধি ইহাঁরা সরকার নামে আখ্যাত হন। গোপালচন্দ্র একপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন. গোপালচন্দ্রের পুত্রের নাম তারক নাথ, ইনি শ্রীরামপুর কলিজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

(২) ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। জ্যেষ্ঠের নাম নিমাইচন্দ্র এবং কনিষ্ঠের নাম হীরালাল। নিমাই চন্দ্র পরলোকে গমন করিয়াছেন, ইনি একজন সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর পত্রের প্রত্যুত্তর।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারত গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী মহোদয় কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানিবার নিমিত্ত রেঃ ডাক্তার কেরীকে একখানি পত্র লেখেন। তদুত্তরে রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহাকে কাগজ প্রস্তুত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"যখন আমরা প্রথম কার্য্য আরম্ভ করি, তখন আমাদের কোন কল ছিল না, আমরা কেবল কতিপয় এ দেশীয় কাগজ প্রস্তুত কারকের (কাগ্‌জীর) সাহায্যে কার্য্য আরম্ভ করি। তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারেই কাগজ প্রস্তুত করিতে থাকে। কিন্তু তাহারা কাঁজি ব্যবহার করিত না, আমরা কেবল কাগজের বর্ণ ও কীটদষ্ট হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাঁজি ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিই। প্রথমে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, পরে গবেষণা ও পরীক্ষার পর, "ক্রোটোলেরিয়া জুন্‌সিয়া" নামক উদ্ভিদের আঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি। ঐ সকল উদ্ভিদের আঁশ প্রথমে চুণের জলে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখা হইত, পরে জল হইতে তুলিয়া ঘাসের উপর শুষ্ক করিতে দেওয়া হইত, উহা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে, ঢেঁকিতে কুটিয়া জলে মিশ্রিত করা হইত, উহা ঠিক ঘন সাবানের ন্যায় হইলে একখানা বড় কাগজের আকারে চেয়াড়ী নির্ম্মিত ফর্ম্মার দ্বারা ঐ তরল পদার্থকে তুলিয়া লইয়া পুনরায় ঘাসের উপর শুষ্ক করিতে

দেওয়া হইত। উহা শুষ্ক হইলে পর, কতকগুলি কাগজ একসঙ্গে করিয়া যত্ন পূর্ব্বক ধরিয়া অতি সন্তর্পণে কাঁজিতে ভিজান হইত, এবং উহা পুনরায় শুষ্ক করিয়া ভাঁজ করতঃ একখানি তক্তা চাপা দিয়া, তদুপরি কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড চাপাইয়া জাঁত দেওয়া হইত। ইহাই আমাদের কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী ছিল। অধুনা আমরা বাষ্পীয় কলে কাগজ প্রস্তুত করিতেছি।"

রেঃ ডাঃ কেরীর নবদ্বীপে গমন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রেঃ ডাক্তার কেরী নবদ্বীপাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত নদীয়ায় গমন করেন। নবদ্বীপাধিপতি ডাক্তার কেরীর সহিত কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁহাকে ৪০খানি হস্তলিখিত পুঁথি উপহার প্রদান করেন।

মিসেস্ ওয়ার্ডের মৃত্যু।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিসেস্ ওয়ার্ডের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃতদেহ মিশনারিদিগের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়। তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করিবার সময়, রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান তাঁহার গুণাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

চেরাপুঞ্জীতে মিশন ভবন ও গ্রীষ্মাবাস স্থাপন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরী চেরাপুঞ্জী নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে একটী নূতন মিশন ভবন ও তথায় আপনাদের একটী গ্রীষ্মাবাস স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি ও মিঃ গ্যারেট ঐ কার্য্যের

জন্য প্রত্যেকে ৬০ পাউণ্ড করিয়া প্রদান করতঃ তথায় একটী মিশন ভবন ও গ্রীষ্মাবাস স্থাপন করেন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রেঃ ডাক্তার কেরীর সভাপতিত্বে মিশন ভবনে একটী সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান মিঃ ম্যাক প্রভৃতি মিশনারিগণ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা বক্তৃতা করিবার পর, রেঃ ডাক্তার কেরী প্রার্থনা করেন,—"হে প্রভু তুমি তোমার ভৃত্যকে শান্তিতে মরিতে দাও, আমি তোমার মহাশক্তি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করেন এবং পরে ঈশ্বরানুগ্রহে কলেজের কার্য্যে সাফল্য লাভ এবং হেন্‌রী হ্যাভলক্‌ কর্ত্তৃক আগ্রায় ভজনালয় স্থাপন হেতু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

মিশন ভবনে সভা

বাঙ্গালা সুসমাচারের অষ্টম সংস্করণ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত নূতন সুসমাচারের অষ্টম সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

রেঃ ডেভিড উইলসনের রেঃ ডাঃ কেরীর সহিত সাক্ষাৎ।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার বিশপ রেঃ ডেভিড উইলসন্‌ রেঃ ডাক্তার কেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করেন।

মিঃ লিচ্‌ম্যানের শ্রীরামপুরে আগমন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে রেঃ ডাঃ কেরীর বন্ধু মিঃ লিচ্‌ম্যান স্কটলণ্ড হইতে শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করেন।

রেঃ ডাঃ কেরীর চরম পত্র।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে রেঃ ডাক্তার কেরী স্বহস্তে স্বীয় চরম পত্র লিপিবদ্ধ করেন। রেঃ ডাক্তার কেরীর চরমপত্রে এইরূপ লিখিত ছিল,—" আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতেছি যে, শ্রীরামপুরস্থ মদীয় মিশন ভবনে, ইহার সমগ্র বা কোন অংশে আমার নিজস্ব স্বত্ব বা দখল নাই এবং অত্র চরমপত্রে স্বীকার করিতেছি যে, ইহাতে ইতিপূর্ব্বে আমার কোনরূপ স্বত্ব ও দখল ছিলনা। আমার প্রতিষ্ঠিত যাদুঘরে ধাতব পদার্থ, প্রবাল, শঙ্খ, শম্বুকাদি, কীট পতঙ্গ ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ও অদ্ভুত দ্রব্য নিচয় যাহা আছে এবং লর্ড হেষ্টিংস আমাকে যে উদ্ভিজ্জতত্ত্বের পুস্তক উপহার প্রদান করিয়া ছিলেন তাহা ও টেলারের লিখিত হিব্রু ভাষার পুস্তক এবং মৎ সংগৃহীত বিদেশীয় ভাষায় বাইবেল গ্রন্থ সমূহ ও ইটালী জর্ম্মন প্রভৃতি ভাষার পুস্তকাবলি যাহা আছে, তাহা আমি অত্র পত্র দ্বারা শ্রীরামপুর কলেজকে নিঃস্বার্থভাবে অর্পণ করিলাম। আমার মৃত্যুর পর, আমার পাঠাগার হইতে আমার পত্নী মিসেস্ গ্রেসের অভিমত ইংরাজী পুস্তক গুলি যেন তাঁহাকে প্রদান করা হয়। ফিলিক্স ও উইলিয়াম ইহাদের প্রত্যেককে ১৫০০ টাকা দিয়াছি

এবং অর্থাভাব বশতঃ জাবেজকে কিছুই দিতে পারিলাম না, অতএব প্রার্থনা, আমার মৃত্যুর পর, আমার পুস্তকাগারটী বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ যেন তাহাকে প্রদান করা হয়, আমার কনিষ্ঠ পুত্র জনাথনের ব্যবস্থা আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি। আমার সমাধি যেন যথাসম্ভব আড়ম্বর শূন্য হয় ও আমাকে যেন আমার দ্বিতীয়া পত্নী সারলটী এমিলিয়া কেরীর সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা হয় এবং আমার স্মৃতি ফলকের উপর এই কয়টী কথা যেন লিখিত থাকে :—

উইলিয়াম কেরী জন্ম ১৭৬১ খ্রীঃ ১৭ই আগষ্ট

মৃত্যু—

রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহার চরমপত্র লিপিবদ্ধ করিবার কিয়দ্দিবস পরে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন এবং তাঁহার পীড়া দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ঐ দিবস তাঁহার চিরসঙ্গী রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্শম্যান তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন,—"এখন তিনি আর বাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন না, আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবেশন করতঃ উপাসনা করিলাম। যদিও তিনি তখন বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া ছিলেন, তথাপি তিনি আমাকে উপাসনা করিতে দেখিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যে, আমি উপাসনা করায় তিনি অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়াছেন। পরে

রেঃ ডাঃ কেরীর পীড়া।

মিসেস্ কেরী, আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কিনা এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ভাবে প্রকাশ করিলেন যে, আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন এবং করমর্দ্দন করিবার অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসারণ করেন, আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া করমর্দ্দন করায়, তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন এবং অতি ধীরে ধীরে বলেন, "এখন আমার অন্তরে কোন ভয় নাই কোন সন্দেহ নাই এবং কোনরূপ অপূর্ণ বাসনাও নাই।" পরে তথা হইতে আমি কার্য্যান্তরে গমন করিলাম এবং সেই দিন আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। পরদিবস প্রত্যুষে যখন আমি ভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম, পথে ভ্রাতা ম্যাক্ ও লিচ্‌ম্যানের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাদের নিকট শুনিলাম যে, ভ্রাতা কেরীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে,ঐ কথা শুনিয়া আমি দ্রুতপদে কলেজের মধ্য দিয়া তাঁহার ভবনে গিয়া দেখিলাম যে, তিনি (১) সেইমাত্র শান্তিধামে যাত্রা

(১) রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী ভারতবর্ষে আগমন করিবার পুর্ব্বে তৎ-প্রতিষ্ঠিত মিশন সমিতি হইতে ৬০০ পাউণ্ড প্রাপ্ত হন এবং ভারতবর্ষে আসিবার পর, নীলকর রূপে ১৬২৫ পাউণ্ড এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি গ্রহণ করিবার পর ৪৫০০০ হাজার পাউণ্ড (৩,৬০১০০৲ টাকা) উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে এরূপ কপর্দ্দক শূন্য হইয়াছিলেন যে, তৃতীয় পুত্র ·জাবেজকেরীকে নগদ অর্থ কিছুই দিতে পারেন নাই, স্বীয় পুস্তকাগারটী বিক্রয় করিয়া, সেই বিক্রয় লব্ধ অর্থ জাবেজকেরীকে প্রদান করিবার নিমিত্ত

১৭৭]

করিয়াছেন। মিসেস্‌কেরী মিসেস্‌ম্যাক্ জাবেজ এবং আমার পুত্র জন তথায় বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

রেঃ ডাঃ উইলিয়াম কেরীর মৃত্যু।

পরদিবস ৯ই জুন সোমবার প্রদীপ্ত ঊষালোকে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইবার পর, মহা মহিমান্বিত ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী মিশনারি সম্প্রদায় বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন আশ্রিত অনুগত দেশবাসীগণকে শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া ৭৩ বৎসর বয়ক্রমে অনন্তধামে গমন করেন।

চরম পত্রের অছিগণকে অনুরোধ করেন। রেঃ ডাঃ কেরীর মৃত্যুর পর অছিগণ, তাঁহার পাঠাগারটী ১৮৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং মূল্যে বিক্রয় করতঃ সেই অর্থ মিঃ জাবেজকেরীকে প্রদান করেন।

From May 1801 to June 1807 inclusive, as Teacher of Bengali and Sanskrit, 74 months at 500 rupees monthly	37,000
From 1st July 1807 to 31st May 1830, as Professor of ditto at 1000 rupees Monthly ...	2,75,000
From 23rd Oct to July 1830, inclusive, 300 rupees monthly, as Translator of Government Regulations.	24.600
From 1st July 1830 to 31st may 1834. a pension of 500 rupees Monthly	23,500
Sicca Rupees	3, 60,100

ইংলণ্ডের কৃতি সন্তান যিনি পরিণামে ধর্ম্মসংস্কারক রূপে ভারতে আসিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আদ্য সোপান প্রতিষ্ঠিত করেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের পবিত্র পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করতঃ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি একজন তন্তুবায়ের পুত্র এবং অষ্টাদশ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত একজন চর্ম্মকারের বিপণিতে বিনামা সংস্কারকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী যে জেলায় সেক্ষপিয়র উইক্লিফ ফক্স বুনিয়ান নিউটন ও স্কটের জন্ম হয়, সেই পবিত্র জেলায় কেরী জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। যে অল্নী প্রদেশের পবিত্র ভূমিতে কবি উইলিয়াম কাউপার স্বীয় বাসস্থান নির্ব্বাচিত করতঃ "হোপ" ও "টাস্ক" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কাব্য স্রোতে দেশ প্লাবিত করিয়া ছিলেন, সেই প্রদেশের পুরোভাগে পাদুকা সংস্কাবক যুবক কেরী সাট্‌ক্লিফের শিষ্যরূপে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেন,—জগৎপদ্ধতি অবোধগম্য। সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্যাবলী অবিজ্ঞেয়—যে শুভাদৃষ্ট তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল তদ্বিষয়ে তিনি তখন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। কে জানিত যে, তিনি একদিন সাধারণ পদবী হইতে জগতের অত্যুচ্চ পদবী লাভ করিবেন। কে জানিত যে, সেই বহুদূরস্থিত প্যাডিংটন গ্রামের পাদুকা সংস্কারক চার্লস নিকোলাসের শিক্ষানবিশ যুবক কেরী ভবিষ্যতে দেশ পূজ্য হইবেন। তিনি জগৎ পিতার অনবলোকিত

রেঃ ডাঃ উইলিয়াম কেরীর জীবনী।

শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিজ সামান্য বাসবাটী পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতেই অসাধারণ অধ্যবসায় ও উৎসাহের সাহায্যে দেশ পূজ্য হইয়াছিলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে রেঃ ডাক্তার কেরী নর্দ্দাম্‌টন্‌সায়ারের অন্তর্গত পলারপেরী নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা উক্ত গ্রামের ভজনালয়ের একজন আচার্য্য ছিলেন। শৈশব অবস্থায় ইঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, ইঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল থাকায়, বাল্যকালে ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুবিধা হয় নাই, অধিকন্তু ইঁহাকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রমেই অর্থ উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত জন্মস্থান পলারপেরী গ্রামের দশ মাইল দূরবর্ত্তী প্যাডিংটন গ্রামের বিনামা সংস্কারক চার্লস নিকোলাসের বিপণিতে শিক্ষানবিশের কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়। রেঃ ডাক্তার কেরী চার্লস নিকোলাসের বিপণিতে শিক্ষানবিশের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পর, ওয়ার্ড নামক একজন যুবকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, অবসর কালে তিনি তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন, কিয়দ্দিবস ধর্ম্মালোচনা করিবার পর, তাঁহার হৃদয় ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত হয় এবং তিনি যে ঈশ্বরের নিকট দোষী, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া, অধিকতর মনোযোগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে থাকেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইবার পর, তাঁহার অন্নদাতার মৃত্যু হয়, রেঃ ডাক্তার কেরী মিঃ

ওল্ড নামক অপর একজন চর্ম্মকারের বিপণিতে ঠিকা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময়ে বাইবেলের ভাষ্যকার রেভারেণ্ড টমাস স্কটের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, তিনি তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা ও মিঃ হলের প্রণীত একখানি ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিয়া যিশু খ্রীষ্টের কার্য্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এবং তাঁহার বিংশতি বর্ষ বয়ক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে একদিন রবিবারে নিকট-বর্ত্তী একটী গ্রামের কতকগুলি লোক তাঁহাকে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করায়, তিনি তাঁহাদিগকে পরমার্থ তত্ত্ব এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে, তাঁহারা তাহা শ্রবণ করিয়া বিমোহিত ও চমৎকৃত হন এবং তাঁহাকে মোণ্টন ধর্ম্ম মন্দিরের ধর্ম্মযাচকের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রেঃ ডাক্তার কেরী ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করেন এবং পরে তথা হইতে লিসেষ্টারে গমন করেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্লিপ্‌টন নগরের ধর্ম্ম মন্দিরে এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে নর্দ্দাম্পটন নগরের ব্যাপ্তিস্ত মিশন সমিতিতে বক্তৃতা করেন এবং উক্ত খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ক্রিটারিং নগরে যে একটী সভা হয়, সেই সভায় তিনি একটী ব্যাপ্তিস্ত মিশন সমিতি সংগঠন করিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে একটী মিশন সমিতি স্থাপিত হয় এবং উক্ত সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সমিতির সভ্যগণ ১৩ পাউণ্ড ২ শিলিং ৬ পেনী চাঁদা প্রদান করেন। ঐ সময়ে টমাস ওয়ার্ড

মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারিগণ উক্ত সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরী ও টমাস দুইজনে বার্ষিক একশত পাউণ্ড বৃত্তি গ্রহণ করতঃ ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে আগমন করেন। রেঃ ডাক্তার কেরী ও টমাস কলিকাতা নগরে উপনীত হইলে পর, রামরাম বসু নামক একজন পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়, তিনি তাঁহাকে আপন সহকারী নিযুক্ত করেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের অর্থের অনাটন হওয়ায়, তাঁহাদের সবিশেষ কষ্ট উপভোগ করিতে হয়। ঐ সময়ে কলিকাতার বিখ্যাত ধনী নীলকমল দত্ত তাঁহাদের দুরবস্থা দর্শন করতঃ দয়াপরবশ হইয়া অর্থ সাহায্য করেন ও তাঁহার মাণিকতলা পল্লীস্থ উদ্যানে তাঁহাদের বাস করিতে অনুমতি প্রদান করেন। কিয়দ্দিবস তথায় থাকিবার পর তাঁহারা কৃষিকার্য্য করিবার অভি-প্রায়ে, আশ্রয়দাতা নীলকমল দত্তের নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করতঃ সুন্দরবনে গমন করেন, কিন্তু তথায় সাফল্য লাভ করিতে না পারায় রেঃ ডাক্তার কেরী মালদহে গমন করতঃ নীলকরের কার্য্যে ব্রতী হন এবং তথা হইতে মার্শম্যান ওয়ার্ড প্রমুখ সহযোগীগণকে ভারতে আসিবার নিমিত্ত পত্র প্রেরণ করেন। তদনুসারে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা ভারতে আগমন করতঃ দিনমার উপনিবেশ শ্রীরামপুর নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কেরী মালদহ হইতে শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করতঃ

তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। এক সময়ে যিনি বিনামা সংস্কার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া ছিলেন, এক সময়ে যিনি জাহাজের কাপ্তেনগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন, এক সময়ে যিনি কলিকাতায় আসিয়া অনশন ক্লেশে পড়িয়া বাঙ্গালীর নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়াছিলেন, এক সময়ে যিনি হুগলী নদীর মোহানাস্থিত ব দ্বীপের অন্তর্গত অরণ্যময় প্রদেশে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন, এক সময়ে যিনি অস্বাস্থ্যকর জলা ভূমিতে নীলকরের কার্য্য করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়া ছিলেন, আজ সেই প্যাডিংটন গ্রামের পাদুকা সংস্কারক উইলিয়াম কেরী স্বীয় অসামান্য প্রতিভা প্রভাবে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া দেশ পূজ্য হইয়াছেন,—রেঃ ডাক্তার কেরীর ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্বধর্ম্মপালন, একাগ্রচিত্ততা, মুক্তহস্ততা, অধ্যবসায়, অমিত পরিশ্রম, উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা, যাহা মানুষকে দেবতার পদবীতে উন্নীত করে, তাহারই প্রভাবে রেঃ ডাক্তার কেরী স্বদেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। রেঃ ডাক্তার কেরী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যে, কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া ছিলেন তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। একখানি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার দৈনন্দিন পরিশ্রমের কথা এইরূপ লিখিত আছে,—"রেঃ ডাক্তার কেরী প্রত্যহ প্রভাত পাঁচ ঘটিকার পূর্ব্বে

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কিয়ৎক্ষণ হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেল ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ করতঃ ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। তাহার পর কিয়ৎক্ষণ দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের সহিত বাঙ্গলা ভাষায় প্রার্থনা করিয়া, ভাগীরথীতীরে ভ্রমণ করিতে যাইতেন, তৎপরে গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ ভৃত্যগণের নিকট হিসাবাদি গ্রহণ করিয়া প্রাতঃ ভোজনের পর, মুন্সী সাহেবের নিকট কিয়ৎক্ষণ পার্শীভাষা অধ্যয়ন করিয়া,পণ্ডিতগণের সহিত দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত রামায়ণ অনুবাদ করিতেন। তাহার পর কলেজে গমন করিতেন এবং তথায় দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত নিয়মিত অধ্যাপনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ পাণ্ডুলিপির ভ্রম সংশোধন করিতেন, তৎপরে কলেজের প্রধান পণ্ডিতের সহিত ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত বাইবেল গ্রন্থ অনুবাদ করিতেন, সাত ঘটিকার সময় ইংরাজী ভাষায় প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিবার পর, পণ্ডিতের নিকট তেলিগু ভাষা শিক্ষা করিতেন, তাহার পর রাত্রি এগার ঘটিকা পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন, তৎপরে গ্রীক ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করিয়া ভগবানের নিকট দৈনিক কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিয়া রজনীর শেষ কয়েক ঘণ্টা মাত্র বিশ্রাম করিতেন।"

রেঃ ডাঃ কেরীর সমাধি।

১০ই জুন প্রভাত পাঁচ ঘটিকার পূর্ব্ব হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বারিপাত হইতেছিল। রেঃ ডাক্তার কেরীর আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবগণ

(১) এবং স্বস্ত্রীক দিনামার শাসন কর্ত্তা ও তদীয় কাউন্সিলের সভ্যগণ মর্ম্মভেদী শোক প্রকাশ পূর্ব্বক, তাঁহার শবদেহ মিশ-নারিদিগের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যান। শবযাত্রীর দল যখন রাজবর্ত্ম দিয়া গমন করেন, তখন শ্রীরামপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম-বাসী দরিদ্র ব্যক্তিগণ দলে দলে আসিয়া, শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে শববাহী দলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমাধিক্ষেত্র পর্য্যন্ত গমন করেন। শববাহী দল ও অন্যান্য সকলে প্রবল বারিপাতে সিক্ত হইয়া উন্মুক্ত সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইলে পর, আকাশে সূর্য্যদেব উদয় হন। প্রথা অনুযায়ী প্রথমে মিঃ লিচ্‌ম্যান একটী আনন্দময় স্তোত্র পাঠ করিবার পর, রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান ও রেঃ রবিন্সন

(১) সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন রেঃ ডাক্তার কেরীর কলিকাতাস্থ বন্ধুবান্ধবগণের নিকট সংবাদ প্রেরণের সুবিধা ঘটে নাই। যাঁহাদের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল দৈবদুর্য্যোগ বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শবযাত্রায় যোগদান করিতে না পারায় শোকলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও লেডী বেণ্টিঙ্ক রেভারেণ্ড মিঃ ফিসারের হস্তে একখানি শোকপত্র প্রদান করতঃ তাঁহাকে প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করেন। লাটমহিষী লেডী বেণ্টিঙ্ক রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীকে সাতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। শববাহী দল যখন কলেজ ও মিশন ভবনের সম্মুখ দিয়া গমন করেন, তখন লেডী বেণ্টিঙ্ক মহোদয়া বারাকপুরস্থ প্রাসাদের বাতায়ন হইতে তাহা দর্শন করিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন।

প্রার্থনা করেন, তৎপরে তাঁহারা শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে রেঃ ডাক্তার কেরীর শবদেহ তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী সারলটী এমিলিয়ার কবরের পার্শ্বে সমাহিত করেন। ঐ সময়ে দিনামার গভর্ণমেণ্ট রাজপতাকা অর্দ্ধোত্তোলন করতঃ তাঁহার পদোচিৎ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং সমাধিকার্য্য সম্পন্ন হইবার পর, সকলে নিরানন্দ মনে তথা হইতে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার সমাধি স্তম্ভের উপর এইরূপ লিখিত হয়ঃ—

William Carey

Born 17th Aug 1761 died 9th June 1834.

"A wretched poor and helpless worm

on thy kind arms I fall"

জান্নগর ভজনালয়ে শোকসভা।

ঐ দিবস অপরাহ্নকালে দেশীয় খ্রীষ্টানগণ জান্নগরস্থ ভজনালয়ে একটী সভা আহ্বান করতঃ তথায় রেঃ ডাক্তার কেরীর গুণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ, প্রার্থনা ও সমাধি সঙ্গীত করেন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রেঃ ডাক্তার মার্শম্যানের প্রধান কর্ম্মচারী গুরুদাস দে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায়, রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান তাঁহার জামাতা ব্রজনাথদত্তকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীরামপুরে গাড়ী ঘোড়ার আড্ডা।

ব্রজনাথ দত্ত রেঃ ডাক্তার মার্শম্যানের অনুরোধে শ্রীরামপুর নগরীতে একটী গাড়ী ঘোড়ার (১) আড্ডা স্থাপন করেন। ইতিপূর্ব্বে রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্শম্যান নিজ ব্যবহারের জন্য দুইখানি গাড়ী ও তিনটী ঘোড়া রাখিয়া ছিলেন, কিন্তু মিশন সমিতির কতিপয় সভ্য তাঁহার ঐ ব্যয় বাহুল্যের কারণ দর্শাইয়া নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া রেঃ ডাক্তার কেরীর সহিত পত্র ব্যবহার করেন। রেঃ ডাক্তার কেরী তাঁহার সেই ব্যয় বাহুল্যের প্রয়োজনের কারণ দর্শাইয়া প্রতিবাদ করায়, তাঁহারা নিরস্ত হন। পরে রেঃ ডাক্তার কেরীর মৃত্যুর পর, তাঁহারা ঐ সম্বন্ধে পুনরায় অন্দোলন করায় রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান স্বীয় গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করেন এবং স্বীয় কর্ম্মচারী ব্রজনাথ দত্তের দ্বারা গাড়ী ঘোড়ার আড্ডা করাইয়া সেই গাড়ী ব্যবহার করিতেন।

(১) ব্রজনাথ তাঁহার বাস ভবনের সংলগ্ন সুবৃহৎ ভূমিখণ্ডে গাড়ী ঘোড়ার আড্ডা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আস্তাবলে তিনখানি পাল্কিগাড়ী ও একখানি বগীগাড়ী এবং দশটী ঘোড়া ছিল। শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীহারাণ চন্দ্র নন্দী ও বিহারীলাল দত্ত গাড়ী ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করিতেন এবং মিঃ হল নামক একজন ইউরোপীয় প্রধান পরিচালক ছিলেন। মিশনারীগণ ব্যতীত অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ব্রজনাথের গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করিতেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে রেঃ ডাক্তার কেরীর তৃতীয়া পত্নী মিসেস্ গ্রেসকেরী ৫৮ বৎসর বয়ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাঁর মৃতদেহ মিশনারিদিগের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়। ইহাঁর সমাধি স্তম্ভের উপর এইরূপ লিখিত আছে ;—

মিসেস্ কেরীর মৃত্যু।

Grace Carey

Third wife of the Reverend Dr. William Carey,

died July 22rd 1835 aged 58 years.

"I have heard of them by the hearing of the ear but now mine eye seeth thee wherefore I abhor my self and repent in dust and ashe's."

Job, XLII and 5th Verse.

উক্ত ঘটনার কিছুদিবস পরে, রেঃ ডাক্তার কেরীর প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার পরলোকে গমন করেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-খনের চাটুতি শ্রীকরের সন্তান। মৃত্যুঞ্জয় বাল্যকালে নাটোররাজের সভাপণ্ডিতের নিকট বিদ্যা-

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের পরলোক।

শিক্ষা করেন এবং পরে যৌবনে কলিকাতায় গমন করতঃ তথায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। কলিকাতায় সুপ্রীম আদালত স্থাপিত হইবার কয়েক বৎসর পর, ইনি প্রথমে সুপ্রীম আদালতের অনুবাদক এবং পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত হন। ঐ সময়ে রেঃ ডাক্তার কেরীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং সেই সূত্রেই তিনি কলিকাতা হইতে শ্রীরামপুরে গমন করতঃ স্থায়ীভাবে বাস করেন। রেঃ ডাক্তার কেরী ইহাঁকে তাঁহার পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত করেন এবং নিজের প্রতিকৃতির সহিত তাঁহারও চিত্র অঙ্কিত করেন। রেঃ ডাক্তার কেরীর অনুরোধে ইনি একখানি হিন্দিগ্রন্থ হইতে বত্রিশ সিংহাসন এবং বিদ্যাপতির রচিত সংস্কৃত ভাষায় পুরুষপরীক্ষার বঙ্গানুবাদ করেন এবং তাহার পর রাজাবলী ও প্রবোধচন্দ্রিকা নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহাঁর রচিত পুস্তকগুলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য পুস্তক হয়। রেঃ ডাক্তার কেরী যখন সাগর সঙ্গমে সন্তান নিক্ষেপ, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি রহিত করিবার জন্য ঘোরতর আন্দোলন করেন তখন ইনি রেঃ ডাক্তার কেরীর অনুকূলে মত প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি তৎকালে বঙ্গ-দেশের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাদ্রীদের পক্ষাবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত প্রদান করায় গোড়া হিন্দুগণ তাঁহাকে যথোচিত লাঞ্ছিত করেন।

ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক সংস্করণ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যান "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" নামক পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং রেঃ মিঃ ডেন্‌হামের উপর মিশন সমিতি পরিচালন করিবার ভারার্পণ করেন।

রেঃ ডাঃ মার্শম্যানের মৃত্যু ও সমাধি।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে মিশনারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা অসীম প্রতিভাশালী পণ্ডিতাগ্রগণ্য রেঃ ডাক্তার জশূয়া মার্শম্যান ৬৯ বৎসর বয়ঃক্রমে পত্নী পুত্র ও আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং আশ্রিত অনুগত জনকে শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া শান্তিধামে গমন করেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রেল তারিখে রেঃ ডাক্তার জশূয়া মার্শম্যান ইংলণ্ডের অন্তর্গত ওয়েষ্ট-বেরী সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রেঃ ডাক্তার কেরীর প্রতিষ্ঠিত ব্যাপ্টিস্ত মিশন সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রেঃ মিঃ ওয়ার্ড গ্রাণ্ট ব্রান্সডন্ প্রমুখ সহযোগীগণের সহিত সপরিবারে বঙ্গদেশে আগমন করতঃ শ্রীরামপুর নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মিশন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, ইনি ও ইহাঁর পত্নী মিসেস হান্না মার্শম্যান দুইজনে দুইটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান ও তাঁহার পত্নী মিসেস্ হান্না মার্শম্যানের

ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় বিদ্যালয় দুইটী অত্যল্প কালের মধ্যেই দেশ বিদেশের লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। ১৮১১ খৃীষ্টাব্দে আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটী ইহাঁকে "ডাক্তার অফ্ ডিভিনিটী" (Doctor of Divinity) উপাধি প্রদান করতঃ সম্মানিত করেন, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কোপেন হেগেনে গমন করিয়া দিনামার নরপতির নিকট শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী মাসিকপত্র প্রকাশ ও চিন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে দিনামার নরপতি সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ ইহাঁকে একটী স্বর্ণপদক প্রদান করেন ও তৎসহ স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া ছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি স্বদেশ দর্শনার্থে গমন করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে কোপেনহেগেনে গমন করতঃ দিনামার নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন, দিনামার নরপতি ইহাঁকে পরম সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করতঃ স্বহস্তে কলেজের সনন্দ লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্শম্যান যেমন সদাশয় স্নেহপ্রবণ ও দয়াপ্রবণ ছিলেন, তেমনি সদালাপী মিষ্টভাষী ও মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন এবং এই সকল গুণের জন্যই তিনি শ্রীরামপুরে আপামর সাধারণের ও বন্ধুবান্ধবগণের নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন। ভীষণ ঝটিকা

ও দামোদরের বন্যার প্লাবনে যখন শ্রীরামপুর নগরী ধ্বংস ও প্লাবিত হয়, সেই সময়ে ইনি মিশন সমিতির অগ্রণীরূপে শ্রীরামপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের গৃহহীন ও অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে আশ্রয়, তণ্ডুল ও বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি অনেক গরীব গৃহস্থকে মাসিক অর্থ সাহায্য করিতেন। মৃত্যুর পরদিবস ইঁহার মৃতদেহ মিশনারিদিগের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়। শববাহী দল যখন শবাধার বহন করিয়া রাজবর্ত্ম দিয়া সমাধিক্ষেত্রাভিমুখে গমন করেন, তখন দিনামার রাজপুরুষগণ ও নগরীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং নগরের গরীব দুঃখীগণ শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে শববাহীদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। ইহাঁর সমাধি স্তম্ভের উপর এইরূপ লিখিত আছে :—

Joshua Marshman D. D.
The last of the Serampur Missionaries
by whom Christian truth and general knowledge
were introduced into these provinces,
was born at Westbury wilts April 20th. 1768.
died at Serampur December 5th. 1837
and his lies buried at the foot of this stone, in the
same cemetery with his beloved colleagues
Carey and Ward.

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রেঃ জেমস্ কেনেডি ভারতে আগমন করেন এবং শ্রীরামপুরে বাঙ্গালী শিল্পী অক্ষর নির্ম্মাণ করিতেছে শুনিয়া. তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শ্রীরামপুর নগরীতে গমন করতঃ মনোহর কর্ম্মকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রেঃ জেমস্ কেনেডি যখন মনোহরের কারখানায় গমন করেন, তখন মনোহর বাইবেলের নিমিত্ত স্বহস্তে অক্ষর প্রস্তুত করিতেছিলেন। রেভারেণ্ড জেমস্ কেনেডি মনোহরের অক্ষর প্রস্তুত করিবার প্রণালী দর্শন করিয়া বলেন, "ইহা ঠিক ইউরোপের কারখানার প্রস্তুত অক্ষরের সমতুল্য হইয়াছে, বাঙ্গালী শিল্পী যে এরূপ অক্ষর নির্ম্মাণ করিতে পারে তাহা আমি জানিতাম না।" এই বলিয়া তিনি মনোহরের ভূয়সী প্রশংসা করতঃ তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন।

জেমস্ কেনেডির অক্ষর নির্ম্মাণের কারখানা দর্শন।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে "সমাচার দর্পণ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা খানির প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

সমাচার দর্পণের প্রকাশ বন্ধ।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মেটকাফ্ হলে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে ডাক্তার ওয়ালিচ প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় কৃষি ও শিল্প সমিতি ভারতের উন্নতি কল্পে

রেঃ ডাঃ কেরীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাব।

যে সমস্ত মহৎ ও হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীই তাহার অগ্রণী। অতএব সেই মহাত্মার স্মরণার্থে এই সভাগৃহে তাঁহার একটী মর্ম্মরময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করা হউক।" ডাক্তার ওয়ালিচের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে অনুমোদিত হওয়ায়, মিঃ হোমের দ্বারা অঙ্কিত তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি হইতে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিল্পী নবকুমার পালের দ্বারা একটী মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান হয় এবং পরে সেই মূর্ত্তিটী ইংলণ্ডের মেসার্স জে সি লক্ এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রেরিত হয়, মেসার্স জে, সি, লক্ কোম্পানী উক্ত মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি অবলম্বনে একটী মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ উক্ত সমিতির নিকট প্রেরণ করেন।

রেঃ ডাঃ কেরীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মেটকাফ্ হলে রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরীর মর্ম্মরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার সময় তথায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ রেঃ ডাক্তার কেরীর গুণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিবার পর, সভাপতি কর্ত্তৃক তাঁহার মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হয়।

কলেজের সনন্দ মঞ্জুর।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীরামপুর নগরীর অধিকার হস্তান্তর হয়। ডেন্‌মার্কের তদানীন্তন অধীশ্বর, তাঁহার পূর্ব্ব নৃপতির প্রদত্ত কলেজের

সনন্দ অনুমোদন করেন এবং তাহা হস্তান্তর (১) পত্রে (Treaty) মঞ্জুর হয়।

মিঃ জন্‌ম্যাকের মৃত্যু

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রেল তারিখে কলেজের সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ মিঃ জন্‌ম্যাক্ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখে রেভারেণ্ড মিঃ জনম্যাক্ এডিনবার্গ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ উদ্‌ঘাটিত হইবার পর, ইনি উক্ত কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হন। উক্ত কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা রেঃ ডাক্তার কেরী ও মার্শম্যানের মৃত্যুর পর, ইনি তাঁহাদিগের পরিত্যক্ত কীর্ত্তিপতাকা গৌরবের সহিত তদীয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বহন করিয়া ছিলেন। ইনি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, ইনিই সর্ব্বপ্রথম কিমিয়বিদ্যা (Chemistry) গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাঁর মৃত্যুর পর তদীয় সমাধি স্তম্ভের উপর এইরূপ লিখিত হয়;—

---

(১) ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ডেনমার্কের অধিপতি রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্শম্যানকে কলেজের সনন্দ প্রদান করেন, তখন তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি (পূর্ব্ব নৃপতি) মিশনারিগণকে শ্রীরামপুরে আশ্রয় প্রদান ও সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ভয়েই এতাবতকাল তিনি শ্রীরামপুর নগরী হস্তান্তর করিতে সম্মত হন নাই। (Carey's Life)

Sacred
Memory of
The Rev John Mack
The Beloved associate of the
College and the mission
of
Carey Marshman and Word
He was born in Edinburg
March 12th 1797
and
died at serampur April 30th 1845
This monument is erected by his
affectionate and disconsoled widow
Marey Mack.

মিসেস্ হান্না মার্শম্যানের মৃত্যু।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে রেঃ ডাক্তার জশূয়া মার্শম্যানের বিধবা পত্নী মিসেস্ হান্না মার্শম্যান (১) অশীতি বৎসর বয়ক্রমে শ্রীরামপুর নগরীতেই দেহত্যাগ করেন। এই মহিমাময়ী মহিলা

(১) এই মহিমাময়ী মহিলা শ্রীরামপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের গরীব দুঃখীর জননী স্বরূপিণী ছিলেন। কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে তাঁহার হৃদয়

রেঃ ক্লার্কের পৌত্রী ও মিঃ জে সিপার্ডের কন্যা। আট বৎসর বয়ক্রম কালে ইহাঁর স্নেহময়ী জননী লোকান্তরিত হন এবং তাহার তিন বৎসর পর, ইহাঁর পিতাও পত্নীর অনুগমন করেন। একাদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে সরলা বালিকা পিতা মাতার অকৃত্রিম স্নেহ হইতে বঞ্চিতা হন। তাঁহার পিতামহ রেঃ ক্লার্ক তাঁহাকে লালনপালন এবং সুশিক্ষা প্রদান করেন। সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে রেঃ ডাক্তার জশূয়া মার্শম্যানের সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি স্বামীর সহিত শ্রীরামপুরে আগমন করেন এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতঃ সুদীর্ঘ ৪৭ বৎসর কাল বিদ্যালয় ও মিশন সমিতির নানা হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হন।

বিগলিত হইত, কাহাকেও বিপন্ন দেখিলে তাহাকে যথোচিত সাহায্য করিতেন, রোগশয্যায় শায়িত কোন লোক অর্থাভাবে চিকিৎসা করিতে পারিতেছেনা শুনিলে, স্বয়ং তথায় গমন করতঃ তাহার চিকিৎসার ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাঁহার মহত্বতার সম্বন্ধে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়—"নগরের একজন গরীব ব্রাহ্মণ তাঁহার কন্যার বিবাহের সময় নগরের কোন বিখ্যাত দেওয়ান দাতাচুড়ামণীর নিকট ভদ্রাসন বন্ধক রাখিয়া ৫০০, টাকা কর্জ্জ করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হওয়ায়, দেওয়ান দাতাচুড়ামণী তাঁহার ভদ্রাসন খানি নিলাম করাইয়া টাকা আদায় করিবার ব্যবস্থা করেন। যথা সময়ে দিনামার আদালতে ব্রাহ্মণের ভদ্রাসন খানি নিলাম হইবার দিন স্থির হয়, ব্রাহ্মণ কোথাও টাকার সংস্থান করিতে না পারায়, নিলামের দিন

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রেভারেণ্ড মিঃ জডসন্ শ্রীরামপুরে ছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ব্রহ্মভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ এবং বাইবেল গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তাঁহার কৃত বাইবেলের অনুবাদ এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল যে, আর তাহার পুনঃ সংশোধন করিবার আবশ্যক হয় নাই।

রেঃ মিঃ জড্‌সনের বাইবেল অনুবাদ।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে জনক্লার্ক মার্শম্যানের প্রণীত দারোগা ম্যানুয়েল নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

দারোগা ম্যানুয়েল।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জনক্লার্ক ম্যার্শম্যান, মিঃ টাউনসেণ্ড প্রভৃতি মিশনারিগণ "সমাচার দর্পণ" পুনরায় প্রকাশ করেন।

সমাচার দর্পণ পুনঃ প্রকাশ।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জনক্লার্ক মার্শম্যান ইংলণ্ডে গমন করেন তথায় কয়েক বৎসর থাকিয়া পুনরায় শ্রীরামপুর নগরীতে

মার্শম্যান পত্নীর নিকট গমন করতঃ আপনার বিপদের কথা আদ্যোপান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। চিরপরহিতব্রতধারিনী মার্শম্যান পত্নী ব্রাহ্মণের বিপদের কাহিনী শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, স্বামীর প্রধান কর্ম্মচারী গুরুদাস কেরাণীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ঋণের (আসল ৫০০্ এবং সুদের ৪৯৪্) মোট ৯৯৪্ টাকা আদালতে জমা দিয়া ভদ্রাসন খানি ঋণ মুক্ত করিয়া দিবার জন্য প্রেরণ করেন এবং ব্রাহ্মণকে গৃহে গিয়া স্নানাহার করিতে বলেন।"

জন মার্শম্যানের ইংলণ্ডে গমন।

প্রত্যাগমন করেন। ইনি ইংলণ্ডে অবস্থান কালে ভারতে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ স্থাপন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রেঃ মিঃ ট্রাফোর্ড কলেজের অধ্যক্ষ হন।

কলেজের নূতন অধ্যক্ষ।

ইনি সর্ব্ববিষয়েই রেঃ ডাক্তার কেরীর পথানুসরণ করতঃ কলেজটী পরিচালন করিতে থাকেন। ইঁহারই অধ্যক্ষতার সময় কলেজটী কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জনক্লার্ক মার্শম্যান মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জনক্লার্ক মার্শম্যানের মৃত্যু।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে ইনি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রেভারেণ্ড ডাক্তার জশুয়া মার্শম্যান, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিতার সহিত শ্রীরামপুরে আগমন করেন এবং মিশনারি দলভুক্ত হইয়া প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইনি "দিগ্দর্শন" নামক বাঙ্গালা মাসিকপত্র প্রথম প্রকাশ করেন এবং বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট গেজেট পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। রেঃ ডাক্তার কেরীর মৃত্যুর পর, ইনি সমাচার দর্পণ পরিচালন করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে সি, এস, আই, উপাধি প্রদান করতঃ সম্মানিত করেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

কলেজ বন্ধ ও স্কুল স্থাপন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রেঃ মিঃ ট্র্যাফোর্ড কলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর, কলেজটীর কার্য্য কিয়দ্দিবসের জন্য বন্ধ হইয়া যায় এবং তথায় একটী খৃষ্টিয়ান ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে রেঃ সামার ও পরে রেঃ উইলসন্ গিলবার্ট প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিদ্যালয়টী পরিচালিত করেন।

কলেজ পুনরায় উদ্ঘাটন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কলেজটী পুনরায় উদ্ঘাটিত হয় এবং কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রথমে ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণী পর্য্যন্ত ও পরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় এবং তদবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সুযোগ্য অধ্যক্ষগণের দ্বারা সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান অধ্যক্ষ রেঃ ডাক্তার জর্জ্জ হাউয়েলস্ এম এ, বি ডি, মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে কলেজটী অধুনা বঙ্গের একটী শীর্ষস্থানীয় কলেজে পরিণত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়।

---

* সাহিত্য সংবাদপত্র এবং কলেজ।

সাহিত্য — রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী প্রণীত ও অনুবাদিত পুস্তকাবলী।

(১) কেরীর কথোপকথন (২) হিতোপদেশ (৩) দশকুমার চরিত বা দশ জন রাজপুত্রের বিবরণ (৪) বাঙ্গালা ব্যাকরণ (৫) কেরীর অভিধান (ইহাতে অশীতি সহস্র শব্দ আছে) (৬) সংস্কৃত ব্যাকরণ (৭) ভারতবর্ষের ইতিহাস (৮) অমরকোষ (সংস্কৃত অভিধান) (৯) উদ্ভিজ্জাবলির তালিকা, (১০) ভারতের পুষ্পরাজি (১১) ছত্রিশটী ভাষায় বাইবেল এবং রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ।

রামরাম বসু প্রণীত পুস্তকাবলী।

(১) প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত (২) লিপিমালা (৩) জ্ঞানোদয়ের পুস্তক (৪) আর কে তারিতে পারে (৫) মঙ্গল সমাচারের দুত (৬) খ্রীষ্ট চরিত।

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রণীত ও অনুবাদিত পুস্তকাবলী।

(১) প্রবোধ চন্দ্রিকা (২) রাজাবলী (৩) বত্রিশ সিংহাসন (৪) পুরুষ পরীক্ষা (বঙ্গানুবাদ)।

রেভারেণ্ড ডাক্তার মার্শম্যান প্রণীত ও অনুবাদিত পুস্তকাবলী।

(১) পুরাবৃত্ত সংক্ষেপ (২) ভারতবর্ষের ইতিহাস (৩) মার্শম্যানের অভিধান (ইহাতে পঞ্চ সহস্র শব্দ আছে) (৪) কিল্‌ভিস্‌সিনিকা (চিন ভাষার অর্থপুস্তক) (৫) চিনভাষায় অনুবাদিত সুসমাচার।

রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ড প্রণীত পুস্তকাবলী।

(১) সাহিত্য ইতিহাস ও পুরাণ (২) কৃষ্ণপালের জীবনী।

মিঃ ফিলিক্সকেরী প্রণীত ও অনুবাদিত পুস্তকাবলী।

(১) ব্রহ্মভাষায় ব্যাকরণ, (২) পালিভাষায় ব্যাকরণ (৩) তীর্থপর্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত (৪) ব্রহ্মভাষায় অভিধান (৫) বিদ্যাসারবল্লী (অভিধান) (৬) কিমিয়বিদ্যার বঙ্গানুবাদ (৭) গোল্ডস্মিতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ (৮) ব্রহ্মভাষায় নূতন সুসমাচার অনুবাদ (কতকাংশ)

মিঃ জনক্লার্ক মার্শম্যান প্রণীত ও অনুবাদিত পুস্তকাবলী।

(১) ভারতবর্ষের ইতিহাস (২) দারোগা ম্যানুয়েল (২) সিভিল গাইড (৩) ব্রিফ্‌সার্ভে অফ্‌ হিষ্ট্রী (৪) মেমোয়ার অফ্‌ মেজর জেনারেল হেনরী হ্যাভলক্‌ (৫) কেরী মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের জীবনী।

রেভারেণ্ড মিঃ ম্যাক্‌ প্রণীত— (১) কিমিয়বিদ্যাসার।

লিডেন রক্সবার্গ প্রণীত—(১) ভারতবর্ষের উদ্ভিজ্জাবলী।

রেঃ জে, লং প্রণীত—(১) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী।

এডোনিরাম জড্‌সন্‌ প্রণীত ও অনুবাদিত পুস্তকাবলী।

(১) ব্রহ্মভাষার ব্যাকরণ (২) ব্রহ্মভাষায় অভিধান (৩) বাইবেল গ্রন্থের অনুবাদ।

লক্ষীনারায়ণ শর্ম্মা প্রণীত—(১) দত্ত কৌমুদী (২) দত্তক প্রকরণ।

রাম কমল সেন প্রণীত—(১) ইংরাজী ও বাঙ্গলা অভিধান।

নারায়ন চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত—

(১) মনুসংহিতা [অনুবাদ] (২) পুত্রিকরণ মীমাংসা।

বুনিয়ান প্রণীত—(১) হোলিওয়ার বা ধর্ম্মযুদ্ধ।

হগস্ প্রণীত—(১) হগস্ অভিধান।

পিতাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রণীত—(১) শব্দবিন্দু অভিধান।

রিচার্ডসন প্রণীত—(১) রিচার্ডসন্ অভিধান।

মিলার প্রণীত—(১) ইংরাজী ও বাঙ্গলা শিক্ষা [দ্বিতীয় সংস্করণ]

স্যার ফ্রান্সিক প্রণীত—(১) কন্সিডারেন্স অফ্ হিন্দুল।

হটন প্রণীত—(১) হটন অভিধান (ইহার মূল্য ৮০, টাকা)

রামচন্দ্র প্রণীত—(১) রামচন্দ্রের অভিধান।

এলবারলিন প্রণীত—(১) ল অফ্ ইন্‌হেরিটেন্স।

গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত—(১) মেটাফিজিক্যাল্ ট্রুথ।

(১) ধাতু শব্দজ (ইহাতে ৬০ প্রকার ধাতু হইতে ১০০০ শব্দ আছে) (২) জ্যোতিষ ও খগোল (৩) সদগুণ ও বীর্য্য (৪) প্রিন্সিপ্যাল্ অফ্ হিন্দু ল (৫) ইলেট্রিক টেলিগ্রাফ বা তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রকরণ (৬) জগন্নাথ চরিত (৭) জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র (৮) দি ইম্‌মরট্যাল হিস্ট্রী অফ্ ফ্যাক্ট।

* উল্লিখিত পুস্তক ব্যতীত আরও অনেক পুস্তক মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

কতিপয় পুস্তকের ভাষা — কেরীর কথোপকথন। রেঃ ডাক্তার উইলিয়াম কেরী প্রণীত।

"১ম—তোদের বৌ কেমন ভাত রাঁধিতে বাড়িতে পারে ?

২য়—হ্যা বাবু সে বই আর কে রাঁধে ? মেয়েরা কেহ এখানে নেই, আপনি কাচা বাচা নিয়ে নড়তে পারিনা। সকল কাজই বড় বৌ করে। ছোট বৌ বড় হিজল দাগুড়া অঙ্গ নাড়ে না আর সদাই তার ঝগড়া।"

প্রত্যাপাদিত্য। রামরাম বসু প্রণীত।

"ইহা ছাড়াইলে পূবির আরম্ভ। পূরে সিংহদ্বার পুরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান, তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে, দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ, পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট, তাহাদের সাতে সাতে আর আর অনেক পশুগণ।"

বত্রিশ সিংহাসন। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

"সামর্থ সম্পন্ন শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। দেব প্রসাদলব্ধ দ্বাবিংশ পুত্তলিকা যুক্ত রত্নময় এক সিংহাসন তাঁহার বসিবার আসন ছিল। ঐ বিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্গারোহণের পর সেই সিংহাসনে বসিবার পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে

প্রোথিত হইয়াছিল।"

লিপিমালা। রামরাম বসু প্রণীত।

"সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে যে, এ হিন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ। কার্য্যক্রমে এ সময়ে অন্য'না দেশীয় ও উপদ্বীপিয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম ও অধম লোকের সমাগম হইয়াছে ও অনেক অনেকের অবস্থিতি এইখানে।"

কিমিয়বিদ্যাসার। অধ্যাপক রেঃ মিঃ জনম্যাক্ প্রণীত।

"দ্রব হওন কালে কতক তাপ দ্রব বস্তুর মধ্যে লীন হয়, কিন্তু তদ্দারা দ্রব বস্তুর তাপের কিছু বৃদ্ধি হয়না এবং সেই দ্রব বস্তু পুনর্ব্বার কঠিন হইলে তাপক বোধ হয়।"

হিতোপদেশ—রেঃ ডাক্তার উইলিয়াম কেরী প্রণীত।

"মন্ত্রি কহিতেছেন, দেবী কোটর সংজ্ঞক নগরেতে দেবশর্ম্মা নামে এক বিপ্র থাকেন। তিনি মহাবিষুব সংক্রান্তিতে শক্তু পূরিত এক শরার পাইলেন, তাহা লইয়া তিনি রৌদ্রেতে ব্যাকুল হইয়া কোন কুম্ভকারের ভাণ্ডপূর্ণ গৃহের এক প্রদেশেতে শয়ন করিলেন। পরে শক্তুর রক্ষার নিমিত্তে হস্তেতে এক দণ্ড লইয়া চিন্তা করিলেন। যদি আমি এই শক্তু শরাবকে বিক্রয় করিয়া দশ কড়া কড়ি পাই তবে

এই স্থানেতেই সেই কড়িতে ঘট শরাব প্রভৃতি কিনিয়া অনেক বারেতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত সেই ধনদ্বারা বারম্বার গুবাক বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লক্ষ সংখ্যক দ্রবিন করিয়া চারি বিবাহ করিব। তদনন্তর সেই স্বপত্নীদিগের মধ্যে যে রূপ যৌবন বিশিষ্টা তাহাতে অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিব। স্বপত্নীরা যখন বিবাদ করিবে, তখন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমি তাহাদিগকে লগুড়োত্তলন করিব। ইহা কহিয়া দণ্ড ক্ষেপণ করিলেন, তাহাতে শক্ত শরাব চুর্ণ হইল এবং অনেক ঘটও ভাঙ্গিল, তৎপরে সেই শব্দতে কুম্ভকার আসিয়া ভাঁড় সকল সেইরূপ দেখিয়া ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া বাহির করিয়া দিল।"

প্রবোধ চন্দ্রিকা—মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রণীত।

"ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে, তাঁহার ভার্য্যার নাম গতিক্রিয়া, পুত্রের নাম ঠক্। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধুলা অঙ্গার পুরিয়া, উপরে এক আধসের ঘি দিয়া দেশে দেশে সহরে সহরে অনিয়মিত বেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়া শুদ্ধ তৌলাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘি লইতে চাহে, তবে তাহাকে দেয়না বলে যে, "এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত দেবতাদের হোমের উপযুক্ত আমি এ ঘড়া হইতে তোমাকে

কিছু দিতে পারিনা।" * * *

শার্দ্দুলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনা কর্ণণ বিসঙ্কট বদন ব্যাদন বিকট দংষ্ট্রা কড়মড়ি ঘন ঘন লাঙ্গুলাঘাত চট্‌চটা শব্দ ভীম লোচনদ্বয়ের ঘূর্ণনতে অত্যন্ত সংত্রস্ত।"

রাজাবলী—মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রণীত।

"রাজার ইন্দ্রব্রত সূর্য্যব্রত বায়ুব্রত যমব্রত বরুণব্রত চন্দ্রব্রত ও পৃথিবীব্রত এই সপ্তব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য, সে সপ্ত ব্রত এই ;—

"যেমন ইন্দ্র চারিমাস জলেতে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করেন, তেমনি রাজা ধনেতে ভাণ্ডার সম্পূর্ণ করিবেন এই ইন্দ্রব্রত। যেমন সূর্য্য আটমাস পৃথিব্যাশ্রিতে বৃক্ষাদি যাহাতে নষ্ট না হয়, এমন করিয়া পৃথিবী হইতে রসের আকর্ষণ করেন, তেমনি রাজা প্রজাশ্রিত পরিজনাদির বাধা যাহাতে না হয় তেমনি করিয়া প্রজা হইতে কর গ্রহণ করিবেন এই সূর্য্যব্রত। যেমন বায়ু সকল ভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তর ব্যাপিয়া থাকেন তেমনি তাহার চরদ্বারা সকল লোকের বাহ্যাভ্যন্তর ব্যবহার জানিয়া থাকিবেন এই বায়ুব্রত। যেমন যম নিয়মিত মৃত্যুকাল পাইয়া এ আমার প্রিয় ও আমার প্রিয় বিবেচনা কিছুই করেন না, সকলকেই নষ্ট করেন তেমনি রাজা ন্যায্য দণ্ড কাল পাইয়া প্রিয়া প্রিয় কিছুই বিবেচনা

করিবেন না ন্যায্য দণ্ড অবশ্য দিবেন এই যমব্রত। যেমন বরুণ পাশেতে বদ্ধ করেন তেমনি রাজা দস্যু চোর প্রভৃতি দুষ্ট লোকদিগকে কারারুদ্ধ করিবেন এই বরুণ ব্রত। যেমন চন্দ্র ষোড়শ কলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্মকিরণ বিতরণ করিয়া সকল লোকের মন আহ্লাদিত করেন ও সকলকে স্নিগ্ধ করেন, তেমনি রাজা নানা ধনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দান মানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন ও সকলের দুঃখ সন্তাপ রহিত করিবেন এই চন্দ্রব্রত। যেমন পৃথিবী সকলকে সমভাবে ধারণ করেন ও সকলের সকলি সহেন, তেমনি রাজা সকল প্রজাদিগকে সমভাবে আপন মনে ধারণ করিবেন ও সকলের উপযুক্ত মত সকলি সহিবেন, এই পৃথিবী ব্রত।"

ভারতবর্ষের ইতিহাস—রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান প্রণীত।

"ভারতবর্ষে গত গবর্ণর জেনরেল সাহেবের নামে মহা-পরাধের বিষয়ে যে অভিযোগ হয়, তদ্বিষয় এইক্ষণে প্রস্তাব্য, বর্ক সাহেব এবং পার্লিমেণ্টের অন্তর্গত লোকেদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার স্বপক্ষ ছিলেন, তাঁহারাই প্রথমতঃ এই অভিযোগ করান যে, ভারতবর্ষে হেষ্টিংস সাহেব যে সকল কর্ম্ম করেন তাহা দোষযুক্ত অতএব এইক্ষণে তদ্বিষয়ের তদন্ত করণের আবশ্যক। বাদশাহ প্রথমতঃ তাহা স্বীকার

করিলেন না বটে, কিন্তু পরে সেই অভিযোগ করণে সহি দিলেন। তাহাতে সাধারণ লোকের সভা এই আজ্ঞা করিলেন যে, কুলিনের সভার সমক্ষে হেষ্টিংস সাহেবের নামে নালিশ হউক। অপর ইংগ্লণ্ড রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ওয়েষ্টমিনষ্টর নামক শালাতা ১৭৮৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মোকর্দ্দমা হয়।"

দত্ত কৌমুদী—লক্ষ্মী নারায়ণ শর্ম্মা প্রণীত।

"পূর্ব্বে এই গ্রন্থ আমি করিয়া রচনা॥ শ্রীযুক্ত উইলিয়াম কেরী সাহেব বিদ্বান। বড় বিবেচক এবং বড় দয়াবান। সেই কালে এই গ্রন্থ দিলাম তাঁহারে। বিবেচনা করি বারম্বার তিনি মোরে॥ ছাপা করিবার তরে অনুমতি দিলেন। তার পর কৌঁশলে পুস্তক পাঠাইলেন॥ ২৯৯॥ কৌঁশলিরা সকলেতে সম্মত করিয়া। গবরমেণ্টে তাঁহারা দিলেন পাঠাইয়া॥ শ্রীযুক্ত গবরর্ণর সাহেব তাতে হুকুম দিলেন। এ বড় সম্মত আমার যবাবে লিখিলেন। রেপটে হুকুম দিলেন কালেজের ঘরে। সে স্থানের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত কাপ্তান লাকেটেরে॥ এ গ্রন্থ ছাপিতে তাঁরে হুকুম দিরে তুমি। এক শত পুস্তক সহী করিলাম আমি॥ সে হুকুম পাইয়া ছাপা করিলাম প্রস্তুত। এ অক্ষরে এমতে পুস্তক পঞ্চশত॥ আমি অতি অকিঞ্চনঃ বিশেষতঃ বুদ্ধিহীন আপনার শক্তি অনু-

২০৯]

সারে॥ শ্রীগুরু চরণ পদ্মে ভর দিয়া নিজ সদ্মে থাকিয়া সহৃদয় অন্তরে॥ ভাবিয়া কোমল পদ্যঃ পূর্ব্ব গ্রন্থে যত গদ্য আছে তাহা করি সমাধান। ঋষিবাক্য সম্বলিত রচিলাম তিন শত বিধিমতে হৈয়া-সাবধান॥ সবিনয় নিবেদন করিতেছি গুণীগন সমাজেতে আমি শত বার। দয়া করি এতে দৃষ্টি করিবেন চিত্তে তুষ্টি হইয়া এ প্রার্থনা আমার॥ ৩০০॥ ইতি লক্ষ্মী নারায়ণ শর্ম্মা বিরচিত, দায়োধিকারী ক্রম দত্ত কৌমুদী পয়ার সমাপ্ত॥ ১৮২২॥

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে রেভারেণ্ড ডাক্তার উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুর নগরী হইতে "সমাচার-দর্পণ" নামক বঙ্গভাষায় একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদপত্র খানি ভারতের দ্বিতীয় বাঙ্গালা সংবাদ (১) পত্র।

সমাচার দর্পণ।

রেঃ ডাক্তার উইলিয়াম কেরী "সমাচার-দর্পণ" প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, মহানগরী কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ইংরাজী সংবাদপত্রে সমাচার দর্পণের প্রচার বৃত্তান্ত ঘোষণা করেন। রেঃ ডাক্তার কেরী

(১) ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্যক্তি "বেঙ্গল গেজেট" নামক একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদপত্রই বঙ্গ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে এই সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য সবিশেষ চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে, "এই বঙ্গভাষায় লিখিত সংবাদপত্রে রাজনীতি আলোচনা করা রাজপুরুষগণের প্রীতিকর হইবে না, কারণ ইহাতে আপামর ব্যক্তি পর্য্যন্ত রাজনীতির আস্বাদন পাইবে, তাহাতে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ ইংরাজী সংবাদ পত্র পরিচালনকারিগণকেই যখন সময়ে সময়ে রাজপুরুষ-গণের কোপ দৃষ্টিতে নিপতিত হইতে হয়, তখন এই সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য হয়ত তাঁহাকেও রাজপুরুষগণের বিষ নয়নে পড়িতে হইবে। সমাচার দর্পণ প্রকাশের পূর্ব্ব রজনীর সান্ধ্য সমিতিতে বসিয়া পাণ্ডুলিপির শেষ সংশোধন করিবার সময় রেঃ ডাক্তার কেরী ঐ ভীতি প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করেন। তদুত্তরে রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান বলেন যে, "আগামী কল্য প্রাতে গভর্ণমেণ্টের সেক্রে-টারীর নিকট সূচী ও সংবাদপত্র প্রেরণ করা হউক, তাহা হইলেই গভর্ণমেণ্টের মন্তব্য জানিতে পারা যাইবে।" রেঃ ডাক্তার মার্শম্যানের প্রস্তাবানুযায়ী পরদিবস ডাক্তার কেরী গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট সূচী ও সংবাদপত্র প্রেরণ করেন। উক্ত সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া কোন রাজপুরুষ কোনরূপ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন না; অধিকন্তু গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস বাহাদুর প্রীত হইয়া সম্পাদককে স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন—

"It is salutary for the supreme authority to look to the control of public Scrutiny."

এই অপ্রত্যাশিত রাজসম্মান প্রাপ্ত হওয়ায়, রেভারেণ্ড ডাক্তার কেরী রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারিগণ যে, অত্যন্ত প্রীত ও উৎসাহান্বিত হন তাহা বলাই বাহুল্য।

"সমাচার দর্পণ" পাদ্রীদিগের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্র হইলেও, হিন্দুসমাজের তদানীন্তন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ হইতে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত উহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন। স্বর্গীয় দ্বারিকা নাথ ঠাকুরের নাম গ্রাহক তালিকার সর্ব্ব প্রথমে লিখিত থাকায়, ইংরাজ সমাজে বাঙ্গালীর নাম যশ ও মুখোজ্জ্বল হয়। "সমাচার দর্পণে" রাজনীতি ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য এবং ইংলণ্ড ও ভারতের কথাতে যেমন সমলঙ্কৃত হইত, তেমনি বাঙ্গালী দিগের প্রেরিত মফস্বল সংক্রান্ত "প্রেরিতপত্র" "সংবাদ" ও "অভাব অভিযোগ" (১) প্রকাশিত হইত।

(১) "বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয় প্রস্তাব" নামক পুস্তকে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমাদের স্মরণ হয়, আমরা বাল্যকালে এই "সমাচার দর্পণ" অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। আমাদের গ্রামে "বন্ধারিয়া" দল নামক পরপীড়ক একদল গাঁজাখোর ছিল। সমাচার দর্পণে তাহাদের অত্যাচারের কথা লিখিত হওয়ায়, দারোগা আসিয়া সুরথাল করে, তাহাতে তাহারা শাসিত হয়।"

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মিশনারিগণ "সেরিফসেলের বিজ্ঞাপন (নিলামী ইস্তাহার) বঙ্গভাষায় প্রচার করা আবশ্যক" বলিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করায়, গভর্ণমেণ্ট তাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া, "সমাচার দর্পণে" বঙ্গভাষায় সেরিফসেলের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। "সমাচার দর্পণ" একাদিক্রমে ২১ বৎসর কাল বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হয়, তাহার পর ইংরাজী ও পারশ্য ভাষায় মুদ্রিত হয়। লর্ড আমহার্ষ্টের শাসন কালে গভর্ণমেণ্ট শতাধিক সংখ্যা পত্রিকা ক্রয় করতঃ রাজকর্ম্মচারীগণকে বিতরণ করিতেন। "সমাচার দর্পণের" ৩৫০ জন গ্রাহক হইয়া ছিল এবং ১৬০ জন নগদ মূল্যে ক্রয় করিতেন। ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল ১২৲ টাকা; চাঁদার টাকায় ও বিজ্ঞাপনের মূল্যে উহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। "দর্পণের" পশ্চাদ্ভাগে পারদ না থাকিলে বা বহু পুরাতন হইলে যেমন তাহাতে বদন নিরীক্ষণ করা যায় না, সেইরূপ "সমাচার দর্পণ"ও পুরাতন হওয়ায় এবং তাহার কার্য্যকারিতা পূর্ব্বের ন্যায় ফলপ্রদ না হওয়ায় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। পরে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ টাউন্‌সেণ্ড ও মিঃ জে মার্শম্যান প্রভৃতি অপরাপর মিশনারিদিগের ঐকান্তিক চেষ্টায় "সমাচার দর্পণ" পুনরায় প্রকাশিত হয়।

ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের উক্ত মাসেই রেঃ ডাক্তার ম্যার্শম্যান শ্রীরামপুর নগরী হইতে "ফ্রেণ্ড অফ্

ইণ্ডিয়া” নামক একখানি ইংরাজী মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। “ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া” পত্রে ভারতবর্ষের উন্নতি বিষয়ক মৌলিক রচনা, লর্ড হেষ্টিংসের চেষ্টায় স্থাপিত সভা সমিতির কার্য্যবিবরণী এবং শিক্ষা ও মিশনারি সমিতির কার্য্যাবলি প্রকাশিত হয়।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান উক্ত “ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়ার” একখানি ত্রৈমাসিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে দেশের উন্নতি বিষয়ক আন্দোলন অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, উক্ত পত্রিকা প্রচারের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছিল, সেই কারণ তাঁহাকে উক্ত সংস্করণ প্রকাশ করিতে হয়। উক্ত ত্রৈমাসিক সংস্করণে ভারতের উন্নতি বিষয়ক কথা এবং যে সকল পুস্তক পাঠ করিবার জন্য দেশের লোক আগ্রহ প্রকাশ করিত, সেই সকল পুস্তকের সমালোচনা উহাতে প্রকাশিত হইত।

“ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া” পত্রে সতীদাহ প্রথা নিবারণ সমর্থন করিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া অনারেবল মিষ্টার এডাম কাউন্সিলের নিকট প্রস্তাব করেন যে, “উক্ত প্রবন্ধটী আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া দেশবাসীর মনে আতঙ্ক হইতে পারে যে, তাঁহারা তাহাদের ধর্ম্ম ও রীতিনীতির উপর হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।” কিন্তু মারকুইস্ অফ্ হেষ্টিংস উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া তন্মধ্যে আপত্তিকর কোন কিছু দেখিতে না পাওয়ায়, তিনি মাননীয় মিঃ এডামের প্রস্তাব অনুমোদন করেন

নাই, অধিকন্তু সম্পাদককে জানান যে, তিনি সতীদাহ প্রথা নিবারণের সম্পূর্ণ পক্ষপাতি।"

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়ার" সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশ হয়। রেভারেণ্ড মার্শম্যান, মিঃ জনম্যাক্ এবং লিচম্যান এই তিনজনে মিলিয়া উক্ত "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়ার" সাপ্তাহিক সংস্করণ পরিচালন করেন। এই সাপ্তাহিক সংস্করণে রাজনীতি সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লিখিত হইত না। সমাজনীতি ধর্ম্মনীতি ও দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধ সমূহ লিখিত হইত। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সমাজনীতি ধর্ম্মনীতি ও দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতির আন্দোলন ও আলোচনার উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার শাসন কালের শেষভাগে এই সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং যে কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তিনি ভূয়ঃসী প্রশংসা করিয়াছিলেন। উক্ত সাপ্তাহিক সংস্করণে সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির আলোচনা প্রকাশিত হওয়ায়, সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারিগণ উহার পৃষ্ঠপোষক হন। প্রথম বৎসরে উক্ত সাপ্তাহিক সংস্করণের দুইশত গ্রাহক হইয়াছিল।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মিঃ রবার্ট নাইট উক্ত "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" পত্রের স্বত্ব ৩০,০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। তিনি প্রথমে উহার দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করেন,

তাহার পর ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার অঙ্গীভূত করেন। তদবধি উহা "ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাবধি সমভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

দিগ্‌দর্শন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জনক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারিগণ "দিগ্‌দর্শন" নামক একখানি বঙ্গভাষায় মাসিক-পত্র প্রকাশ করেন। উক্ত "দিগ্‌দর্শন" পত্রিকা সম্বন্ধে "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় এইরূপ মন্তব্য লিখিত হয়। "দেশীয় বালকদিগকে বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত করিবার প্রথা গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে, ইহাতে বিদ্যালয়গুলিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা যে, অত্যাবশ্যক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে দেশীয় ও বিদেশীয় ঘটনা পরম্পরার বিবরণ জানিবার যে ইচ্ছা যুবকদিগের মনে প্রবল হইয়াছে, সেই ইচ্ছার পুষ্টিসাধন ও তাহাদিগের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট বিষয় সমূহের নির্ব্বাচন করা বিশেষ আবশ্যক। ইহাতে তাহাদিগের নিজের উন্নতি হইতে পারিবে এবং তাহাদিগের মনে অসৎ ও অনিষ্টকর চিন্তা সমূহ বদ্ধমূল হইতে পারিবেনা! এই উদ্দেশ্যে "দিগ্‌দর্শন" নামক বঙ্গভাষায় একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাতে দেশীয় যুবকদিগের পাঠাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা করা যায়, উক্ত পত্রিকার দুই সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কোন বিশিষ্ট

বন্ধুর উপদেশানুসারে প্রতি সংখ্যায় সূচী প্রকাশের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকেরা বাঙ্গালা পাঠ করুক আর নাই করুক, যদি তাহারা তাহাদিগের দেশীয় ভৃত্য ও প্রতিবাসী দিগের মধ্যে ইহার কতকগুলি বিতরণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা অনায়াসে প্রত্যেক সংখ্যায় যে যে বিষয় লিখিত আছে তাহা সম্যক্ অবগত হইতে পারিবে।"

প্রথম সংখ্যার সূচী। (১) আমেরিকা আবিষ্কারের বিবরণ (২) হিন্দুস্থানের ভৌগলিক সীমা (৩) হিন্দুস্থানের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য সমূহ (৪) মিঃ স্যার্ড্লারের ডব্লিন্ হইতে হোলিহেড্ ভ্রমণ (৫) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার বিবরণ।

দ্বিতীয় সংখ্যার সূচী। (১) উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতে আগমনের পথ আবিষ্কার (২) বাঙ্গালা দেশের বৃক্ষলতাদি (৩) রাজকন্যা সারলটার মৃত্যু (৪) বাষ্পীয় পোতের বিবরণ (৫) কুমিল্লা দেশবাসী কর্ত্তৃক দেশীয় বিদ্যালয়ে চাঁদাদান (৬) বিখ্যাত পণ্ডিত মোহন বাচস্পতির মৃত্যু (৭) নূতন প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের বিবরণ (৮) এ দেশীয় লোকের বিবিধ পরোপকারের কার্য্য;

ইহা বিলাতী কাগজে ও দেশীয় অক্ষরে মুদ্রিত। প্রতি সংখ্যায় ২৪ খানি পৃষ্ঠা, উপরে নীল বর্ণের মলাট ও ইংরাজী

পুস্তকের অনুকরণে উপরে বিষয়ের সূচী লিখিত আছে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট গেজেট।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই হইতে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট গেজেট মিশনারিদিগের তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। উক্ত গেজেট ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রতি সপ্তাহে দুইবার মুদ্রিত হইত। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জনক্লার্ক মার্শম্যান এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রেঃ জন রবিন্সন উক্ত গেজেটের সম্পাদক ছিলেন এবং মিঃ মার্শাল ডি'ক্রুজ মুদ্রাকর ছিলেন।

শ্রীরামপুর কলেজ।

শ্রীরামপুর কলেজ শ্রীরামপুরের অতীত ইতিহাসের যে একটী গৌরবের বিষয় তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাত্মা কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারিগণ যখন ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করেন, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার উজ্জ্বল কিরণ প্রাচ্য গগনে বিকীর্ণ হইয়া এ দেশীয়গণের নয়নে ভ্রান্তি ও মোহ উৎপাদন করে নাই। যে পাশ্চাত্য শিক্ষা আজি এ দেশীয়গণের শয়নে স্বপনে, আচারে ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রমোদে, বেশ ও ভূষায়, ভাষায় ও সাহিত্যে অবিমিশ্র ভাবে বিজড়িত হইয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষাই তাহার প্রশস্ত দ্বার। এই

পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারিগণ সর্ব্ব প্রথম শ্রীরামপুরেই উদ্ঘাটন করেন।

মিশনারিগণ দিনামার শাসন কর্ত্তার পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর, নবদীক্ষিত যুবকগণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রেঃ ডাক্তার কেরী রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান রেঃ মিঃ ওয়ার্ড এই মিশনারি মহাত্মাত্রয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের মিশন ভবনের সংলগ্ন একখণ্ড সুবৃহৎ ভূমি ক্রয় করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে তাঁহারা কলেজ প্রতিষ্ঠার একখানি অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করেন, সেই অনুষ্ঠান পত্রের একস্থলে এইরূপ লিখিতছিল :—"এই কলেজে প্রাচ্য দেশীয় খ্রীষ্টানগণ ও অন্যান্য যুবকগণ সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।" উক্ত অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিয়া তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর ও দিনামার শাসন কর্ত্তা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দে রেঃ মিঃ ওয়ার্ড অর্থ সংগ্রহার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। রেঃ মিঃ ওয়ার্ড ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে অগণিত বিঘ্নরাশি পর্ব্বতোপম আকার ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়া রহিয়াছে। অধিক কি, যে

ধর্ম্ম প্রচার সঙ্ঘের উদ্যোগে ও সাহায্যে তাঁহারা ভারতে আসিয়া কার্য্যক্ষেত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম প্রচার সঙ্ঘই তাঁহাদের কার্য্য কলাপ ও প্রীতি উৎসাহের সহিত দর্শন না করিয়া সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দর্শন করিতে লাগিলেন। মহামতি মিঃ ওয়ার্ড ঐ সকল বাধাবিঘ্ন দর্শন করতঃ নিরুৎসাহ না হইয়া, অধিকতর দৃঢ়তার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। মিঃ ওয়ার্ড ঐ সকল ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট গমন করতঃ অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করায়, ধনবানগণ অর্থ সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হন, কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহাদের প্রদেয় অর্থ কেরী প্রভৃতির স্বার্থে পরিণত না হইয়া কলেজের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইবে, এইরূপ বিশ্বাসের নিদর্শন না পাইলে আমরা অর্থ-সাহায্য করিতে পারিব না। রেঃ মিঃ ওয়ার্ড ধনবানগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া যখন এক শিলিংও সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি লণ্ডন হইতে শ্রীরামপুরস্থ ভ্রাতৃগণকে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করেন, "গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় আমাদিগকেই বহন করিতে হইবে।" মিঃ ওয়ার্ডের পত্র প্রাপ্ত হইয়া মিশনারিগণ কলেজ ভবন নির্ম্মাণ করিবার সমুদায় ব্যয় নিজেরাই বহন করিতে প্রস্তুত হন। তাঁহারা নিজ নিজ অর্থ সাহায্য দ্বিগুণ কিম্বা ত্রিগুণ করিতে হইলেও পশ্চাৎপদ হইবেন না, এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রচার কেন্দ্র

স্থাপনে, স্কুল প্রতিষ্ঠায়, খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্রাদির অনুবাদে মহাত্মা কেরী প্রমুখ মিশনারিগণ যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এই কলেজ ভবনের বিশাল অনুষ্ঠানে তাঁহাদের সেই উদারতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। যে সময়ে তাঁহাদের যশশ্চন্দ্র প্রভা ইংলণ্ডে স্বজাতিগণের চক্ষে স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল; সেই সময়ে তাঁহারা ভারতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রসার নিমিত্ত স্বব্যয়ে সুবৃহৎ কলেজ ভবন প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের ধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘকে তাঁহাদের প্রদত্ত ত্রিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন বলিয়া, তাঁহাদের শত্রুগণ তাঁহাদের নামে যে সময়ে ইংলণ্ডে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা ভারতে পঞ্চদশ সহস্র পাউণ্ড ব্যয় করিয়া সুরম্য কলেজ ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া, সেই সম্পত্তি একাদশ সংখ্যক ট্রষ্টির হস্তে সমর্পণ করিয়া শত্রুগণের স্বার্থপরতা ও নীচতার অভিযোগের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

স্থাপত্য অর্থাৎ গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ইউরোপে গথীয় ও গ্রীসীয় এই দুই শিল্প সমধিক প্রচলিত। কিন্তু গ্রীসীয় শিল্প স্থাপত্য কর্ম্মে অতুল্য,—এই শিল্প ডোরীয় আইওনীয় ও কোরিন্থীয় ভেদে ত্রিবিধ। আইওনীয় শিল্প শাখার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সৌধাদি যেমন একদিকে পুরুষোচিত গঠণের গাম্ভীর্য্য ও গৌরব ধারণ করে, সেইরূপ অন্যদিকে রমণীদেহ সুলভ শ্রী, সৌসাদৃশ্য রচনার দ্বারা শোভাময়

হয়। মিশনারিগণ প্রথমে কলেজ ভবনটী গথীয় শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া গঠিত করিতে সঙ্কল্প করেন, কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে গৃহ মধ্যে বায়ু ও আলোক সঞ্চারের অতীব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া, তাঁহারা কলেজ ভবনটী আইওনীয় শিল্পের অনুমোদিত করিয়া নির্ম্মাণ করেন। তদানীন্তন দিনামার শাসন কর্ত্তার সহকারী মেজর উইকেডী (Wickedie) এই কলেজ ভবনের আদর্শ (Plan) প্রস্তুত করেন ও তদানীন্তন ভারতের ভাগ্য বিধাতা বড়লাট বাহাদুর শাসন কার্য্যের গুরু চিন্তাকে চিত্ত হইতে অবসর দিয়া এই আদর্শ সন্দর্শন পর্য্যালোচনা ও পরিশোধন করিয়াছিলেন।

এই কলেজ ভবন নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রায় সার্দ্ধ দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। রেঃ ডাক্তার কেরী শিক্ষকতা করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, রেঃ ডাক্তার মার্শম্যান ও তাঁহার পত্নী স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং রেঃ মিঃ ওয়ার্ড মুদ্রাযন্ত্র পরিচালন করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই ত্রিস্রোতাগত অর্থ হইতে বল ও শক্তি সংগ্রহ করিয়া উন্নত ও সুদৃশ্য গ্রীসীয় শিল্পকলা প্রসূত বর্ত্তমান সুরম্য কলেজ ভবনটী ধীরে ধীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।